SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

মাসুদ রানা

বিগ ব্যাঙ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ANIK

মাসুদ রানা

বিগ ব্যাঙ

কাজী আনোয়ার হোসেন

শটগান হাতে ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, উদয় হলো ইতিহাসে। হাত তুলে মুখটা আড়াল করার সময় পেল না, ডেল্টা কমান্ডোর এক সৈনিক ওর ছবি তুলে ফেলল। চারদিন পর এই ছবিটাই টাইম আর নিউজউইকের প্রচ্ছদে ছাপা হবে, সঙ্গে থাকবে সাউথ মাউন্টেন ইনস্টলেশনে কি ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ, বলা হবে অর্ধ-শতাব্দীর সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনা ছিল সেটা। ছবিতে দীর্ঘকায় ও সুদর্শন এক তরুণকে দেখা যাবে, চেহারায় দৃঢ়তা আছে, আছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আবার একই সঙ্গে মনে হবে বিপজ্জনক চরিত্র। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ফলাও করে যেটা প্রচার করা হবে সেটা হলো—সাহসী, অত্যন্ত সাহসী।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ২৬৯

বিগব্যাঙ

কাজী আনোয়ার হোসেন

একটি
বাংলাপিডিএফ.নেট
পরিবেশনা

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7269 3
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব প্রকাশকের
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Masud Rana-269
BIGBANG
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনা

ছত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

Rana- 269

বিগ ব্যাঙ

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল।

শুভম

এক

সে রাতে তুষার পড়ল। রাত তিনটের কিছু পরে কাঠের মেঝের ওপর খুদে পায়ের আওয়াজ পেয়ে রোজকার মত ঘুম ভেঙে গেল লিন্ডা হারমানের। 'মামি?' বড় মেয়ে টুসির গলা। তার বয়েস সাত, সেকেন্ড গ্রেডে পড়ে; খাতায় নিজের নাম অথবা বড় দিন উপলক্ষে কেনাকাটার ফর্দ এমন গভীর মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে লেখে, দেখলে মনে হয় কলেজ পেরিয়ে আসা কোন মেয়ে চাকরির জন্যে দরখাস্ত লিখছে। লিন্ডা সাবধানে পাশ ফিরল, ভয় লাগছে স্বামীর না ঘুম ভেঙে যায়। ঘর অন্ধকার হলেও অনুভব করল মেয়ে খুব কাছে চলে এসেছে, আভন থেকে সদ্য বেরুনো গরম ও তাজা রুটির মত টুসির গায়ের গন্ধ পেল সে। 'মামি, বাইরে তুষার পড়ছে।'

'জানি, মামণি। টিভিতে বলেছিল।'

'দুনিয়া সাদা হয়ে গেছে, মামি। যীশু দুনিয়াকে ভালবাসেন, তাই সবটুকু সাদা করে দিয়েছেন।'

'বাসেনই তো।'

ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ করল জেমস হারমান, বালিশ থেকে মাথাটা খানিক তুলে বলল, 'শ্‌শ্‌, চুপ!' বালিশে মাথা দিয়ে আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

'মামি, আমি বিছানায় উঠি?'

'অবশ্যই, মামণি।' সরে গিয়ে বিছানায় জায়গা করল লিন্ডা, কম্বল সরাল; বিছানায় উঠে মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেল টুসি। লিন্ডা অনুভব করল, পাঁজরের ভেতর মেয়ের হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন লাফাচ্ছে। সর্দিতে ভরে আছে নাক দুটো, নিঃশ্বাস ফেলছে শব্দ করে। মেয়েকে বুকে চেপে

ধরল সে, আওয়াজটা যাতে স্বামীকে বিরক্ত না করে।

এক কি দেড় ঘণ্টা পর মেঝেতে আবার পায়ের আওয়াজ। 'মামি!' ছোট মেয়ে পুসি ফিসফিস করছে। 'বাইরেটা একদম সাদা হয়ে গেছে।'

'শ্‌শ্‌শ্‌, চুপ! জানি,' নিচু গলায় বলল লিন্ডা। তার ছোট মেয়ের বয়েস পাঁচ, কিন্ডারগার্টেনে পড়ে, মাথায় সোনালি চুল। টুসি যেমন গম্ভীর ও মনোযোগী, পুসি তেমনি ছটফটে আর খেয়ালী। সে তার বড় বোন ও মাকে সারাদিন জ্বালিয়ে মারে, বাড়ির সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে বেড়ায়।

'মামি, যীশু আমাদের ভালবাসেন।'

'হ্যাঁ, বাসেনই তো।' সানডে-স্কুলের এক টিচার নভেম্বর মাসে প্রথম তুষারপাত সম্পর্কে কিছু একটা মন্তব্য করেছিলেন, সেই থেকে যীশুর ভালবাসার সঙ্গে তুষারপাতের একটা যোগাযোগ তৈরি করে নিয়েছে দুই বোন।

'মামি, খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি, আবার আমার ঠাণ্ডাও লাগছে। আমিও তোমার কাছে আসি?'

আপন মনে হাসল লিন্ডা। অনেক আগে তার স্বামী কৌতুক করে বলত, সারাজীবন ধরে সে চেয়েছে একসঙ্গে দুটো মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শোবে। এখন ঘুম ভাঙার পর প্রায়ই সে দেখতে পায় একই বিছানায় সবাই ওরা শুয়ে আছে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল লিন্ডা। 'তবে সাবধান। টুসি বা ড্যাডির ঘুম ভাঙিয়ো না।'

যদিও অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করেনি পুসি। এটা তার স্টাইল নয়। খুদে কমান্ডোর মত হামলা চালিয়ে মা ও বাবার মাঝখানে যে-টুকু জায়গা ছিল দখল করে নিল সে। মেয়ের গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিল লিন্ডা।

এরপর তার আর ঘুম এল না। দু'পাশে দুই মেয়েকে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল। নিস্তব্ধ বাড়িতেও অস্পষ্ট অদ্ভুত সব শব্দ হয়, কান পেতে সে-সব শুনছে। এভাবে ছ'টা বাজল। সাড়ে ছ'টায় অ্যালার্ম বাজবে। নতুন চাকরি নিয়েছে জেমস, পিকআপ নিয়ে বুনসবরো-তে যেতে হবে তাকে। স্কুলের বাস আসবে আটটায়, তার আগে নাস্তা খাইয়ে মেয়েদেরকে কাপড় পরাতে হবে।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল লিন্ডা। পায়ে স্লিপার গলাল, গায়ে জড়াল

গরম একটা শাল। দুটোই খুব পুরানো হয়ে গেছে, আশা করা যায় কয়েক হপ্তা পর বড়দিন উপলক্ষে এ-সব তাকে নতুন কিনে দেবে জেমস। ঘর থেকে বেরুবার আগে কম্বলের বাইরে বেরিয়ে থাকা মাথা তিনটের দিকে তাকাল সে। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই, তবে পরিবার হিসেবে খুবই সুখী। তার স্বামী অত্যন্ত সুপুরুষ, দেখে মনে হয় অ্যাথলেট। মেয়ে দুটোও ভারি সুন্দর। গর্বে তার বুকটা ভরে উঠল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভেতর চলাফেরা করছে লিন্ডা, জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে পথ করে দিচ্ছে আলো ঢোকার। দিনের প্রথম আলোয় এখন শুধু গাছের মাথাগুলো পরিষ্কার। হ্যাঁ, তুষার পড়েছে। পাউডারের মত মিহি, খুবই পাতলা একটা স্তর, এখনও তাতে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। কথাটা হয়তো ঠিক, যীশু সত্যি ওদেরকে ভালবাসেন। একেবারে নতুন আর ঝরঝরে লাগছে জগৎটাকে। কিচেনে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, বার্কিটসভিল-এর প্রতিটি ছাদ ধবধবে সাদা হয়ে আছে। তুষার জমেছে গাছের পাতাতেও। আরও সামনে পাহাড়, তা-ও সাদা হয়ে আছে।

লিন্ডার নাস্তা বানানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দোতলার বাথরুম থেকে শাওয়ার ছাড়ার আওয়াজ ভেসে এল। তারমানে জেমসকে জাগাতে হয়নি, নিজেই উঠে পড়েছে। পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল লিন্ডা। টুসিকে দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। 'এত তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে তুমি নামলে কেন?'

'মামি, কি যেন একটা শব্দ শুনলাম। ভয় লাগছে।'

ঝুঁকে মেয়ের মাথায় চুমো খেলো লিন্ডা। 'ভয় পেতে হয় না, মামণি। ও কিছু নয়, হয়তো বিড়াল...,' থেমে গেল সে, হাঁ হয়ে গেল মুখ। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এক লোক ঢুকল কিচেনে, পরনে কালো পোশাক। কথা বলবে কি, মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। গোটা বাড়িতে আরও অনেক লোকের আওয়াজ পাচ্ছে।

'মামি, আমার ভয় লাগছে,' ফিসফিস করল টুসি।

হাতে বিরাট আকৃতির আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আরও দু'জন লোক ঢুকল কিচেনে। এত লম্বা-চওড়া তারা, কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে গেল লিন্ডা।

'প্লীজ, মিসেস হারমান,' প্রথম লোকটা বলল। তার চোখ চকচকে কালো, দাঁত ধবধবে সাদা। 'কোন শব্দ করবেন না। কোন ঝামেলা করবেন না। প্লীজ।'

আতঙ্কে চিৎকার দিতে গেল লিন্ডা, তবে কোন আওয়াজ বেরুবার আগেই পিছন থেকে এক লোক তার মুখ চেপে ধরল।

মিখাইল বুচভ-এর ঘুম ভাঙল এমা শ্যারন-এর বেডরূমে। অ্যাপার্টমেন্টটা ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায়। দেয়াল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজে। তারমানে দেরি হয়ে গেছে বুচভের। এটাই যেন নিয়তি, সবকিছুতে তার দেরি হয়ে যায়। মাথাটা ভার হয়ে আছে, কারণ দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে, যদিও কি দেখেছে মনে করতে পারছে না। বালিশে মাথা ঘষে আওয়াজ করল এমা, 'হুঁউ।' তার দিকে তাকাল বুচভ। এমাকে কোনমতেই সুন্দরী বলা যাবে না, তবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার সব কৌশল তার জানা। চাদরের নিচে নিঃশ্বাস ফেলছে এমা, আর সে যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন মনে হয় গোটা একটা পাহাড়শ্রেণী থরথর করে কাঁপছে। বাইরে মেয়েটা কি বিশাল, অথচ ভেতরে একদম ছোট। বুচভ নিঃসঙ্গ, সেটা দূর করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করে এমা।

মিখাইল বুচভ ওয়াশিংটনে সোভিয়েত দূতাবাসে সেকেন্ড কমার্শিয়াল অ্যাটাশে হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আসলে সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গ্রু-র সদস্য সে। কেজিবির সঙ্গে গ্রুর সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না, সেজন্যেই তাঁর আসল পরিচয়টা এমন কি দূতাবাসের অনেক পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছেও গোপন রাখা হয়েছে। মার্কিন সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠানে সেক্রেটারিয়েল বা ক্লারিক্যাল চাকরি করে এমন সব নিঃসঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, খাতির জমানো, তারপর তাদের কাছ থেকে গোপন তথ্য আদায় করাই তার কাজ। যেমন এমা, সিনেট সিলেক্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির এক স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর সেক্রেটারি সে। এমার মত আরও কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছে বুচভ, তার মিষ্টি মিষ্টি কথা আর রাক্ষসতুল্য দৈহিক চাহিদার

কাছে ক্রীতদাসীর মতই আত্মসমর্পণ করেছে তারা। মেয়েগুলো কেউই সুন্দরী নয়, চেহারা বা স্বভাবে কোন না কোন ক্রুটি আছেই। বুচভের তরফ থেকে বলা যায়, সে তাদের প্রত্যেককে ভালবাসে। আসলে নারীদেহের প্রতি সীমাহীন দুর্বলতাই তার কাছে ভালবাসা। আর মেয়েরা তাকে চায়, কারণ সে তাদেরকে প্রচুর তৃপ্তি ছাড়াও আরও অতিরিক্ত কিছু দিতে পারে। তার আচরণ খুব নরম, ব্যবহার অতি ভদ্র, সব সময় হাসে ও হাসাতে চেষ্টা করে। জন্মদিন, বার্ষিকী ইত্যাদি মনে রাখে সে; অভিজাত রেস্তোরাঁর ঠিকানা জানে। খালি হাতে আসে না, সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেবে। প্রথমে মন গলায়, ঘনিষ্ঠতা হবার পর কাজ উদ্ধারে লাগে।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে বুচভ। এমা আগেই বলে রেখেছে, ওর সঙ্গে রাত কাটালে ভোর হবার আগেই বিদায় নিতে হবে তাকে। দু'জনের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এফবিআই চারদিকে ফাঁদ পেতে রেখেছে, কখন তুমি ধরা পড়ে যাবে বলা যায় না। আর ধরা পড়লে সোজা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে রাশিয়ায়। ভাবতেই শিউরে উঠল বুচভ। ওর কাছে রাশিয়ায় ফেরত যাবার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সময় আয়নায় চোখ রেখে বুচভ বলে, 'তুমি একটা তিমি। ব্যায়াম করে চর্বি কমানো দরকার।' বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাপড় পরল, কাপড়ে খানিকটা সেন্ট ছিটাল। সারাটা দিন আজ কিভাবে কাটবে, ভাবতেই তিক্ততায় ভরে উঠল মনটা। ডেপুটি রেসিডেন্ট দাবিরদিন সকালে মীটিং ডেকেছে। কেন কে জানে, কিছুদিন থেকে তার জীবনটাকে নরক করে তুলেছে এই লোক। শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। এরপর বুচভকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোর্স রহস্যময় হটডগ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে যেতে হবে মেরীল্যান্ডের এক শপিং মলে। ব্যাপারটা একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। সবচেয়ে খারাপ খবর হলো, আজ রাতে কমিউনিকেশন সেকশনে ডিউটি দিতে হবে। এর মানে হলো দূতাবাসের বেসমেন্ট সেলে একটা কটে ঘুমাতে হবে তাকে, কর্মচারীরা যেটাকে ওয়াইন সেলার বলে। এরকম আরও অনেক ব্যাপার মনে অশান্তি

বয়ে আনছে। এক সময় নয়টা মেয়ের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। দূতাবাসের প্রায় সবাই তাকে ঈর্ষা করত। অল্প বয়েসী যুবকরা ঘৃণার চোখে তাকাত। একমাত্র হটডগকে তারা সহ্য করতে পারে বলে মনে হয়। তবে হটডগ আর দূতাবাসের মধ্যে বুচভ স্রেফ একটা কাটআউট। গভীর জলের মাছ অর্থাৎ হোমরাচোমরাদের সার্ভিস দেয় হটডগ।

দাবিরদিনের বয়স আটাশ। কাজে-কর্মে একাই সে একশো। সোভিয়েত সিস্টেমের একনিষ্ঠ ভক্ত সে। অবশ্য সহজ একটা কারণও আছে। অসম্ভব প্রভাবশালী এক কাকা আছে তার, ভাইপোর ভাল-মন্দের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। দাবিরদিনকে শুধু ঘৃণা করে না বুচভ, যতটুকু ঘৃণা করে ততটুকু ভয়ও পায়। বয়েস কম বলেই হয়তো দাবিরদিন তাকে টার্গেট করেছে, কারণ ওদের সেকশনে একমাত্র তার বয়েসই চল্লিশ। অন্য কারণও আছে, একমাত্র সেই দীর্ঘদিন টিকে আছে এখানে।

এমার ঘুম ভাঙল বুচভ। 'ভালবাসি গো, কি যে ভালবাসি!' বলে তার গলা জড়িয়ে ধরল এমা। চুমো খেয়ে বিদায় নিল বুচভ।

সাইকো ছবিটা দেখার কারণে কিনা কে জানে, লিন্ডাকে তার স্বামী বলে রেখেছে, সে যখন গোসল করবে তখন যেন কেউ বাথরুমে না ঢোকে। কাজেই বাথরুমের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে ছোট একটা লাফ দিল। চোখে শাওয়ারের পানি, দৃষ্টি ঝাপসা, তাসত্ত্বেও কালো কাপড় পরা লোকটাকে দেখতে পেল, চিনতে পারল লোকটার হাতে ধরা বিরাট আগ্নেয়াস্ত্রটাও। লোকটার পরনে কালো কমব্যাট ফেটিগ, পায়ে কালো জুতো, মুখে কালো ফেস মাস্ক। তার হাতের অস্ত্র একটা উজি, সাইলেন্সার ফিট করা। জেমস হারমান অনুভব করল, সে পেশাব করছে। এখনও শাওয়ারের নিচে সে। উজি নেড়ে ইঙ্গিত করল লোকটা।

'ওহ্ গড!' অসহায়, ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুটো এক করল হারমান। 'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ। আমার বাচ্চাদের ক্ষতি করবেন না! ওহ্ গড!'

দোরগোড়ায় আরেকজন লোককে দেখা গেল। তার মুখে মুখোশ

নেই। হাতে কালো অটোমেটিক, সাইলেন্সার লাগানো। 'বেরিয়ে আসুন, মি. হারমান। ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়।' ঝুঁকে হাত বাড়াল সে, শাওয়ারটা বন্ধ করে দিল। 'আমি অপচয় পছন্দ করি না। নিন, গা মুছে কাপড় পরুন। আপনি আমাদের একটা কাজ করে দেবেন। বুনিন, উনি যদি নড়তেচড়তে সময় নেন, এক-আধটু খোঁচা মারতে পারো।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সব কাজ সারতে হবে আমাদের।'

কাপড় পরার সময় হারমানের হাতের আঙুল আর হাঁটু কাঁপছে। হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। তার মুখে মুখোশ নেই দেখে হারমান ভাবল, এর মানে কি ওদের সবাইকে খুন করবে লোকটা? সেজন্যেই চেহারা গোপন করছে না? 'জলদি, জলদি!' তাগাদা দিল লোকটা।

জুতো পরে সিধে হলো হারমান। নিচে নেমে তার মেয়ে দুটোকে চেয়ারে বসে মধু মাখানো রুটি খেতে দেখল। নাস্তা খেতে বসে এই প্রথম তাদেরকে শান্ত দেখাচ্ছে। লিন্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টোভের কাছে। ঘরে সব মিলিয়ে পাঁচজন সশস্ত্র লোক, চারজনের হাতে উজি, লীডার লোকটার হাতে পিস্তল।

ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারছে না হারমান। তার মনে হচ্ছে টিভির নিউজ দেখছে সে। কি ঘটছে, কেন ঘটছে কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। লীডার লোকটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'দেখতেই পাচ্ছেন, মি. হারমান, কারও কোন ক্ষতি করা হয়নি। রোজকার মত নাস্তা খেতে বসেছে বাচ্চারা। কোথাও কোন সমস্যা নেই।'

'কি চান আপনারা?' লিন্ডার গলাটা কেঁপে গেল। তার মুখে রক্ত নেই, নড়াচড়া করছে দম দেয়া পুতুলের মত। স্ত্রী কাঁপছে দেখে তাকে ছুঁয়ে অভয় দেয়ার ইচ্ছে হলো হারমানের। 'এমন নয় যে আমাদের টাকা আছে…'

'এদিকে আসুন,' বলল লীডার লোকটা।

লিভিং রূমে ঢুকল ওরা। লীডার বলল, 'শুনুন, মি. হারমান। ব্যাপারটা খুব সহজ। আপনাকে আমাদের একটা কাজ করে দিতে হবে। মানে,

আপনাকে আমাদের একটা কাজ করে দিতে হতে পারে। কাজটা আমরা করতে পারব না, আপনি পারবেন। কাজেই, আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।'

হারমান লক্ষ করল, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ নিখুঁত করার চেষ্টা করলেও তা হচ্ছে না। তবে লোকটা কোন্ দেশের তা সে ধরতে পারল না। 'ধরুন,' সে জানতে চাইল, 'আমি যদি না যাই? কথার কথা বলছি, যদি না যাই?'

'গেলে ভাল করবেন, মি. হারমান। এখানে কয়েকজনকে আমরা রেখে যাব। গেলে ভাল করবেন। মানে, যদি চান অপ্রীতিকর কিছু না ঘটুক।'

'প্লীজ, আমার মেয়েদের কোন ক্ষতি করবেন না, প্লীজ!' কেঁদে ফেলল লিন্ডা।

'আপনি যা বলবেন তাই করব আমি,' তাড়াতাড়ি বলল হারমান। 'শুধু কথা দিন আমার মেয়েদের কোন ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি? কেন ক্ষতি হবে? আপনি কাজটা করে দিলে মেয়েরা বা আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে এখানে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বিদায় চেয়ে নিন। সব ভালভাবে ঘটলে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবেন। আর যদি সমস্যা দেখা দেয়, হয়তো একটা দিন দেরি হবে। এখানে আমাদের লোকজন আপনার স্ত্রী আর মেয়েদের ওপর নজর রাখবে। চিন্তার কিছুই নেই।'

'ধন্যবাদ, ঠিক আছে। কাজটা আমি করে দেব।' বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে হারমান।

'তাহলে এখুনি রওনা হই চলুন।'

'জানি বোকামি হয়ে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না—কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে, মি. হারমান।'

হাসি আর কৌতুকের অপর নাম দেয়া যেতে পারে মাইকেল হ্যাপিম্যান।

সবাই জানে, সদ্যোজাত শিশু তার আগমনী বার্তা ঘোষণা করে তারস্বরে কেঁদে উঠে। কেউ কোনদিন শুনেছে, মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কোন শিশু প্রথমে হাসে? হ্যাপিম্যানের মায়ের মুখের ভাষ্য; বাচ্চা হাসছে শুনে হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তারাই ওর নাম দেয় হ্যাপি।

হ্যাপিম্যান যখন থার্ড গ্রেডে পড়ত, তখনকার একটা বাঁধানো ছবি আছে। গ্রুপ ছবি, ছেলেরা সবাই গম্ভীর ও স্থির, একা শুধু হ্যাপিম্যানের চেহারা ঝাপসা, কারণ কি এক অজ্ঞাত কারণে হাসছে সে, নড়াচড়ার ফলে অস্পষ্ট হয়ে গেছে চেহারা। ছবিটা দেখে তার মা বলেছিলেন, 'বলতে পারিস, তোকে নিয়ে কি করব আমরা?'

পরে জানা গেল, হ্যাপিম্যানকে নিয়ে কারও তেমন কিছু করার নেই। হাসতে হাসতেই স্কুল ও কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এল সে, প্রতিটি পরীক্ষায় আশাতীত ভাল ফল করল। হাস্যকর সব কাণ্ড ঘটিয়ে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল, হাসতে হাসতে বিয়ে করল, বিবাহিত জীবনেও স্ত্রীকে হাসাতে হাসাতে মেরে ফেলার যোগাড় করেছে। চাকরি শুরু করার পর হাসি একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল, কারণ তার পেশায় ওই জিনিসের কোন ভূমিকা নেই। হাসি যেহেতু চেপে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কাজটা আড়ালে-আবডালে সারতে হলো হ্যাপিম্যানকে। এটা প্রথম দিকে। তারপর চাকরি যত পুরানো হলো, ততই সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে, অর্থাৎ এখন সে প্রকাশ্যেই হাসে।

শুধু যে হাসে তা নয়, তার প্রতিটি আচরণে কৌতুককর কিছু না কিছু থাকবে। তার কর্মক্ষেত্র বিশাল এই সাইলোতে। চাল-ডাল নয়, এই সাইলোতে পারমাণবিক বোমা সহ মিসাইল রাখা হয়, যে মিসাইল পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে আঘাত হানতে সক্ষম। একটা কার্ডবোর্ড কেটে শার্ট-এর আকৃতি দিল হ্যাপিম্যান, লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারে ঢোকার পথ হেভী স্টীল ব্লাস্ট ডোর-এ ঝোলাবে ওটা। কার্ডবোর্ডে লেখা অক্ষরগুলো আহ্লাদে আটখানা একেকটা খুদে মুখ, কমলা রঙের। ওখানে কয়েক সারিতে ঝাঁক ঝাঁক সুইচ রয়েছে, টকটকে লাল রঙের অসংখ্য সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'নো লোন জোন'—এর মানে হলো নিউক্লিয়ার

উইপন সিস্টেমস-এর কাছাকাছি এখানে একা থাকা নিষেধ—আরও রয়েছে আকাশ জোড়া তারার মেলার মত লাল ও সবুজ স্ট্যাটাস লাইট, বিরাট টোয়েন্টি-ফোর-আওয়ার ক্লক, ওয়ায়্যার আর কেবল-এর জটিল জঙ্গল, কমিউনিকেশন ব্যাঙ্ক—যার তুলনা হতে পারে ছোট একটা টপ-ফোরটি রেডিও স্টেশনের সঙ্গে। এ-সবের মাঝখানে হ্যাপিম্যানের কার্ডবোর্ড সাইনটা দুলছে। তাতে সে লিখেছে—'এমআইআরভি শো-তে সবাইকে স্বাগতম'।

এতেও তার মন ভরেনি। আজ সে কনসোল প্যানেলে, লঞ্চ এন-বলিং কী-হোলের ওপরটায়, যে বিখ্যাত ছোট আকৃতির মেটাল স্লট পেনিট্রেট করা হলে দুনিয়া ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, একটা ইনডেক্স কার্ড ঝুলিয়েছে সে, তাতে বল-পয়েন্ট দিয়ে লিখেছে, 'অ্যান্ড হিইইইইয়ার'স এমআইআরভি!'

এমআরআইভি মানে হলো মাল্টিপল ইন্ডিপেনডেন্টলি টার্গেটেড রিএন্ট্রি ভেহিকেল, ঝাঁক বেঁধে আছে হ্যাপিম্যানের কমান্ড সেন্টারের মাঝখানে রচিত নীড়ে বসা বিশাল পাখিটার গায়ে। দশটা এমআইআরভি আর তাদের পঁয়ত্রিশ কিলোটন ফিশনেবল্ ওঅরহেড W87/Mk-21 ওগুলো যে পাখিটার গায়ে বসে আছে সেটার নাম পীসকীপার, কালো টাইটেনিয়াম মোড়া একটা টিউব। এই এমআইআরভি নিয়ে কৌতুক করা একমাত্র হ্যাপিম্যানের পক্ষেই সম্ভব। ওগুলোকে সে মাঝে মধ্যে কোমল বালিকা, জন্মসখী ইত্যাদি বলেও সম্বোধন করে।

ওগুলো এমএক্স নামেই বেশি পরিচিত। এমএক্স মানে হলো মিসাইল এক্সপেরিমেন্টাল। তবে এখন আর পরীক্ষামূলক নয়। এই মুহূর্তে সুপার-হার্ড সাইলোয় রয়েছে ওগুলো, হ্যাপিম্যানের কাছ থেকে একশো ফুট বা আরও কম দূরে। সলিড-ফুয়েল কোল্ড-লঞ্চ ফোর-স্টেজ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল—সত্তর ফুট লম্বা, বিরানব্বুই ইঞ্চি চওড়া, লঞ্চ ওয়েট এক লাখ তিরানব্বুই পাউন্ড। তিনটে সলিড-প্রপেল্যান্ট বুস্টার মোটর-এর সাহায্যে ফায়ার করা হয়, সঙ্গের ফোর্থ-স্টেজ পোস্ট-বুস্ট ভেহিকেলে স্টোরেবল্ লিকুইড হাইপারগলিক প্রপেল্যান্ট থাকে। টার্গেটের তালিকায় রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার সবগুলো 'সুপার-হার্ড'

কন্ট্রোল সেন্টার, ফোর্থ জেনারেশন আইসিবিএম সাইলো, এবং 'ভেরি হার্ড লীডারশিপ বাঙ্কারস'। সংক্ষেপে ওটা একটা মস্তক শিকারী, ক্রেমলিন বিধ্বংসী, নেতা হন্তারক আততায়ী।

'স্কোয়াড্রনের কেউ যদি দেখে,' তার সহকর্মী ম্যানডক সাবধান করল, ইঙ্গিতে দেখাল লঞ্চ বোর্ডে টেপ দিয়ে আটকানো ইনডেক্স কার্ডটা, 'তোমার কৌতুকবোধ ইতিহাসে পরিণত হবে। এখানে হাসতে মানা, তুমি জানো না?'

চোখের তারা ঘুরিয়ে হ্যাপিম্যান জবাব দিল, 'স্কোয়াড্রন এখান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে। মেরীল্যান্ডের বার্কিটসভিলে আমরা নিঃসঙ্গ ও একা। তাছাড়া, সত্যি যদি আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাথায় পঁয়ত্রিশ মেগাটন নিউক্লিয়ার বোমা ফেলতেই হয়, তারপর দুনিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত পাইকারী হত্যাকারী হিসেবে মুখোমুখি হতে হয় সৃষ্টিকর্তার, আমি যে নিরপরাধ তা প্রমাণ করার জন্যে খানিকটা হাসি আর ভাঁড়ামির সাহায্য আমাকে তো নিতেই হবে। বলতে পারো সুযোগ থাকতে তারই রিহার্সেল দিয়ে নিচ্ছি।'

হ্যাপিম্যান ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, ম্যানডক ক্যাপটেন। ম্যানডক তার চেয়ে দু'বছরের বড়। মুখে যা-ই বলুক, হ্যাপিম্যানকে পছন্দ করে ম্যানডক। বাড়াবাড়ি করে বটে, তবে হ্যাপিম্যান কমান্ড সেন্টারের সবচেয়ে দক্ষ মিসাইল অফিসার। সমস্ত নিয়ম-কানুন তার নখদর্পণে, প্রতিটি বোর্ড তার মুখস্থ, যেন সে-ই ওগুলো আবিষ্কার করেছে।

তাছাড়া, হ্যাপিম্যানের কথা সত্যিও বটে। মিসিসিপির পুবে এটাই একমাত্র স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল সাইলো। তারা অল্প কয়েকজন লোক এখানে কাজ করছে। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত হুমকির সম্ভাব্য জবাব বলতে যখন লিকুইড ফুয়েল টাইটানকে বোঝাত, তখন টাইটান প্রোটোটাইপ সাইলো হিসেবে এটাকে গড়ে তোলা হয়। উনিশশো বাষট্টি সালে সলিড-ফুয়েল মিনিটম্যান-এর পক্ষে রায় দেয় এয়ারফোর্স। সেই থেকে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল মেরীল্যান্ডের এই সাইলো। তারপর হঠাৎ অপারেশন্যাল কন্ডিশনে আনার জন্যে কাজ শুরু করা হয়। একটা কারণ, হাতের কাছে একটা তৈরি কাঠামো পাওয়া

যাচ্ছে। আরেকটা কারণ, সাইলোটা নির্জন ও গোপন জায়গায় রয়েছে—পেন্টাগন অর্থাৎ ওয়াশিংটন আর ফোর্ট রিচির ন্যাশনাল অলটারনেট মিলিটারি কমান্ড সেন্টারের মাঝামাঝি দূরত্বে।

'ডিক, এইমাত্র ঈশ্বরের তরফ থেকে একটা মেসেজ পেলাম। উনি বললেন, সন্দেহ আছে প্রয়োজনের মুহূর্তে চাবিটা আমি ঘোরাব কিনা। দোয়া কোরো, ভাই।' চেইনের সঙ্গে গলায় ঝোলানো টাইটেনিয়াম চাবিটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে হ্যাপিম্যান, তারপর সেটা সাদা জাম্পস্যুটের বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

হেসে উঠে ম্যানডক বলল, 'তোমাকে নিয়ে কি করা যায় বলো তো।' হাসছে সে। তার জানা আছে, সময় হলে একযোগে চাবি ঘুরিয়ে পাখিটাকে ঠিকই উড়িয়ে দেবে হ্যাপিম্যান।

গর্তের ভেতর আরও একটা দিন কাটাচ্ছে ওরা। কোন সমস্যা নেই, এরকম আরও বহুদিন কাটিয়েছে। একটা মিসাইল লঞ্চ সাইট-এর শক্ত-কঠিন কমান্ড ক্যাপসুলে রয়েছে ওরা, একশো ফুট গভীর আন্ডারগ্রাউন্ডে। সচেতন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে ওরাই সেটা লড়বে, সেই সঙ্গে এ-ও বিশ্বাস করে যে ওদের উপস্থিতিই নিশ্চয়তা দেয় যুদ্ধটা কখনোই সংগঠিত হবে না।

মাটির গভীরে পোঁতা অবিচ্ছিন্ন একটা ক্যাপসুলে ওদের চেম্বার, ভেতরটা সিলিং লাইনের কাছে বাঁকানো, ফলে ক্লস্ট্রফোবিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ বদ্ধ জায়গার ভেতর থাকার ভয়টা আরও বেশি লাগে। লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় ছাব্বিশ, দেখে মনে হতে পারে কোন ধরনের মেডিটেশন চেম্বার। ক্যাপসুলের সারফেস থেকে অনেকটা ওপরে ভেসে আছে ইস্পাতের মেঝে, ঝুলিয়ে রেখেছে ভল্টের ছাদ থেকে নেমে আসা চারটে হাইড্রলিক জ্যাক, নিউক্লিয়ার নিয়ার-মিস-এর ধাক্কা যাতে ভালভাবে হজম করতে পারে। সরল একটা রেখার ওপর একজনের সামনে আরেকজন বসেছে ওরা, মাঝখানে বারো ফুট দূরত্ব। ফোম মোড়া রিভলভিং চেয়ার, সীটবেল্ট সহ। সবার সামনে একটা করে কনসোল—সুইচের একটা প্যানেল, লেবেল দেয়া দশ সারি আলো, লাল ও সবুজ, মিসাইলের নির্দিষ্ট ফাংশন চেক করার কাজে লাগে প্রতিটি। বড়

মাপের কোন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ফিউজ বক্স বা একটা টেলিভিশন স্টেশনের কন্ট্রোল রুমের মত দেখতে চেম্বারটা। একটা কমপিউটর কীবোর্ড আছে, প্রতিদিন তাতে টুয়েলভ ডিজিট 'পারমিসিভ অ্যাকশন লিঙ্ক' কোড বা পিএএল ঢোকাতে হয়, ফলে টার্মিনাল কাউন্টডাউন আর লঞ্চের জন্যে অবমুক্তি ঘটে মেশিনারির। কনসোলের গোড়ায় বসানো আছে একটা রেডিও টেলিফোন, তাতেও কয়েক সারি সুইচ, স্থাপনার বিভিন্ন লাইনের সঙ্গে কলারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে সাহায্য করে। দুই ইউনিটের মাঝখানে বিরাট একটা ঘড়ি ঝুলছে। আর আছে কীহোল। প্রতিটি কনসোলের কীহোল চিহ্নিত করা—লঞ্চ এনেব্লার। প্রতিটি কীহোলকে মুড়ে রেখেছে কব্জা পরানো লাল মেটাল ফ্ল্যাপ। ধরা যাক কেয়ামত শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, বেজে উঠেছে লঞ্চ সাইরেন, অনেকগুলো কমান্ড সোর্স-এর একটা থেকে প্রয়োজনীয় 'ইমার্জেন্সী অ্যাকশন মেসেজ' পৌঁচেছে এনক্রিপ্টেড আপলিঙ্ক-এ, এবং সুনির্দিষ্ট পিএএল টুয়েলভ ডিজিট কোড ঢোকানো হয়েছে সিকিউরিটি সিস্টেমে—ফ্ল্যাপটা ওপরে তুলতে হবে একজনকে, কীহোলে চাবি ঢোকাতে হবে, তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে ডান দিকে ঘোরাতে হবে ওটা এক চতুর্থাংশ; সে যে কনসোলে রয়েছে তার পিছনের কনসোল থেকে আরও একজনকে দুই সেকেন্ড সময়-সীমার মধ্যে এই একই কাজ করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ একা কেউ শুরু করতে পারবে না, আরেকজনের সাহায্য লাগবে। এর এক মিনিট পর—এই এক মিনিটে কমপিউটর সর্বশেষ এগজামিন ও রিভাইজ পর্ব সমাধা করবে—লঞ্চ এনেব্লিং সার্কিট সংক্ষিপ্ত একটা ব্লিপ ছাড়বে, বিস্ফোরিত হবে সাইলোর দরজা, আকাশে উড়াল দেবে পাখি তার দশটা ওঅরহেড নিয়ে।

দেয়ালের আরেক অংশে সারি সারি সাজানো রয়েছে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট—কয়েকটা টেলিটাইপ, একটা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন টার্মিনাল, হাই ও লো ফ্রিকোয়েন্সীর রেডিও; দেয়ালের আরেক দিকে ধাতব প্রচ্ছদে মোড়া নোটবুক ভর্তি র‍্যাক, ওগুলোয় সাইলো প্রসিডিউর সম্পর্কে কয়েকশো স্ট্যান্ডিং অর্ডার আর নিয়ম-কানুন লেখা আছে। ওদিকে একটা কটও আছে, ইচ্ছে করলে একজন

খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারে। পশ্চিমা জগতে এ-ধরনের মিসাইল ফিল্ড আছে কয়েকশো, সেগুলোর সঙ্গে এখানকার পার্থক্য হলো, হ্যাপিম্যানের কনসোলের বাম দিকে কালো কাচ ঘেরা ছোট একটা জানালা আছে, বসানো হয়েছে সরাসরি চেম্বারের দেয়ালে। আকারে এক বর্গফুট, দেখতে কমপিউটর স্ক্রীনের মত। লাল রঙের দুটো মাত্র শব্দ স্টেনসিল করা—কী ভল্ট।

কমান্ড ক্যাপসুলে পৌঁছুতে হয় এলিভেটরের সাহায্যে, তবে সরাসরি নয়। পাহাড়টার আকৃতিগত কারণে কমান্ড ক্যাপসুল আর এলিভেটরের মাঝখানে লম্বা একটা করিডর রাখতে হয়েছে। ক্যাপসুলটাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেছে করিডরটা, এক সময় পৌঁচেছে বিশাল একটা সেফটি ডোর-এ। দরজাটা বিদ্যুতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত, ওই পথ দিয়ে টেকনিশিয়ানরা মিসাইলের কাছে আসতে পারে। গোটা কাঠামোটা কংক্রিট দিয়ে তৈরি, দ্বিগুণ শক্ত করা হয়েছে ইস্পাতের রড দিয়ে, সবশেষে বিশেষ ধরনের পলিমার দিয়ে মোড়া হয়েছে—আকাশে সংঘটিত পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা সৃষ্ট ইলেকট্রম্যাগনেটিক পালস যাতে কাঠামোটা পেনিট্রেট করতে না পারে। অর্থাৎ রাশিয়ার এসএস-এইট্টীন সরাসরি আঘাত না হানলে এর কোন ক্ষতি হবে না। গোটা স্থাপনা থেকে ক্যাপসুলটাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে প্রকাণ্ড একটা ব্যালাস্ট ডোর, যেরকম দরজা ব্যাঙ্ক ভল্টে দেখা যায়, সাধারণত নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে রাখা হয়।

ব্রেকফাস্টের প্যাকেট খুলছে ম্যানডক, সাইলোর একটা ফোন বেজে উঠল। 'ধুত্তোরী ছাই, এ আবার কি!' চব্বিশ ঘণ্টার শিফটিং ডিউটি দিচ্ছে তারা, শেষ হতে এখনও দশ ঘণ্টা বাকি। ১৮০০ ঘণ্টার আগে রিলিফ আসবে না। রিসিভার তুলল সে, বলল, 'সিকিউরিটি ডাবলচেক, দিস ইজ ব্যান্ডবক্স-ওয়ান-নাইনার।'

'ব্যান্ডবক্স, জাস্ট আ সিকিউরিটি ওয়ার্নিং। আমাকে বলা হয়েছে গেটের ঠিক সামনে অচল একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দেখে এক ধরনের ভ্যান বলে মনে হয়েছে, হাইওয়ের ওপর। ভেতরে সম্ভবত কয়েকটা বাচ্চাও আছে। এসএসি বা ন্যাশন্যাল কমান্ডকে জানাব?'

ঝট করে নিজের কনসোলে তাকাল ম্যানডক, আউটার জোন সিকিউরিটি ইন্ডিকেটর-এর আলো কোন সঙ্কেত দিচ্ছে না। তারপর সে ইনার জোন সিকিউরিটি ইন্ডিকেটর-এর দিকে তাকাল, এখানেও স্ট্যাটাস ফ্রিজ হয়ে আছে। এই আলোগুলো সাইলোর লো-লেভেল 'ডপলার গ্রাউন্ড রাডার' নেটওঅর্ক-এর অংশবিশেষ; ডিজিআর পেরিমিটারের বাইরে নজর রাখে। ওই জোনে প্রায়ই ছোটখাট বন্য প্রাণী দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেত দেয় আলো, তখন তদন্ত করার জন্যে একটা সিকিউরিটি টীম পাঠানো হয়। কিন্তু এখন সে কিছুই দেখছে না। 'সিকিউরিটি ডাবলচেক, তোমার সিকিউরিটি স্ট্যাটাস কি? আমার ওজেড বা আইজেড ইন্ডিকেটরে কোন সঙ্কেত নেই।'

'ব্যান্ডবক্স, আমার ইন্ডিকেটরেও কিছু নেই।'

'তুমি কি প্রাইমারী ও রিজার্ভ সিকিউরিটি অ্যালার্ট টীমকে জানিয়েছ?'

'প্রাইমারী টীম এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, স্যার। রিজার্ভ টীমকেও ডেকেছি, স্যার। তবু আমি চাইছি ন্যাশন্যাল কমান্ডকে সতর্ক করি...'

'আরে থামো, সিকিউরিটি ডাবলচেক। শুধু একটা ভ্যান, ফর গড'স সেক। অবজারভেশনে রাখো, আর প্রাইমারী সিকিউরিটি অ্যালার্ট টীমকে টহলে পাঠাও। পাঁচ মিনিট পর রিপোর্ট করো আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার,' ওপর থেকে সিকিউরিটি এনসিও বলল।

হ্যাপিম্যান বলল, 'ও গুলি করেনি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।'

সাইলোর ডিফেন্স পেরিমিটর সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব পালন করে এয়ারফোর্স কমব্যাট সিকিউরিটি পুলিস। মিসাইল অফিসাররা খুব একটা পছন্দ করে না তাদের। অফিসাররা ভাবে, ওরা তো স্রেফ পুলিস, কারিগরি কোন জ্ঞান রাখে না। তাছাড়া, ক্যাপসুল অফিসারদের কারও জুতো চকচক না করলে বা ইউনিফর্মের ভাঁজ ঠিক না থাকলে সিকিউরিটির লোকজন মিসাইল কমান্ডে অভিযোগ পাঠায়।

'যীশুর কিরে,' বলল হ্যাপিম্যান, 'নিজেদেরকে ওরা মিলিটারি বা ওই ধরনের কিছু মনে করে। এয়ারফোর্সের লোক হলে কি হবে, ওরা তো স্রেফ পুলিস!' সে তার নিজের পড়াশোনায় মন দিল, আগামী বছর

এমবিএ ডিগ্রীটা নিতেই হবে।

দশ মিনিট পর ম্যানডক বলল, 'লোকটা কল-ব্যাক করলে খুশি হতাম।'

ভ্যানের ভেতর থেকে বাচ্চাদের চেঁচামেচি ভেসে আসছে, বাইরে স্পেয়ার টায়ার নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে বাবা। সাইলোর গেটের সামনে তুষার ঢাকা রাস্তার ওপর গাড়িটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। বিরক্ত হয়ে বাচ্চাদের বলল, 'শান্ত হয়ে বসো তোমরা। কাজটা সহজ নয়।'

এয়ারফোর্স কমব্যাট সিকিউরিটি পুলিসের মাস্টার সার্জেন্ট জ্যাকসন গার্ড হাউসের ভেতর থেকে দেখছে তাকে। এতদূর থেকেও ভ্যানের ভেতর থেকে ভেসে আসা কচি গলার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। 'ভদ্রলোক আমাকে নার্ভাস করে তুলছেন,' সঙ্গী দুজন পুলিসকে বলল সে। তিনজনই ওরা একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের ইউনিফর্ম পরে আছে, গেট হাউসের মাথায় টাঙানো সাইনবোর্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে—'সাউথ মাউন্টিন মাইক্রোওয়েভ প্রসেসিং স্টেশন/এটিঅ্যান্ডটি/প্রাইভেট প্রপার্টি/নো অ্যাডমিট্যান্স'।

'তুমি চাও ওকে আমরা সার্চ করি?'

মাথা নাড়ল জ্যাকসন, আবার তাকাল অ্যালার্ট স্ট্যাটাস বোর্ডে। ওজেড ও আইজেড আলোয় কোন পরিবর্তন নেই। তার নিচের পাহাড়ী ঢালের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল সে, সাদা বরফ আর ঝোপ-ঝাড়ের কালো মাথা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। চোখ মিটমিট করল সে, ঢোক গিলল। তার সিকিউরিটি অ্যালার্ট টীমের লোক তিনজন কোথায়? উফ্, নড়তেচড়তে এত সময় নেয় ওরা! অবশেষে সে বলল, 'না। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এমন কিছু না করার নির্দেশ আছে আমাদের ওপর। আমি বরং যাই, দেখি ভদ্রলোককে কোন সাহায্য করতে পারি কিনা। এখানে তাঁকে বেশিক্ষণ থাকতে দেয়া যায় না।'

গায়ে পার্কা চড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জ্যাকসন, এভিয়েটর সানগ্লাস পরে থাকা সত্ত্বেও রোদের উজ্জ্বলতা ধাঁধিয়ে দিল তার চোখ। রাস্তা পেরুচ্ছে সে। 'স্যার, আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এটা

প্রাইভেট প্রপার্টি। আসলে এই রাস্তায় আপনার আসাই উচিত হয়নি।'

মুখ তুলে তাকাল বাবা। তার গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে আছে। শরীর-স্বাস্থ্য দেখে মনে হচ্ছে অ্যাথলেট, কিংবা হয়তো বক্সার। নাকটা ভাঙা।

সকালটা খুব স্বচ্ছ, মাত্র আটটার মত বাজে। নির্মল আকাশ, ঘন নীল। বাতাসে হিম ভাব। জ্যাকসন অনুভব করল তার নাকের ফুটোয় তরল সর্দি জমে যাচ্ছে।

'সত্যি দুঃখিত,' বলল বাবা। 'ভাবলাম এই পথে ম্যাকডোনাল্ড বা কোন রেস্তোরাঁ পাব। কোথাও নিশ্চয়ই ভুল বাঁক নিয়েছি। তারপর দেখুন, টায়ারটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। এটা বদলে নিই, তারপর চলে যাব।'

'স্যার,' জ্যাকসন বলল, 'আমি বরং একটা গ্যারেজে খবর পাঠাই, তারা টো ট্রাক এনে ভ্যানটাকে সরিয়ে নিক।'

'তার কোন দরকার নেই, টুলবক্সে লাগ রেঞ্চটা পেলে আমি নিজেই কাজটা করতে পারব।' বক্সের ভেতর হাত ভরল সে, সেটা পুরানো ও তোবড়ানো।

তরুণ সার্জেন্ট অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, তার পেশায় তা দরকারও। কিন্তু লোকটা যখন টুলবক্স থেকে সাইলেন্সার লাগানো নাইন এমএম হেকলার অ্যান্ড কোচ বের করল, সে তার বেল্টে গোঁজা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসেনে হাত দিল না বা চিৎকারও করল না। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে মিথ্যে বা অবাস্তব বলে মনে হলো, যেন এখানে অচেনা একজন লোকের হাতে অস্ত্র থাকা সম্ভবই নয়। তবে রিয়্যাক্ট করার সময়ও সে পায়নি।

লোকটা রাস্তার ওপর একটা হাঁটু গাড়ল, অস্ত্রটা দু'হাতে ধরে জ্যাকসনের বুকে পর পর দু'বার গুলি করল মাত্র সাত ফুট দূর থেকে। ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে গেল জ্যাকসন।

ভ্যানের কাছ থেকে পিছু হটল বাবা। তার হাবভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে, এখন তাকে একজন সামরিক অফিসার বলে মনে হচ্ছে। একপাশে সরে দাঁড়াল সে, পরমুহূর্তে ভ্যানের জোড়া দরজা খুলে গেল। বাইপড-এ বসানো এম-সিক্সটি থেকে গুলি করল দু'জন লোক সরাসরি গার্ডহাউস লক্ষ্য করে। কেঁপে উঠল গার্ডহাউস, ৭.৬২-এমএম রাউন্ডের

আঘাতে চুরমার হয়ে গেল সমস্ত কাঁচ। গার্ডহাউসের ভেতর পুলিস দু'জন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। ভ্যানের ভেতর থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলল, 'রেডি, মেজর?'

লাফিয়ে ভ্যানের রানিং বোর্ডেচড়ল মেজর, গান বাট দিয়ে বাড়ি মেরে সঙ্কেত দিল ড্রাইভারকে, ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল। নব্বুই ডিগ্রী বাঁক ঘুরে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকল ভ্যান। লোকটা তার সামনে করোগেটেড টিন দিয়ে তৈরি তিনটে বিল্ডিং দেখতে পেল, তার মধ্যে একটায় লাল ও সাদা রঙের রেডিও টাওয়ার, সম্ভবত পঞ্চাশ ফুট উঁচু হবে।

সময় ও প্ল্যান মত সব কিছু ঘটছে, প্রথম গুলি বর্ষিত হবার পর মাটির ওপরকার কমিউনিকেশন সেন্টার দখল করার জন্যে যে সময় নির্ধারিত ছিল তারচেয়ে ত্রিশ সেকেন্ড এগিয়ে আছে তারা।

ম্যানডক সিকিউরিটি ডাবলচেককে ডাকল। কিন্তু সাড়া পেল না। 'ও কি করছে বলো তো?' জানতে চাইল সে।

'পুলিস তো, ওদের কথা আর বলো না।'

'হ্যাপি, গলা থেকে চাবিটা তুমি নামাও।'

'উঁ?'

'যা বলছি করো, হ্যাপি।' কমিউনিকশনের নম্বরে ডায়াল করল ম্যানডক। কোন সাড়া নেই। টেলিটাইপের কাছে সরে এল সে। না, কোন মেসেজ আসেনি। 'কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না...'

'ওহে, ডিক, অস্থির হয়ো না তো। ঠিক আছে, বুঝলাম, ওরা জবাব দিচ্ছে না। এর মানে কি, নিউক্লিয়ার ওঅর বেধে গেছে? আমার মত তুমিও জানো, আমরা না চাইলে এখানে কেউ নামতে পারছে না। এলিভেটরটা আমরা কন্ট্রোল করি।'

প্রাইমারী সিকিউরিটি অ্যালার্ট টীমের মাত্র একজন লোক হামলাটা ঠেকাবার চেষ্টা করল একটা বারো বোর উইনচেস্টার শটগান হাতে। কমিউনিকেশন বিল্ডিঙের পিছন থেকে মেজরকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল সে। কমপাউন্ডের ভেতর ঢুকে ছুটে আসছে ভ্যান, ভ্যানের গায়ে

এখনও ঝুলে রয়েছে মেজর। শটগান তুলেই গুলি করল লোকটা, লক্ষ্যস্থির করেনি, গুলিটা লাগল ভ্যানের দরজায়। পরমুহূর্তে ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল গাড়ি, কমিউনিকেশন বিল্ডিঙের আরেক পাশে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শত্রু বেরিয়ে আসবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে শটগানধারী তরুণ। হঠাৎ তার মনে হলো, কেউ তাকে লক্ষ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে গেটের বাম দিকে তাকাল সে। সাইক্লোন ফেন্স-এর কাছে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে, যেন হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল কেউ। শটগানটা সেদিকে তাক করছে সে, জানে টার্গেট যদি দেখতেও পায়, দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যাবে। এই সময় ফেন্স-এর নিচে পাঁচটা বিস্ফোরণ ঘটল একযোগে। বেড়াটা অনেক দূর পর্যন্ত অস্তিত্ব হারাল। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হয়েছে, ফ্রান্সে তৈরি, মার্কিন আর্মির এমআই ডিলে ফায়ারিং ডিভাইসের সাহায্যে পনেরো সেকেন্ড সময় দিয়ে ডিটোনেট করা হয়েছে।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় পিছন দিকে ছিটকে পড়ল এয়ার সিকিউরিটির তরুণ। জ্ঞান ফেরার পর স্নো স্মক পরা, অটোমেটিক অস্ত্রধারী ট্রুপারদের দেখতে পেল সে, পাহাড় বেয়ে উঠে এসে দ্রুত ফেন্স-এ তৈরি গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। বিস্ময়ের সীমা থাকল না তার। কোত্থেকে এল লোকগুলো? এত কাছাকাছি আসার সুযোগ পেল কিভাবে? ট্রুপারদের ভাবভঙ্গি দেখে আরও বিস্মিত হলো সে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল তারা, পুরোপুরি প্রফেশনাল। সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্য না হয়ে পারে না। সে বুঝতে পারছে, এটা কোন দুঃস্বপ্ন নয়। জানা কথা, জীবনটা তার আজ এখানেই শেষ। পোস্টটা দখল হয়ে গেছে, এখন যদি কমিউনিকেশনের লোকজন এসএসি-তে ইমার্জেন্সী মেসেজ পাঠাতে না পারে, সব শেষ। ছুটে পালাবার কথাটা ভাবল সে, তবে জানে তা সম্ভব নয়। ফেন্স যখন বিস্ফোরিত হয়, একটা শ্র্যাপনেল ছুটে এসে বিঁধে গেছে তার হাঁটুতে। এখন সে বুঝতে পারল, বুকেও আঘাত পেয়েছে। তার চারপাশে তুষার লাল হয়ে আছে রক্তে, কমব্যাট বুটের ভেতরটাও রক্তে ভরে গেছে। মুঠো থেকে খসে পড়ল শটগান। তার খুব ইচ্ছে হলো

বেজন্মাদের একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

কমপাউন্ডে স্ট্রং পয়েন্ট তিনটে। প্রথমটা ব্যারাক, এয়ার পুলিসদের হেডকোয়ার্টার। আক্রমণকারীদের একটা টীম মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটল সেদিকে। ব্যারাক যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল চারজনের টীম। তাদের প্রধান অস্ত্র হেকলার অ্যান্ড কোচ এইচকে-টোয়েনটি ওয়ান। তিনশো রাউন্ডের ট্রেসার বেল্ট খালি করে ফেলল গানার। ট্রেসারগুলো করোগেটেড টিনের দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকল। গানার বেল্ট বদলাচ্ছে, তার লোডার ও অন্য একজন লোক পিস্তল থেকে গুলি করছে, টীমের অপর লোকটা চার সেকেন্ড টাইম-ডিলে মেকানিজমসহ তিন পাউন্ড প্লাস্টিক প্যাকেট নিয়ে সামনের দিকে ছুটল। জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ল প্যাকেটটা। প্রচণ্ড শব্দ হলো, ধসে পড়ল তিন দিকের দেয়াল আর ছাদ। অ্যাসল্ট টীম আবর্জনার ভেতর দিয়ে ছুটল। কিছু নড়ুক বা না নড়ুক, যা দেখছে তাতেই গুলি করছে।

দ্বিতীয় স্ট্রং পয়েন্ট লঞ্চ-কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি, নিচের ক্যাপসুলে নামার এলিভেটর সহ। সাধারণত তিনজন ডিউটি দেয়, আজ মাত্র দু'জন ছিল। ফেন্স বিস্ফোরিত হবার প্রথম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা গেল তারা অ্যাসল্ট টীমের সুদক্ষ একজন সৈনিক বুটের ধাক্কায় দরজা খুলে উজি থেকে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করায়।

তৃতীয় স্ট্রং পয়েন্ট কমিউনিকেশন বিল্ডিং, মেজরের নেতৃত্বে ভ্যান টীম যেটায় আঘাত হেনেছে। মেজরের হাতেও উজি, ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে সে, কোন আকৃতি দেখলেই গুলি করছে, ফেলে দিচ্ছে সবাইকে। ভেতরে আর কেউ নেই, পিছু হটে দাঁড়াল টেলিটাইপ মেশিন আর কমপিউটর এনক্রিপটার-এর সামনে। ওগুলো থেকে যে কেবল বেরিয়ে এসেছে সেগুলো বিশেষভাবে শক্ত করা। 'এদিকে,' মেজরের গলায় নির্দেশ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ায়্যার-কাটার হাতে এগিয়ে এল এক লোক। 'লালগুলো,' বলল মেজর।

ক্লিপার হাতে লোকটা নিজের কাজে দক্ষ। হাঁটু গেড়ে শুরু করল সে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পোস্টের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

মাত্র একটা কেবল বাকি রাখল।

মেইন রূম ছাড়িয়ে এগিয়ে এল মেজর, আবর্জনার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল সিকিউরিটি অফিসারের অফিসে। মেশিন পিস্তলের বিস্ফোরণে আগেই মারা গেছে অফিসার। অফিসের দোরগোড়ায় পড়ে আছে তার লাশ। তাকে টপকে ভেতরে ঢুকল মেজর। সরাসরি ওয়াল সেফের সামনে এসে দাঁড়াল। এখানে তার একজন ডিমোলিশন এক্সপার্ট আগেই কাজ শুরু করেছে। 'কোন সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল মেজর।

'আপনি যেমন ভেবেছিলেন, তা নয়, মেজর,' বলল লোকটা। 'এ টাইটেনিয়াম নয়।

'উড়িয়ে দিতে পারবে?'

'অনায়াসে। বোমা বসাবার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি।' আবার কাজ শুরু করল ডিমোলিশন এক্সপার্ট। তার কাজের ধরন একজন ভাস্করের মত, সেফের চারদিকে কাদার মত বিস্ফোরক বসাচ্ছে। শেষ পর্যায়ে টাইম-পেন্সিল সেট করল সে। 'সব ক্লিয়ার তো, মেজর?' জিজ্ঞেস করল সে।

দোরগোড়ায় সরে গেছে মেজর, সেখান থেকে বলল, 'হ্যাঁ।'

পেন্সিলের মাথায় খুদে বালব, তাতে চাপ দিল লোকটা, এক ফোঁটা অ্যাসিড অবমুক্ত হলো। পিছন ফিরে দৌড় দিল সে, বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে; পেন্সিলের ভেতর ধাতব বাধাটাকে খেয়ে ফেলছে অ্যাসিড, খাওয়া শেষ হলে কুণ্ডলী পাকানো একটা স্প্রিঙ খুলে যাবে, স্ট্রাইকার আঘাত করবে প্রাইম ক্যাপে, ডিটোনেট করবে বিস্ফোরক। ওগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে, দেয়ালে গাঁথা সেফ বেরিয়ে আসবে।

বিস্ফোরণের পর প্রথমে ভেতরে ঢুকল মেজর, ধোঁয়া এখনও সরেনি। কাগজ-পত্র হাতড়ে কি যেন খুঁজছে সে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। ইঙ্গিতে রেডিওম্যানকে ডাকল সে, লোকটার ব্যাকপ্যাক থেকে তুলে নিল মাইক্রোফোনটা। 'ভালকিন টু কেয়ারটেকার,' বলল সে। 'ভালকিন টু কেয়ারটেকার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'দিস ইজ কেয়ারটেকার।'

'জেনারেলকে ডেকে দাও,' নির্দেশ দিল মেজর।

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হ্যাঁ, আমি এখানে, ভালকিন,' নতুন একটা গলা ভেসে এল।

'স্যার, ওটা আমরা পেয়েছি,' বলল মেজর। 'নিচে নামছি আমরা।'

'গুড,' উৎফুল্ল গলায় বললেন জেনারেল। 'তোমার সঙ্গে আমি এলসিএফ এলিভেটরে দেখা করব।'

এমনকি মেজরও মুগ্ধ হলো। ধোঁয়ায় ঢাকা রণক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল, এতটুকু বিচলিত নন। এ অবশ্য জেনারেলের অনেক গুণের একটি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা আর দূরদৃষ্টির যেমন কোন তুলনা হয় না, তেমনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বও প্রবল। যে-কোন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারেন তিনি। যে-কোন লোককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন, তারপর তার নিঃশর্ত আনুগত্য আদায় করেন অনায়াসে। 'রিপোর্ট, মেজর?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দখল কর্মসূচী সফল হয়েছে, জেনারেল। কমপাউন্ড এখন আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল, তারপর হাসলেন। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখে পরিতৃপ্তি। তাঁর মাথার চুল সিল্ক, সবই প্রায় এখনও কালো, খুব ছোট করে ছাটা। একটা ট্রেঞ্চকোট পরে আছেন, তার নিচে জাম্প স্যুট। সামরিক অফিসার নয়, দেখে মনে হয় একজন এগজিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'হতাহত?'

'একজনও নয়, স্যার। একেই বলে সারপ্রাইজ।'

'গুড। তোমার প্ল্যান সত্যি ভাল। কমিউনিকেশন অচল করে দিয়েছ তো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর, শত্রুপক্ষ?'

'ষোলোজন মারা গেছে, স্যার। এয়ার পুলিসের গোটা কমপ্লিমেন্ট।

ভাগ্যই আমাদেরকে সাহায্য করেছে, স্যার। রাডারকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি আমরা, ঘুমন্ত অবস্থায় পাই ওদেরকে।'

'এলিভেটর কোড?'

'পেয়েছি, স্যার।' একটা কমপিউটর টার্মিন্যালের দিকে এগোল মেজর। ওটা বসানো রয়েছে ডাবল টাইটেনিয়াম ব্লাস্টপ্রুফ ডোর-এর পাশে, দেয়ালে; ওই দরজা দিয়ে লঞ্চ কমান্ড ক্যাপসুলে পৌঁছানো যায়। কমপিউটর টার্মিনালে টেলিভিশন স্ক্রীন সহ একট টাইপরাইটার কীবোর্ড আছে, দেখতে ব্যাঙ্ক মেশিনের মত। ঝুঁকল সে, সেদিনের 'পারমিসিভ অ্যাকশন লিঙ্ক' বারোটা পূর্ণসংখ্যা টাইপ করল। খানিক আগে সিকিউরিটি অফিসারের কামরা থেকে কোডটা সংগ্রহ করেছে সে।

মেশিন সাড়া দিল, 'অ্যাকসেস ওকে।'

খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

'ফাইনাল অ্যাসল্ট টীম আগে বাড়ো,' নির্দেশ দিল মেজর।

'নিচের ওদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সময় হয়েছে,' হাসিমুখে বললেন জেনারেল।

'কমান্ডকে ডাকছি আমি,' বলল ম্যানডক। টেলিটাইপে দ্রুত একটা মেসেজ টাইপ করল সে, সেটা পাঠাবার জন্যে চাপ দিল একটা বোতামে।

কিছুই ঘটল না।

'এর মানে কি? হ্যাপি, পিস্তল বের করো।'

দু'জনের সঙ্গেই স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন .৩৮ আছে—প্রতিরক্ষার জন্যে নয়, প্রয়োজনে একে অপরকে খুন করার জন্যে। দু'জনের একজন পাগলামি শুরু করতে পারে, স্বপক্ষ ত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। 'আমারটা লোড করা নেই,' বলল হ্যাপিম্যান। 'আমি কখনোই...ওহে, মাথা ঠাণ্ডা করো। ওরা কি আর...'

ফোন বেজে উঠল।

'যীশু!' লাফ দিয়ে উঠল ম্যানডক। তারপর ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল সে। 'হ্যালো, দিস ইজব্যান্ড বক্স।'

'ব্যান্ডবক্স, ক্রীস্ট! বললে বিশ্বাস করবেন না। এখানে আমাদের বিদ্যুৎ চলে গেছে। ইমার্জেন্সী জেনারেটর চালু করা হয়েছে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফুল পাওয়ার পেয়ে যাব।'

'গাড়িটার কি হলো?'

'স্যার, পিএসএটি ভ্যানের টায়ার বদলে দিয়েছে। গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ভদ্রলোক। অল ক্লিয়ার, স্যার। পেরিমিটারের ভেতর ফিরে এসেছে পিএসএটি।'

'হিপ-হিপ-হুররে। তুমি কি জ্যাকসন?'

'না, স্যার, ওয়েদারবাই—কোড অথেনটিকেটেড সিয়েরা-থ্রী, ডেল্টা-নাইনার, হোটেল-ফাইভ…'

'ঠিক আছে, সিকিউরিটি ডাবলচেক।'

'স্যার, আপনাকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি। পাওয়ার ফেল করলে এসওপি অনুসারে নিয়ম হলো আপনাকে ব্লাস্ট ডোর ওপেন করতে হবে। আবার যদি আমরা পাওয়ার হারাই বা জেনারেটর অচল হয়ে পড়ে, আপনারা নিশ্চয়ই ওখানে আটকা পড়তে চাইবেন না।'

'ঠিক আছে, ডাবলচেক, খুলে দিচ্ছি। জেসাস, তোমরা আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

'সেজন্যে দুঃখিত, স্যার। করার কিছু ছিল না।'

দরজার সিলিন্ডার ঘোরাল ম্যানডক। হুস করে একটা আওয়াজ হলো, খুলে গেল বিরাট দরজা। দোরগোড়া থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকল সে, উঁকি দিয়ে করিডরে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস টানল।

'অদ্ভুত,' বলল হ্যাপিম্যান। 'তুমি সত্যি সত্যি ঘামছিলে।'

'আরে, আমি…'

একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, ভরে উঠল বাতাস। তার নাম-ম্যাডোনা, কমপিউটরের গলা। 'ওয়ার্নিং,' মিষ্টি সুরে বিপদসঙ্কেত দিল সে। 'অ্যাকসেস হ্যাজ বিন অ্যাচিভড।'

ঠিক সেই মুহূর্তে করিডরের শেষ মাথায় দড়াম করে খুলল এলিভেটরের দরজা। একজন ট্রুপার লেযার-সাইটেড উজি উঁচু করল, ম্যানডকের বুকের মাঝখানে লাল আলো ফেলেই গুলি করল এক পশলা।

হ্যাপিম্যান তাকিয়ে আছে, চোখের সামনে বন্ধুর ইউনিফর্ম বিস্ফোরিত হলো। হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ার সময় স্থির হয়ে গেল ম্যানডকের চোখ, মাথাটা নড়বড় করছে।

হ্যাপিম্যান বুঝতে পারল, সে মারা যাচ্ছে। করিডর ধরে ওদের আসার আওয়াজ পেল সে। ছুটে আসছে কয়েকজন বুট পরা লোক, ওদের অফিসার চিৎকার করছে। 'অপর লোকটাকে! জলদি, দ্বিতীয় লোকটাকে!'

হ্যাপিম্যানের মনে আতঙ্ক ভর করল, জয়েন্টগুলো যেন নরম ছাতু হয়ে গেছে, ইচ্ছেশক্তি ছত্রাখান। সে জানে, ব্লাস্ট ডোর বন্ধ করার সময় পাবে না। ওরা পাখিটা দখল করতে আসছে, ভাবল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রসিডিওর মনে পড়ে গেল তার। ঘুরল সে, ছুটল শেষ প্রান্তের দেয়াল লক্ষ্য করে। একটা সুবিধে পাচ্ছে সে, ম্যানডকের অবদান। 'চাবিটা গলা থেকে নামাও, হ্যাপি,' বলেছিল সে। নগণ্য একটা ব্যাপার। হোক নগণ্য, এর বেশি কিছু দরকার নেই এখন।

দেয়ালের দিকে ছুটছে হ্যাপিম্যান, মাথা নিচু করে ক্যাপসুলে ঢুকে পড়ল মেজর, দশ ফুট দূর থেকে তরুণ মিসাইল অফিসারের ফুসফুসে তিনটে সিলভারটিপ ঢুকিয়ে দিল। তবে গুলির ধাক্কা শেষ ক'ফুট পেরুতে সাহায্যই করল হ্যাপিম্যানকে। সামনে সে কালো জানালাটা দেখতে পাচ্ছে, দেয়ালে বসানো। ওই জানালায় কোন আলো নেই, সাইলোর নতুন একটা রহস্য—কী ভল্ট।

আর যেহেতু চাবিটা হ্যাপিম্যানের গলায় নেই, রয়েছে হাতে, হাতটা সরাসরি কাচ ভেঙে ঢুকিয়ে দিতে পারল ভেতরে।

'নোওওও!' চিৎকার করল মেজর, গুলি করল আরও দু'বার। সে একা নয়, লেযার-গাইডেড উজি থেকে অপর লোকটাও বাকি ক্লিপ শেষ করল। বুলেটগুলো প্রায় একযোগে ফুটো করল হ্যাপিম্যানকে। দেয়ালে ঘষা খেয়ে খসে পড়ছে রক্তাক্ত শরীর। তবে এরইমধ্যে কী ভল্টে চাবিটা ফেলে দিয়েছে সে। এবং এক সেকেন্ড পর আধ টন ওজনের একটা টাইটেনিয়াম ব্লক সবেগে নিচে নেমে এল, নাগালের বাইরে সীল করে দিল চাবি।

জেনারেল সময় নষ্ট করলেন না। 'ঠেকাবার উপায় ছিল না,' হাসিমুখে

বললেন তিনি। 'বিকল্প প্ল্যান ঠিক করা আছে। কাজ ঠিকই উদ্ধার হবে, তবে সময় লাগবে কিছুটা।' দু'জন কমব্যাট মিসাইল অফিসারের দিকে তাকালেন তিনি, নিজেদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তরুণ অফিসার বেশি গুলি খেয়েছে, বারোটার কম নয়। তার জাম্প স্যুটের পিছনটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, গর্তগুলোর কিনারার কাপড় পুড়ে গেছে। জেনারেলের চেহারায় বিস্ময় বা বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। লাশগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি। 'কি করতে হবে তুমি জানো, ভালকিন। খানিক পরই ভিজিটররা চলে আসবে। হাতে আমাদের অনেক কাজ।'

ভালকিন নির্দেশ দিতে শুরু করল, 'লাশগুলো সরাও। রক্ত মোছার ব্যবস্থা করো। হারমানকে সহ ট্রাকগুলো এখানে আনতে বলো। ডিমোলিশন টীম পাঠিয়ে রাস্তাটা উড়িয়ে দাও। তার আগে পাহাড়ের ঢালে রাস্তার ওপর মাইন বসাবে। ফিল্ড টেলিফোনের জন্যে ওয়্যায়ার খোলো। ভাঁজ খোলো ক্যানভাসের। ছোকরাদের বলো, তারা খুঁড়তে শুরু করুক।'

দেয়ালে বসানো টেলিটাইপ মেশিনগুলোর দিকে তাকালেন জেনারেল। ওগুলোর পাঁচটা—এসএসি, ইআরসিএস, ইউএইচএফ স্যাটেলাইট, লুকিং গ্লাস আর এসএলএফসিএস—সব স্থির হয়ে আছে, যেন অকেজো। ছ'নম্বরটায় লেখা রয়েছে 'ন্যাশনাল কমান্ড'। হঠাৎ সেটা অস্থিরভাবে খটখট শুরু করল।

ভালকিনের বাহু ছুঁলেন জেনারেল। 'দেখো, ভালকিন,' বললেন তিনি। 'ওরা জানে। কী ভল্টে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা ছিল, ওটা ব্যবহার করায় কমান্ডে একটা রোবট সিগনাল পাঠিয়ে দিয়েছে।' কব্জিতে বাঁধা গোল্ড রোলেক্সের দিকে তাকালেন। 'তিন মিনিট পর। মন্দ নয়। অসাধারণ কিছু না হলেও, মন্দ নয়।' টেলিটাইপ থেকে মেসেজ শীটটা টেনে বের করে নিলেন।

'ফ্রম: এনএমসিসি ওয়াশিংটন ডিসি
টু: সাউথ মাউন্টিন অপারেশনস অফিসার
সিক্রেট

এফজেও//জিরো জিরো ওয়ান//জিরো টু ওয়ানএইট থ্রী জেড ওয়ান সেভেন ডিসেম্বর এইটিএইট।

ইমপেরেটিভ ইউ কনট্যাক্ট দিস হেডকোয়ার্টার এএসএপি। রিপিট। ইমপেরেটিভ ইউ কনট্যাক্ট দিস হেডকোয়ার্টার এএসএপি।'

আবার চালু হলো মেশিনটা। ওই একই মেসেজ।

'পেন্টাগনে ওরা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছে,' বললেন জেনারেল, ভুরু নাচালেন। 'এখন যদি ওদের চেহারাগুলো দেখতে পেতাম!'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল মেজর ভালকিন। জেনারেলের হাতে এখন দুটো কাজ। প্রথমে তিনি এগোলেন শর্টওয়েভ রেডিও ট্র্যান্সমিটারের দিকে, একজোড়া টেলিটাইপ মেশিনের মাঝখানে বসানো রয়েছে। কলিন্স থ্রীটুএস-থ্রী মডেল, ক্যাপসুলে বসানো হয়েছে ইমার্জেন্সী ব্যাকআপ হিসেবে। সুইচ টিপলেন তিনি, ব্যান্ড সিলেক্টরের দিকে ঝুঁকলেন, সেট করলেন টোয়েনটিওয়ান পয়েন্ট টু মেগাহার্টজ-এ, তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করলেন। এরপর সিডব্লিউ সেটিঙের ডায়াল ঘোরালেন, স্থিরভাবে ধরে রাখলেন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ সেকেন্ড, নিজের ফ্রিকোয়েন্সীর এয়ারওয়েভে এক পশলা শব্দ ছড়ালেন। রেডিও বন্ধ করে আপন মনে হাসছেন। সব কিছু প্ল্যান অনুসারে ঘটছে। এবার দ্বিতীয় কাজটা সারতে হয়।

একটা চেয়ার টেনে অপারেটিভ টেলিটাইপের সামনে বসলেন জেনারেল। লাল 'সেন্ড' বাটনে চাপ দিলেন। খটখট বন্ধ হলো ওটার। চাবিগুলোর ওপর ঝুঁকলেন তিনি, দ্রুত হাতে টাইপ করছেন মেসেজটা। চিন্তা করার জন্যে থামতে হলো না। শব্দগুলো মুখস্থ।

দুই

লোকজনের সামনে বুচভকে অপমান করছে দাবিরদিন। বুচভ অসহায় বোধ করছে, কিছু বলার সাহস নেই। দাবিরদিনের কাকা রাশিয়ায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাই ওয়াশিংটন দূতাবাসে দাবিরদিনেরও খুব প্রতাপ। তাকে খেপিয়ে তুললে রাশিয়ায় ফেরত যেতে হবে বুচভকে।

'আপনার পিছনে বছরে আমাদের খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার ডলার। বিনিময়ে রাশিয়া আপনার কাছ থেকে কি পাচ্ছে? আপনার রিপোর্টে গুজব ছাড়া আর কিছুই থাকছে না। পীসকীপার সম্পর্কে অমুক সিনেটরের কি ধারণা। সিআইএ-র পরবর্তী ডিরেক্টর বেশি ফান্ড চাইলে কমিটি কি বলবে। এ-সব তো আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়েই জানতে পারি। তাহলে আপনাকে আমাদের কেন দরকার?'

জবাব দেয়ার সময় বুচভ মাথা নিচু করে থাকল, মনে রাখল দাবিরদিনের কাকা ভ্লাদিমির পাপাভিচ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গ্রুর ফিফথ ডিইরেক্টরেট (অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্স)-এর চীফ। 'এ-সব কাজে সময় লাগে, কমরেড...'

'কেন, আপনার না স্পেশাল সোর্স আছে?'

মনে মনে আঁতকে উঠল বুচভ। তার স্পেশাল সোর্স মানে 'হটডগ'। হায় হায়, ওটা কি তার হাতছাড়া হতে যাচ্ছে?

'আপনি স্রেফ একজন টেকনিশিয়ান, একটা বালবের মত আপনাকেও বদলে ফেলা যায়।' রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে দাবিরদিন। 'এবার কিছু কাজ দেখান, তা না হলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। কমরেড পাপাভিচ যখন পুরো ক্ষমতা হাতে নেবেন, এ-ধরনের অযোগ্যতা তিনি ক্ষমা করবেন না, মনে রাখবেন।' এরপর বুচভ কি কি ভুল করেছে তার

ফিরিস্তি দিতে শুরু করল সে।

দাবিরদিন থামতে লজ্জার মাথা খেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল বুচভ। ‘কমরেড, আর ক’টা দিন সময় দিন আমাকে, প্লীজ। সব ত্রুটি আমি কাটিয়ে উঠব, কথা দিচ্ছি।’

দশ মিনিট পর মীটিং শেষ করে বেরিয়ে এল বুচভ। কে যেন তাকে ডাকল। ‘বুচভ! বুচভ!’ ঘাড় ফিরিয়ে সোফিয়াকে দেখতে পেল সে। সোফিয়া তাঁর পুরানো প্রেমিকাদের একজন। মেয়েটার মামা গোলন্দাজ বাহিনীর একজন জেনারেল হওয়ায় দাবিরদিন তাকে বিরক্ত করে না। খুব সাধারণ মেয়ে, অতিরিক্ত মেকআপ ব্যবহার করে, অতিরিক্ত মদ খায়, যখন বুঝতে পারে কেউ নজর রাখছে না তখন ডিস্কোতেও যায়। ‘মনটা ভাল নেই, সোফিয়া,’ অভিযোগ করল বুচভ। ‘দাবিরদিন আমার ওপর জুলুম করছে। সে চায় আমি তার পা চাটি।’

‘আমেরিকায় থাকতে হলে পরিস্থিতির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করে উপায় নেই,’ বলল সোফিয়া। ‘নতুন কোন মেয়ে জুটল, বুচভ?’

হেসে ফেলল বুচভ। ‘হ্যাঁ, ক’দিন আগে একটাকে পটিয়েছি। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? কাল রাতে না তোমাকে কোডিং স্টেশনে দেখলাম?’

‘হ্যাঁ, ওয়াইন সেলারে। এসেছি নতুন একটা মেয়ের ব্যাপারে দাবিরদিনের কাছে অভিযোগ করতে। মেয়েটা সম্ভবত আমার অ্যাপার্টমেন্টের ওপর নজর রাখছে। কারণটা জানতে চাইব। শোনো, বুচভ, বোকার মত কিছু করে রাশিয়ায় ফেরত যেয়ো না। তুমি চলে গেলে আমি তাহলে কথা বলব কার সঙ্গে? দেয়ালের সঙ্গে?’

রাতে দেখা দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল বুচভের। ‘জানো, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। এখন মনে পড়ছে, তোমাকে দেখেছি। কারা যেন আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।’

‘কেমন পুরুষ তুমি, পুরানো ভালবাসা আরেকজনকে কেড়ে নিতে দাও?’ খিলখিল করে হেসে উঠল সোফিয়া।

‘তুমি কি সত্যি এখনও আমাকে ভালবাসো, সোফিয়া?’

‘পরীক্ষা করে দেখতে পারো,’ বলে বুচভের একটা হাত ধরল

সোফিয়া। 'দাবিরদিনের সঙ্গে পরে দেখা করব। চলো, কোথাও বসে কিছু খাই।'

ওয়াশিংটন ডিসি, হোয়াইট হাউস। সকাল আটটা বেজে দশ মিনিট।

ওভাল অফিসে ঘরোয়া ও গোপন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেজন্যে আজকের দিনটা আধ ঘণ্টা আগে শুরু করতে হয়েছে প্রেসিডেন্টকে। রোজ তিনি অফিসে বসেন সকাল ন'টায়, আজ বসতে হবে সাড়ে আটটায়। দেশী-বিদেশী কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ দান করবেন, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পদক ও প্রশংসা-পত্রও দেবেন। কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন অতি সাবধানে, প্রেসকে কিছুই জানানো হয়নি। এ অনুষ্ঠান অফিশিয়াল নয়।

জানালায় রঙিন কাচ লাগানো ঝকঝকে একটা ক্যাডিলাকে চড়ে প্রথমে পৌঁছুলেন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ, কমপিউটর বিশেষজ্ঞ ল্যারি কিং ও অফিসার ববি মুরল্যান্ড। ওদের সঙ্গেই আসার কথা ছিল খেয়ালী এক বাঙালী-আমেরিকান বিজ্ঞানীর, কিন্তু তিনি তাঁর শহর আরিজোনা ছেড়ে সাধারণত কোথাও যান না, তাই ঠিক হয়েছে প্রেসিডেন্টের একজন বিশেষ দূত পরে এক সময় তাঁর কাছে পদক ও প্রশংসা-পত্র নিয়ে যাবেন।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট ও নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা এল কালো একটা মার্সিডিজ নিয়ে একা। মূলত ওর অনুরোধেই অনুষ্ঠানটা গোপনে সারার আয়োজন করা হয়েছে। তবে অন্য কারণও আছে।

রডনি বুমারের চারটে হীরক খনি থেকে উৎসারিত পালসড আলট্রাসাউন্ড রে প্রশান্ত মহাসাগরের সামুদ্রিক প্রাণী, সমুদ্রগামী জাহাজের আরোহী ও দ্বীপবাসীদের মেরে ফেলছিল। এই রে বা সাউন্ড ওয়েভের বিপদ সম্পর্কে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সাবধান করা সত্ত্বেও উপদেষ্টাদের ভুল পরামর্শে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, এবং নুমাকে সাহায্য করতে রাজি হননি। প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল সাগরে

রহস্যময় কোন প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। রানাই প্রথমে ধারণা করতে পেরেছিল যে দায়ী সম্ভবত সাউন্ড ওয়েভ। পরে রিফ্লেক্টর ফিট করে রডনি বুমারের সাউন্ড ওয়েভ ফিরিয়ে দেয়া হয়, ফলে কয়েকটা দ্বীপের বিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ মানুষ নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। ভুল পরামর্শ দেয়ার অভিযোগে দু'জন উপদেষ্টাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন প্রেসিডেন্ট। সিদ্ধান্ত নেন, এতগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচানোর কাজে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যে যার কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রায় এক বছর পর আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় ওভাল অফিসে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। আমন্ত্রিত অতিথিরা অ্যান্টি-রূমে অপেক্ষা করছিলেন, একজন মহিলা সেক্রেটারি তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে অফিসে নিয়ে এল। জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আগেই পরিচয় আছে, তিনিই সবার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাসুদ রানা সম্পর্কে যখন বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট সহাস্যে বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আপনি তো একটা জীবন্ত কিংবদন্তী, আপনার সম্পর্কে বড় গলায় বলার মত অনেক কথাই আমরা জানি।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা। 'যা-ই শুনে থাকুন, অতিরঞ্জিত হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'আপনি কি এ-ও জানেন, মি. প্রেসিডেন্ট, যে,' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, 'মাসুদ রানা আমাদের ডেল্টা কমান্ডোকে বিশেষ একটা ট্রেনিং দিচ্ছেন?'

এক সেকেন্ডের জন্যে অপ্রস্তুত দেখাল প্রেসিডেন্টকে। 'না...মানে, না। সেনাবাহিনীর সমস্ত রিপোর্টে সময় মত আমি চোখ বুলাতে পারি না। প্লীজ, একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?'

ডেল্টা কমান্ডো ফোর্স কি, তাদেরকে কি ধরনের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিলেন অ্যাডমিরাল। ভাব দেখে মনে হলো প্রেসিডেন্ট খুশিই হলেন। তবে তিনি এ-প্রসঙ্গে আর কোন

প্রশ্ন করলেন না।

প্রেসিডেন্টের একজন এইড পদক ও প্রশংসা-পত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল, ইঙ্গিতে তাকে এগিয়ে আসতে বললেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু পরমুহূর্তে ডেস্কের লাল ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠায় হাত তুলে নিষেধ করলেন। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি। অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনে শুধু যে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তা নয়, টকটকে লাল হয়ে উঠল চেহারা। অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'সিচুয়েশন রূমে সবাইকে ডেকে পাঠান,' বললেন তিনি। 'আমি আসছি।' রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত। হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে, আমাকে এখুনি একবার সিচুয়েশন রূমে যেতে হবে।' কয়েকজন চেয়ার ছাড়ছেন দেখে বাধা দিলেন, '…না-না, অনুষ্ঠান বাতিল হচ্ছে না। আপনারা কষ্ট করে একটু বসুন, প্লীজ। অ্যাডমিরাল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

হোয়াইট হাউসের নিচে, সেকেন্ড সাব-বেসমেন্ট লেভেলে, এই কামরাটাকে সিচুয়েশন রূম বলা হয়। মাত্র বিশ ফুট লম্বা, পনেরো ফুট চওড়া, দেয়ালগুলো সবুজ। বড় একটা কনফারেন্স টেবিল আর অনেকগুলো আরামদায়ক চেয়ার আছে। পরনে কমপ্লিট স্যুট, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গভীর মনোযোগ সহকারে এয়ারফোর্সের একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কথা শুনছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল একটা ডকুমেন্ট পড়ে শোনাচ্ছেন।

'নো ম্যান সেন্ট আস হিয়ার, ইট ওয়াজ বাই আওয়ার ওউন প্রম্পটিং অ্যান্ড দ্যাট অভ আওয়ার মেকার, অর দ্যাট অভ দা ডেভিল, হুইচএভার ইউ অ্যাসক্রাইব ইট টু। দা ক্রাই অভ ডিসট্রেস অভ দা অপ্রেসড ইজ মাই রিজন অ্যান্ড দি ওনলি থিং দ্যাট হ্যাজ প্রম্পটেড মি টু কাম হিয়ার। আই উইশ টু সে ফারদারমোর দ্যাট ইউ হ্যাড বেটার প্রিপেয়ার ইওরসেল্‌ভস্ ফর আসেটলমেন্ট অভ দ্যাট কোশ্চেন দ্যাট মাস্ট কাম আপ ফর সেটলমেন্ট সুনার দ্যান ইউ আর প্রিপেয়ারড ফর ইট। দা সুনার ইউ আর প্রিপেয়ারড দা বেটার।'

‘এটা এল কখন?’ জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। কামরার চারদিকে তাকালেন তিনি। জয়েন্ট চীফদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সার্ভিসের চীফ অভ স্টাফ উপস্থিত হয়েছেন, সবাই তাঁরা ব্যাজ আর পদকে ভূষিত ইউনিফর্ম পরে আছেন। ওঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে এইড আছেন, তাঁদের কারও পদই ফিল্ড গ্রেড-এর নিচে নয়, বসে আছেন পিছনের সারিতে, দেয়াল ঘেঁষে। উপস্থিত আছেন সেক্রেটারি অভ স্টেটস, সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স, সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর (ডিরেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি, ডিরেক্টর ভাষণ দিতে গেছেন ফিনিক্স-এ), এফবিআই প্রধান, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার। সব মিলিয়ে প্রায় পনেরোজন, অথচ তাঁদের কারও নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না।

‘স্যার,’ লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললেন, ‘এটা আমরা সাউথ মাউন্টিন ইনস্টলেশন-এর ন্যাশনাল কমান্ড টেলিটাইপ লিঙ্ক থেকে আট ঘণ্টা তেইশ মিনিটে পেয়েছি। প্রথমে লঞ্চ কমান্ড সেন্টার থেকে একটা ক্লিয়ার চ্যানেল রোবট-সিগনাল আসে যে কী ভল্ট ব্যবহার করা হয়েছে। তার তিন মিনিট চোদ্দ সেকেন্ড পর এই মেসেজটা পাই।’

‘এর মানে হলো আমাদের একজন সাইলো অফিসার কী ভল্টে চাবিটা জমা দিয়েছে,’ কথা বলছেন এয়ারফোর্স চীফ অভ স্টাফ। ‘তাৎপর্য হলো, মি. প্রেসিডেন্ট, আমাদের অফিসারদের ওপর নির্দেশ আছে, দখল করার অপারেশন শুরু হলে শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে কী ভল্ট ব্যবহার করা যাবে।’

‘পরিস্থিতিটা আমাকে পরিষ্কার বুঝতে দিন। মেসেজটা যে-ই পাঠাক, সে এখন সাইলোতে আছে?’

‘ইয়েস, স্যার।’

অদ্ভুত মেসেজটার দিকে আরেকবার তাকালেন প্রেসিডেন্ট। ‘উন্মাদ একজন লোক মিসাইল সাইলোতে ঢুকে পড়েছে। এই হলো পরিস্থিতি?’

‘ইয়েস, স্যার,’ বললেন এয়ারফোর্স চীফ অভ স্টাফ। ‘মেসেজের নিচের দিকে লেখা রয়েছে—কমান্ডিং অফিসার, প্রভিশনাল আর্মি অভ দা

ইউনাইটেড স্টেটস"।'

'সিআইএ-র স্টাফ সাইকোলজিস্ট আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটা পরীক্ষা করেছেন?'

জবাব এলো, 'ইয়েস, স্যার।'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'দয়া করে কেউ ব্যাখ্যা করবেন, একটা মিসাইল সাইলো কিভাবে কেউ দখল করতে পারে? বিশেষ করে এই মিসাইল সাইলোটা?'

দীর্ঘ মিনিটগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, প্রশ্নোত্তর পর্ব যেন শেষ হবার নয়। প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জবাব দিচ্ছেন, বিশদ বিবরণ দিতে সময় নিচ্ছেন অনেক বেশি। একটা সাইলোর প্রাইমারী ডিফেন্স হলো ডপলার লো-লেভেল রাডার, যে-কোন সচল বস্তুর অস্তিত্ব বা আগমন চিহ্নিত করাই ওটার কাজ। তবে প্রায় বছরখানেক হলো রাডারকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল বেরিয়ে গেছে। এই কৌশলে রাডার-অ্যাবজরভিং ম্যাটিরিয়াল ব্যবহার করা হয়। এ-ধরনের ম্যাটিরিয়ালে তৈরি পোশাক পরে কেউ যদি সাবধানে এগোয়, রাডারকে ফাঁকি দিয়ে খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারা সম্ভব। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। কাছাকাছি আসার পর শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্যে। প্রশ্ন: কিন্তু তারা নিচে নামল কিভাবে? উত্তর: সাউথ মাউন্টিন সাইলো যেহেতু স্বাধীনভাবে মিসাইল ছুঁড়তে সক্ষম, ওটার এলিভেটর অ্যাকসেস পিএএল মেকানিজমের সঙ্গে চাবি দিয়ে আটকানো। এতে করে ইমার্জেন্সীর সময় নিচে নামা সম্ভব হয়, দৈনিক পরিবর্তিত পিএএল কোড-এর সাহায্যে। বলা তো যায় না, এলসিসি-র দু'জন লোকই দেখা গেল পেটের পীড়া অথবা হার্ট অ্যাটাকের সমস্যায় ভুগছে। তবে ক্যাপসুলের লোকেরা এটা জানে না। অন্তত তাদের জানার কথা নয়।

'তারমানে, সাইলোয় যে-ই হামলা করে থাকুক, সে জানে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার।'

'শুধু এই দুর্বোধ্য মেসেজটা? আর কিছু নেই? কাউকে জিম্মি করার কথা বলা হয়নি, কোন দাবি জানানো হয়নি, টিভির কাভারেজ চাওয়া হয়নি?'

'না, স্যার। এমন কি ওদের ইউনিটের সাইজ সম্পর্কেও আমরা কোন ধারণা করতে পারছি না। আমরা মেসেজ পাঠিয়েছি, কোন জবাব নেই।'

মেসেজটার দিকে আরেকবার তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আসুন, ফেস করি। লোকটা মিসাইল ছুঁড়বে। চাবিটা বের করতে পারলেই কাজটা করবে সে। আমাকে টাইম ফ্রেম সম্পর্কে জানান।'

'স্যার, কী ভল্টটা তৈরি করা হয়েছে হাই-গ্রেড টাইটেনিয়ামের সাহায্যে, সঙ্গে যোগ করা হয়েছে এক ধরনের স্ট্রেংদেনিং অ্যালয়। জিনিসটা ভেদ করা অত্যন্ত, অত্যন্ত কঠিন। ডিজাইনটাই এমন যে একবার কী ভল্টে চাবি ফেলে দিলে লঞ্চ সিস্টেম অচল হয়ে যাবে আঠারো ঘণ্টার জন্যে। প্রয়োজনীয় টুলস পাওয়া গেলেও ওই ব্লকে গর্ত করতে সময় লাগবে…ধরুন মাঝরাতের আগে নয়।'

'কি ধরনের টুলস? করাত? ড্রিল?'

'না, স্যার, ও-সবে কাজ হবে না। অত্যন্ত শক্তিশালী প্লাজমা-আর্ক টর্চের সাহায্যে পোড়াতে বা গলাতে হবে ওই টাইটেনিয়াম। সেজন্যে দক্ষ একজন লোক দরকার হবে।'

'এ-ধরনের লোক কোথায় পেতে পারে ওরা?'

'যে-কোন জায়গায় পাওয়া যাবে। ওয়েল্ডার কোথায় না আছে।'

জেমস হারমানের ভ্যানে চড়ে রওনা হয়েছে ওরা। গাড়ির পিছনে হারমানের সঙ্গে একজন লোক বসে আছে, তার হাতে অদ্ভুত একটা কালো আগ্নেয়াস্ত্র, দেখে খুব জটিল মনে হলো তার, তাকাবার পর সহজে চোখ ফেরাতে পারছে না। শুধু তাকে নয়, তার সমস্ত ইকুইপমেন্ট ভ্যানে তুলে নিয়েছে ওরা। শহরে কোথাও একবার থেমেছিল গাড়ি, কেন বলতে পারবে না সে। তারপর উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করে ওরা। একটু পরই খুব শীত লাগল। এক সময় আবার থামল ভ্যান, এখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। কানে আঘাত করে এমন কিছু শব্দও পেল সে। মনে হলো সাউথ মাউন্টিনের বেশ ওপরে কোথাও

উঠে এসেছে ভ্যান। 'আচ্ছা, আপনার হাতে ওটা কি?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করল হারমান।

লোকটা হাসল। তার দাঁত অসম্ভব সাদা। 'এটা এমন একটা অস্ত্র, মুখ বন্ধ না রাখলে আপনাকে মেরে ফেলবে।'

শুকনো হাসি হাসল হারমান। কৌতুক বটে। খানিক পর আবার রওনা হলো ভ্যান। হারমানের মনে হলো চাকার নিচে কাঁকর আছে। স্ত্রী আর মেয়ে দুটোর কথা ভাবল। সে যদি লোকগুলোর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা ওদের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু কি নির্দেশ পালন করতে হবে তাকে? কারা ওরা? কি চায়? একটা কথা পরিষ্কার, ওরা তার সম্পর্কে আগেই খবর নিয়েছে। বাড়িটা চিনত, কিভাবে ভেতরে ঢুকতে হবে জানত।

গাড়ি থামল। ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে গেল। 'আসুন, মি. হারমান,' বলল মেজর ভালকিন।

'স্যার, আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। মনে হচ্ছে সাউথ মাউন্টিন আমাদের সমস্যার একটা দিক মাত্র।'

'জেসাস ক্রীস্ট,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'স্যার, ইনস্টলেশনের ভেতর থেকে আট ঘণ্টা উনিশ মিনিটে প্রচার করা পাঁচ সেকেন্ডের একটা রেডিও ট্র্যান্সমিশন মনিটর করেছি আমরা। অর্থহীন কিছু শব্দ, পাঠানো হয়েছে আটাশ দশমিক বিরানব্বুই মেগাহার্টজের একটা ফ্রিকোয়েন্সীতে, শুধুমাত্র ওই ফ্রিকোয়েন্সীতে কান পেতে থাকলে দুশো মাইলের ভেতর শুনতে পাবে কেউ। মিসাইল সাইলোয় যে-ই থাকুক, কাউকে সে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ সাইলো দখল করা ছাড়াও অন্য একটা অপারেশন থাকতে পারে ওদের।'

'জেনারেল, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করছেন। আরও ধরে নিচ্ছি আমাদের সমস্ত সিকিউরিটি এজেন্সিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের পরিচয় জানতে হবে।'

এফবিআই প্রধান জানালেন, 'ডিফেন্স থেকে রেড ফ্ল্যাশ পাবার পর একটা ক্র্যাক ফোর্সকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছি আমি। এই মুহূর্তে

ডিফেন্স আর...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জেনারেল, আমি চাই ওই পাহাড়ের মাথাটাকে একটা শর্ট-রেঞ্জ মিসাইল টার্গেট করুক, সঙ্গে থাকবে অল্প শক্তির নিউক্লিয়ার ওঅরহেড। যদি পরিষ্কার বোঝা যায় যে সাউথ মাউন্টেন থেকে ওই লোক রাশিয়াকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়তে যাচ্ছে, আমরা ঘাঁটিটা উড়িয়ে দেব। ইতিমধ্যে আমি চাই, সিভিল ডিফেন্স অথরিটি যেন ওই এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়। তারপরও কিছু লোক হতাহত হবে, সে আমি মেনে নেব, তবে এখন থেকে কাজ শুরু করলে হতাহতের সংখ্যা অনেক কম হবে। আমি আরও চাই...'

'স্যার,' এয়ারফোর্স জেনারেল বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়...'

ভ্যান থেকে উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে এল হারমান। বাতাসে গান-পাউডারের গন্ধ পেল। একটা ফোন কোম্পানীর মাইক্রোওয়েভ ট্র্যান্সমিশন স্টেশনের ভেতর রয়েছে সে। জায়গাটাকে দেখে মনে হলো খানিক আগে এখানে রীতিমত যুদ্ধ ঘটে গেছে। অটোমেটিক অস্ত্র হাতে, স্নো স্মক পরা লোকজন খুব ব্যস্তভাবে কাজ করছে—একদল ইন্সট্রুমেন্ট বয়ে আনছে, একদল মাটি খুঁড়ছে, কয়েকজনকে দেখা গেল গুটানো কাঁটাতারের বেড়ার ভাঁজ খুলছে। সবাইকে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত বলে মনে হলো তার।

'এদিকে, মি. হারমান, প্লীজ। এই, তোমরা তিনজন মি. হারমানের ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে এসো। করপোরাল, ওঁর ভ্যানটা আড়ালে সরিয়ে এনে তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখো।'

'কি ঘটছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল হারমান।

'কোন প্রশ্ন করবেন না, মি. হারমান। এখানে সময়ের খুব দাম। আসুন, প্লীজ।'

এক পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন তরুণ সৈনিক বড় আকৃতির অনেকগুলো ক্যানভাসের ভাঁজ খুলছে, দেখে মনে হলো গোটা জায়গাটা

তারা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে ফেলতে চায়। আরও একদল লোককে দেখা গেল, প্রায় পঁচিশ ফুট পরপর একটা করে পোস্টহোল খুঁড়ছে। চারদিকে প্রচুর রশিও দেখা যাচ্ছে। শহরে যেন সার্কাস পার্টি এসেছে, বিশাল তাঁবু টাঙানো হবে। তারপর হঠাৎ লাশগুলো দেখতে পেল হারমান। কম করেও দশ-বারোটা, ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে গেছে। তারপর সে লক্ষ করল কমপাউন্ডের বিল্ডিংগুলো। একটা বিল্ডিং বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাকিগুলো বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। 'আপনারা কারা?'

'এদিকে, প্লীজ।'

ওরা তাকে পথ দেখিয়ে ছোট একটা বিল্ডিঙে নিয়ে এল। এটার গায়েও বুলেট লেগেছে। ভেতরে চকচকে এলিভেটরের দরজা দেখে বিস্মিত হলো সে। দরজার গায়ে লেখা রয়েছে—'শ্যাফট অ্যাকসেস—রেসট্রিকটেড এন্ট্রি—সিকিউরিটি-ক্লিয়ারড পারসোনেলস্ ওনলি'।

যীশুর নাম নিয়ে এলিভেটরে চড়ল হারমান। কাঁপছে কলজেটা।

এয়ারফোর্সের চীফ অভ স্টাফ ব্যাখ্যা করছেন।

আলোচ্য সাইলোর ক্ষেত্রে, মিসাইল পীসকীপারকে রাখা হয়েছে পাহাড়ের ভেতরে। ডীপ আন্ডার-মাউন্টিন বেসিং মোড বলা হয় এই পদ্ধতিকে, উদ্ভাবক হলেন প্যাট্রিক লুকাস, হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ান। এয়ারফোর্সের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের গ্রান্ট পেয়ে কাজটায় হাত দেন তিনি। জিনিসটা একশো ফুট গভীর, ঘিরে রেখেছে কঠিন পাথর। স্পেশাল শক আইসোলেশন সিস্টেমের সাহায্যে মিসাইলটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই সিস্টেম নিউক্লিয়ার অ্যাটাক থেকে রক্ষা করবে ওটাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন মিসাইল সাইলো ওটা, পাহাড়ের ভেতর ওটাকে ধ্বংস করতে হলে অসম্ভব শক্তিশালী একটা বোমা লাগবে—অত শক্তিশালী বোমা আমেরিকার তালিকায় নেই, আজকাল আর বানানোও হয় না। ইদানীং আমেরিকার মিসাইল লক্ষ্যভেদে এত নিখুঁত, ছোট বোমাতেই কাজ চলে ইচ্ছে করলে একটা মিসাইলে দশটা ওঅরহেড বসানো যায়। সংক্ষেপে, সাউথ মাউন্টিন

মিসাইল সাইলো ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা শেষ হতে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'ওরা যদি মিসাইলটা ছোঁড়ে, আমরা আরেকটা মিসাইলের সাহায্যে বাধা দিতে পারি না?'

'দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট, এখানেও রয়েছে দুঃসংবাদ,' বললেন এয়ারফোর্সের জেনারেল। 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, সল্ট ওয়ান চুক্তির পর অ্যান্টিব্যালিস্টিক ফোর্স ডিভলপ না করার সিদ্ধান্ত নিই আমরা, কারণ তখন মনে করা হয়েছিল টেকনিক্যালি আনফিজিবল একটা প্রজেক্টে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করাটা বোকামি। বুস্ট ফেজে একটা পীসকীপারকে ধাওয়া করবে বা ধ্বংস করবে, এমন পাখি আমাদের নেই।'

'জেনারেল, সাইলোর মেগাটনেজ কি?'

'স্যার, একটা মিসাইল, সঙ্গে দশটা মার্ক টোয়েনটিওয়ান রিএন্ট্রি ভেহিকেল, একেবারে লেটেস্ট। প্রতিটি ওঅরহেড ডব্লিউএইট্রিসেভেন/এমকে-টোয়েনটিওয়ান—এক্সট্রিম হার্ড টার্গেট-বাস্টিং কেপেবিলিটি সহ। টোটাল প্যাকেজ পঁয়ত্রিশ মেগাটন…'

'টার্গেটিং?'

'সবগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে, স্যার। পিভিও হেডকোয়ার্টার, মস্কো থেকে ত্রিশ মাইল দূরের সোভিয়েত ডিফেন্স কমান্ড, ভ্লালিভস্টক-এর লং-রেঞ্জ ট্র্যান্সমিটার। এ-ধরনের ট্র্যান্সমিটার যেখানে যতগুলো আছে। এগুলোর সাহায্যে নিউক্লিয়ার মিসাইল সজ্জিত সাবমেরিনের সঙ্গে কথা বলে ওরা। তারপর সোভিয়েত স্যাটেলাইট-এর গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন, মিসাইল কন্ট্রোল সেন্টার, আইসিবিএম লঞ্চ সাইট, আর্লি ওয়ার্নিং রাডার…'

'জেসাস, ওদের গোটা কমান্ড সিস্টেম! সম্ভাব্য সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া কি আশা করতে পারি?'

'পাখিটা যদি ওড়ে, বাজি ধরতে পারি যে ওয়ার্নিং পেয়েই পাল্টা হামলা করবে ওরা।'

'সাইলোতে আমরা বোমাগুলো ফাটিয়ে দিতে পারি না?'

'না, স্যার।'

‘কমান্ড ডিজএবল সিস্টেম?’

‘ওটা কাজ করবে শুধু লঞ্চ কমান্ড ক্যাপসুলের ভেতর থেকে। বাস্তবতা হলো, একবার কেউ চাবি পেয়ে গেলে তাকে মিসাইল ছুঁড়তে বাধা দেয়া সম্ভব নয়, সেরকম ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।’

‘কেন? মিনিটমেনের ক্ষেত্রে তো এরকম ঘটে না। চারটে আলাদা লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টার থেকে বাধা দেয়া যায়।’

‘ইয়েস, স্যার। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল, তাতে করে লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্ট্রালগুলো অরক্ষিত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে নতুন এসএস-টোয়েনটিফোর তৈরি হবার পর—কঠিন সাইলো ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে ওগুলো। আপনি যদি কমান্ড ক্যাপসুল দখল করতে পারেন, দূরের কোন সাইলোই মিসাইল ছুঁড়তে পারবে না। দশটা লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারে আঘাত হেনে একশো মিসাইল অকেজো করে দেয়া যায়। সেজন্যেই আমরা সাউথ মাউন্টিনকে একটা ইনডিপেনডেন্ট-লঞ্চ-কেপেবল ইনস্টলেশন হিসেবে গড়ে তুলি। এমনকি যদি ওয়াশিংটন, এসএসি, চেইনী মাউন্টেন, এয়ারবোর্ন লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টার ও ইআরসিএস মিসাইল ধ্বংস হয়ে যায়, আমাদের কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, সাইলোর ছেলেরা তারপরও মিসাইল ছুঁড়তে পারবে। আইডিয়াটা প্যাট্রিক লুকাসের। হপকিন্স-এর প্রফেসর, বিরল প্রতিভা। কী ভল্টও তাঁর সৃষ্টি।’

‘হ্যাঁ, প্যাট্রিক লুকাস,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। তরুণ এই প্রফেসরের সঙ্গে একবার লাঞ্চ খেয়েছেন তিনি। স্মার্ট ও প্রতিভাবান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ‘সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কনভেনশনাল বোমা ব্যবহার করতে হবে। নাপাম মেরে গোটা পাহাড় উড়িয়ে দেয়া হোক।’

মাথা নাড়লেন এয়ারফোর্স জেনারেল। ‘না, স্যার। এই ইনস্টলেশন দখল করতে হলে এলিভেটর শ্যাফট দিয়ে প্রথমে নিচে নামতে হবে। আর ওই এলিভেটর শ্যাফটের দখল নিতে হলে ওটার কাছে বসানো একটা মেইনফ্রেম কমপিউটরের সাহায্য দরকার হবে। ওটা টাইটেনিয়ামে মোড়া, স্মল আর্মস কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে গ্রেনেডের চেয়ে শক্তিশালী কিছু হলে সার্কিটের ক্ষতি হবে। আর আপনি

যদি সার্কিটের ক্ষতি করেন, দরজা লক হয়ে যাবে। স্যার, ওই দরজা কোনভাবেই আপনি কাটতে পারবেন না। কখনোই সম্ভব নয়। ওটার ওজন এগারো টন। কাজেই কমপিউটররের কাছাকাছি হাই এক্সপ্লোসিভ বা নাপাম ব্যবহার করার সময় সাবধান থাকতে হবে, তা না হলে সিস্টেমটা সীল হয়ে যাবে, কোনদিন আমরা নিচে নামতে পারব না।'

'নার্ভ গ্যাস,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নার্ভ গ্যাসে ডুবিয়ে দিন পাহাড়টা। ওদের সবাইকে মেরে ফেলা হোক। কিছু সিভিলিয়ান যদি মারা যায়, আমরা...'

'মি. প্রেসিডেন্ট, মি. প্যাট্রিক লুকাস এক্ষেত্রে আপনার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। নার্ভ গ্যাসের কথা মনে রেখেই কমপিউটরে একটা সিস্টেম বসিয়েছেন তিনি। সামান্য একটু ঝাঁঝাল গন্ধ পেলেই কমপিউটর পাহাড়ে নামার পথ বন্ধ করে দেবে। আর ক্রিমিনালদের এই দলটা যদি প্রফেশনাল হয়, কেমিকেল ওঅরফেয়ারের জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে। গ্যাস মাস্ক পরে নেবে।'

প্যাট্রিক লুকাস, বেশি সতর্ক হতে গিয়ে ব্যাপারটা তুমি জটিল করে ফেলেছ, ভাবলেন প্রেসিডেন্ট। এখন তাহলে কি করা যায়?

'স্যার, আমার ধারণা, সমস্যাটার সহজ একটা সমাধান আছে,' বললেন সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর। এতক্ষণ তিনি আর্মির চীফ অব স্টাফের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করছিলেন।

'সহজ সমাধান?'

সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আর্মির চীফ অব স্টাফের দিকে তাকালেন। 'উনি ব্যাখ্যা করবেন।'

'স্যার, ডেলটা কমান্ডো ফোর্সকে এরইমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে,' আর্মির জেনারেল গম্ভীর সুরে বললেন। 'সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নতুন একটা কমান্ডো ফোর্স এটা—বিদেশ থেকে এক্সপার্ট ট্রেনার এনে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। জাপানীদের কাছে কুংফু শিখেছে তারা, চীনাদের কাছে গেরিলা যুদ্ধ, নেপালি গুর্খাদের কাছে শিখেছে স্নাইপ-শূটিং, আর বাংলাদেশীদের কাছে শিখেছে রণকৌশল বা স্ট্র্যাটিজি। কাজটা...'

প্রেসিডেন্ট ভাবছেন, কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে যে বারবার

ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সের কথা ফিরে আসছে। এবার নিয়ে তিনবার। প্রথমবার ওভাল অফিসে, প্রসঙ্গটা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তুললেন। দ্বিতীয়বার এসপিওনাজ জগতের সুপারস্টার মাসুদ রানা, ওই ওভাল অফিসেই। প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করা হচ্ছিল তখন, তারই ফাঁকে এক সময় ওভাল অফিসে গিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলে এসেছেন তিনি যে পদক প্রদানের ঘরোয়া অনুষ্ঠানটা অনিবার্য কারণে বাতিল করা হলো। তখনই নুমার চীফকে ব্রিফ করেছেন তিনি, তবে ওভাল অফিসে নয়, স্টাডিরুমে। মাসুদ রানার এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে, কি মনে করে ওকেও তিনি থাকতে অনুরোধ করেন। সাউথ মাউন্টিনে কি ঘটছে শোনার পর রানা শুধু একটা মন্তব্য করেছে, 'কাজটা ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সের।' অ্যাডমিরাল ও রানা এখনও স্টাডিরুমে অপেক্ষা করছে, প্রেসিডেন্টের অনুরোধে। বাকি সবাই—রেডক্লিফ, ববি মুরল্যান্ড ও ল্যারি কিং—বেশ কিছুক্ষণ আগে হোয়াইট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন?'

'কাজটা পদাতিক বাহিনী ও সুইসাইড স্কোয়াডের, স্যার,' বললেন আর্মি জেনারেল। 'প্রাণ খুইয়ে পজিশনটার কাছে পৌঁছুতে হবে, কাজ সারতে হবে বেয়োনেট দিয়ে। গর্তটার ভেতর লোক নামাতে হবে, ওদের সবাইকে খুন করে হাতে পেতে হবে চাবিটা। এই ধরুন মাঝরাতের মধ্যে। তা না হলে পাখিটা উড়ে যাবে।'

'আমি জানতে চাই, সুপারিশটা কি?'

'স্যার, ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সকে যদি ডাকা হয়, ওদের পৌঁছুতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লাগবে। ট্রেনিং শেষ হলেও, এখনও তারা ক্যাম্পে আছে। তবে ট্রেনার মাত্র একজনকে এখুনি পেতে পারি আমরা, শেষ খবর হলো ওয়াশিংটনেই ছুটি উপভোগ করছেন তিনি। কমপিউটর বলছে, সাউথ মাউন্টিন থেকে দু'ঘণ্টার দূরত্বে মেরীল্যান্ড ন্যাশনাল গার্ড ইনফ্যানট্রিও একটা ট্রেনিঙে রয়েছে। তারমানে আরও দুশো লোক। আগেই সতর্ক করা হয়েছে, ফোর্ট মেয়ার থেকে নিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না—এই ধরুন দু'আড়াই ঘণ্টা।'

'গুড।'

'ফোর্ট ইউসটিস, ওয়াশিংটন থেকে দুপুরের দিকে একটা রেঞ্জার ব্যাটালিয়নও আনা যেতে পারে, আবহাওয়া অনুমতি দিলে। ওরা প্যারাস্যুট নিয়ে সাইটে নামবে। ডেল্টা, ন্যাশনাল গার্ডের থার্ড ইনফ্যানট্রি আর রেঞ্জার, এদেরকে পেলে এ-দেশের শ্রেষ্ঠ প্রফেশনাল সোলজারদের পেয়ে যাবেন আপনি।'

'তা না হয় পেলাম। কিন্তু ওরা কি দখলদারদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবে?'

এফবিআই চীফ বললেন, 'পাহাড়ে ওঠার রাস্তা তো মাত্র একটা, শেষ খবর পেয়েছি ওটা ওরা মাটি আর পাথর ধসিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।'

সিচুয়েশন রূমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত পর আর্মির চীফ অভ স্টাফ বললেন, 'সেই আবার রাইফেল আর বোমা প্রসঙ্গ ফিরে এল।'

'কাজটা আপনি সময় মত করতে পারবেন?' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'তা বলার উপায় নেই, মি. প্রেসিডেন্ট। আমরা শুধু পরিস্থিতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখতে পারি। তবে সময় মত লোক পাঠানো সম্ভব, পাহাড় বেয়ে উঠবে তারা।'

কেউ একজন বললেন, 'দিনটা হবে রক্তাক্ত ও দীর্ঘ। কোন সন্দেহ নেই কাজটা সুইসাইড স্কোয়াডেরই।'

'তবে খুব কঠিন একটা অ্যাসল্ট এটা। প্রথম কাজ, এলিভেটর শ্যাফটে পৌঁছানো। খুব সরু একটা ফ্রন্ট থেকে আক্রমণ করতে হবে, কারণ পাহাড়চূড়াটা চারদিক থেকে পাহাড়প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শ্যাফটে নামার পর এগোতে হবে যুদ্ধ করে।'

'মি. প্রেসিডেন্ট,' উপদেষ্টাদের একজন বললেন, 'আপনাকে একটা ফেজ ফোর নিউক্লিয়ার ইমার্জেন্সী ঘোষণা করতে হবে। এই ঘোষণার বলে যে-কোন ডিস্ট্রিক্ট সরাসরি ফেডারেল সরকারের অধীনে চলে আসবে। আমার মনে হয় ডিফেন্স কন্ডিশনও ঘোষণা করা দরকার—ডেফকন ফোর।'

'দ্বিতীয়টায় আমি রাজি নই,' জানালেন প্রেসিডেন্ট। 'এমন কিছু করা উচিত হবে না যা দেখে রাশিয়া ধরে নেবে আমরা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু

করতে যাচ্ছি। আমাদের সমস্ত মিসাইল সাইট আর স্যাটেলাইট রিসিভিং স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিন।'

'সে নির্দেশ আগেই দেয়া হয়েছে, স্যার,' এয়ারফোর্সের চীফ অভ স্টাফ আশ্বস্ত করলেন।

'ঠিক আছে, ফেজ ফোর ঘোষণা করুন। সামরিক মহড়ার একটা গল্প বানান, প্রেসকে দূরে রাখার জন্যে। ব্যাপারটা এখন আর্মির হাতে, প্রয়োজনে এয়ারফোর্স তাদেরকে সাহায্য করবে। রোড ব্লক সেট করুন, গোটা এলাকা সীল করে দিন। প্রয়োজনে যুদ্ধ শুরু করুন, তাতেও আপত্তি করব না। আমি শুধু চাই ওই লোকগুলোকে ওখান থেকে বের করুন, কিংবা সব ক'টাকে মেরে ফেলুন।'

'ইয়েস, স্যার,' বললেন জেনারেল। 'এবার কমান্ডোর ব্যাপারে…'

'কমান্ডিং অফিসার হিসেবে সেরা কমব্যাট ম্যানকে চাই আমি, জেনারেল।'

'স্যার, এখানে একটু দ্বিধা আছে আমার,' বললেন জেনারেল। 'আগেই আপনাকে জানিয়েছি, ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সকে ট্রেনিং দিয়েছে বিদেশী কিছু ট্রেনার।'

'ইয়েস?'

'জাপানী, চীনা, নেপালি আর বাংলাদেশী। এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক, একজন বাংলাদেশী, এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে একটা হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সকে তিনি স্ট্র্যাটিজি শিখিয়েছেন। এসপিওনাজ জগতে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তি, আগেও বিপদে-আপদে আমরা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি।

'প্রেসকে জানানো যাবে না, তিনি এই মুহূর্তে হোয়াইট হাউসে, জেনারেল,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তিনি এবং অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ওপরে অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ, তো, আপনার সুপারিশটা কি?'

এই মুহূর্তে হোয়াইট হাউসে মাসুদ রানা উপস্থিত, খবরটা চমকপ্রদ মনে হলো, তবে প্রেসিডেন্ট আর কিছু ব্যাখ্যা করছেন না দেখে জেনারেলও কোন প্রশ্ন করলেন না, শুধু মন্তব্য করলেন, 'উনি যখন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে এসেছেন, নিশ্চয়ই নুমার কোন ব্যাপার

হবে। মি. প্রেসিডেন্ট, আমার সুপারিশ হলো, কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্বটা তাঁকেই দেয়া হোক, মানে তিনি যদি রাজি হন আর কি।'

সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'মাসুদ রানা সম্পর্কে আপনাদের ফাইল কি বলে?'

'সব মিলিয়ে, ইতিবাচক। আগেই এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেয়া আছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও আমরা তাঁর সাহায্য নিয়েছি, বেশ কয়েকবার।'

'কি কি ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন, সব আমি জানতে চাই,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তাঁর ফাইলটা আমার কাছে আনুন।'

কোলের ওপর রাখা ব্রীফকেসটা খুললেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'আমি ওটা নিয়েই এসেছি, স্যার।'

পনেরো মিনিট পর ফাইলটা থেকে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। গম্ভীর। নিঃশব্দে একবার শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'স্যার, মাঝরাতের আগে ওই সাইলোয় পৌঁছুতে পারবে এমন কারও নাম জানতে চাইলে আমি মাসুদ রানার নাম বলব। হি ইজ আ গ্রেট সোলজার। হি ইজ দি বেস্ট। প্ল্যানার হিসেবেও তাঁর তুলনা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, ন্যাশনাল গার্ড, রেঞ্জার, এবং এখন ডেল্টা ফোর্স তাঁকে চেনে—কখনও এদেরকে তিনি ট্রেনিং দিয়েছেন, কখনও এদের সঙ্গে নিজেও ট্রেনিং নিয়েছেন, আবার এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।'

'তাহলে আর দেরি নয়, স্টাডিরুম থেকে এখুনি তাঁকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি, আপনারা ব্রিফ করুন। আশা করা যায় আমার অনুরোধ তিনি রক্ষা করবেন।' তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'অপারেশনের নামকরণ করা হয়েছে?'

'ইয়েস, স্যার,' বললেন জেনারেল। 'লাস্ট চান্স।'

তিন

'নামতে একটু সময় লাগছে, মি. হারমান। পুরো একশো ফুট নামছি তো।'

এক সময় থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে একটা করিডর দেখতে পেল হারমান, আলো ফেলেছে একটা মাত্র নগ্ন বালব। করিডরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোকের সব কিছু বড় বেশি নিখুঁত। বয়েস হবে পঞ্চাশের ঘরে, কালো চুল। সুন্দর অবয়ব। 'ওয়েলকাম, মি. হারমান,' বললেন তিনি। 'আমরা একটা পবিত্র ও মহান যুদ্ধ শুরু করেছি, আপনিও তাতে অংশগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করে কৃতার্থ হন।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হারমান। তার মনে হলো সে যেন টিভির কোন প্রযোজক বা কোন রাজ্যের গভর্নরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে! ভদ্রলোকের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, ঢোক গিলতে হলো তাকে। মনে হলো, এ-ধরনের ব্যক্তিত্বের কাছে অটোগ্রাফ চাইতে হয়।

'এদিকে, মি. হারমান। আসুন, হাতে সময় খুব কম। জানি আপনার খুব অবাক লাগছে। তবে সত্যি কথাটা কি জানেন? আমরা আপনার ওপর নির্ভর করছি।'

অদ্ভুত একটা তৃপ্তিবোধ জাগল হারমানের মনে। এত বড় একজন মানুষ তার ওপর নির্ভর করছেন! সে জানতে চাইল, 'আপনারা আমাকে ভাড়া করলেই তো পারতেন। আমার স্ত্রী আর মেয়েদের জড়াবার কোন দরকার ছিল কি?'

'সিকিউরিটি, মি. হারমান।'

করিডর ধরে এগোল ওরা। এক সময় একটা হ্যাচ ডোর-এর সামনে

এসে দাঁড়াল। ঢোকার সময় মাথাটা নিচু করতে হলো হারমানকে। দুই প্রান্তে দুটো চেয়ার দেখল সে, ওগুলোর সামনে ডজন ডজন সুইচ। দেয়ালে লেখা—'নো লোন জোন'। কামরাটা তেমন বড় নয়। টেপ দিয়ে আটকানো একটা ইনডেক্স কার্ড দেখল সে, তাতে অদ্ভুত হরফে লেখা—হিইইইইয়ার'স এমআইআরভি।' ইনডেক্স কার্ডের নিচে, কনসোলে অদ্ভুত একটা কীহোল দেখা গেল, মুড়ে রেখেছে কব্জা পরানো লাল মেটাল ফ্ল্যাপ। তারপর হারমান লক্ষ করল, কীহোল আসলে দুটো, তবে চাবি ঢোকানো রয়েছে মাত্র একটায়। 'আপনারা আমাকে কোথায় এনেছেন? এ-সব কি বলুন তো?'

'দেখে বুঝতে পারছেন না? এক ধরনের কমপিউটর ফ্যাসিলিটি, ভদ্রলোক বললেন।

হারমান বিশ্বাস করল না। কমপিউটর ঠিক আছে, তবে শুধুই কমপিউটর নয়, আরও বেশি কিছু। ভদ্রলোক তাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে এলেন। মেঝেতে কাঁচের কিছু টুকরো পড়ে আছে। একটা জানালার সামনে দাঁড়াল ওরা। তবে জানালার সামনে কোন দৃশ্য নেই, রয়েছে শুধু চকচকে এক ধরনের মেটাল। ভদ্রলোক বললেন, 'ছুঁয়ে দেখুন, প্লীজ, মি. হারমান।'

হাত বাড়িয়ে ছুঁলো হারমান।

'চিনতে পারছেন, জিনিসটা কি?'

'ইস্পাত নয়। লোহা নয়। কোন ধরনের অ্যালয়, সুপার-হার্ড।' আঙুলের চাপ দিল হারমান। মেটালটা ঠিক মসৃণ নয়। তাপ ধরে রাখে বলেও মনে হলো না। দাগও পড়ে না। বোবা ও প্রাণহীন বলতে য বোঝায়। অথচ ছুঁলে মনে হবে খুব হালকা, প্লাস্টিকের মত। 'টাইটেনিয়াম,' আন্দাজ করল সে।

'ভেরি গুড। আপনি আপনার কাজ বোঝেন। আসলে জিনিসটা টাইটেনিয়াম-কার্বন অ্যালয়। ভেরি টাফ, ভেরি হার্ড। এটার মত মেটাল ব্লক পৃথিবীতে বোধহয় দ্বিতীয়টি আর নেই।'

'তো?'

'এই কালো টাইটেনিয়াম ব্লক নেমে গেছে দ্বিতীয় আরেকটা কালো

টাইটেনিয়াম ব্লকে। এটা যখন খসে পড়ে, ওপরের হাজার হাজার পাউন্ড পাথরও নেমে আসে, ফলে এই জায়গায় ওটা লক হয়ে গেছে। এখন আর এটাকে সরানো সম্ভব নয়। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মাঝখানটা কাটার জন্যে আমাদের একজন দক্ষ ওয়েল্ডার দরকার। আপনি একজন ওয়েল্ডার।'

'জেসাস,' বলল হারমান। 'টাইটেনিয়াম দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন মেটাল। টাইটেনিয়াম দিয়ে মিসাইলের নোজ কোন্ বানানো হয়, ফর গড'স সেক।'

'টাইটেনিয়ামের মেলটিং পয়েন্ট তিন হাজার দুশো তেষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট। কার্বন যোগ করুন, ওটার মেলটিং পয়েন্ট ছ'হাজার পাঁচশো ডিগ্রী। আপনি এমন একটা জিনিস কাটতে চাইছেন যার ডিজাইন করা হয়েছে কাটতে না পারার মত করে। এখন বলুন, আপনি কি এটা পেনিট্রেট করতে পারবেন?'

'মেটাল কাটাই আমার কাজ। পারব না কেন। আমার কাছে পোর্টেবল প্লাজমা-আর্ক টর্চ আছে, যথেষ্ট গরম করা যায়। হিট কোন সমস্যা নয়। আপনি যে-কোন জিনিস গলিয়ে ফেলতে পারেন। সমস্যা হলো ভেতরে ঢোকার জন্যে কতটা আমাকে গলাতে হবে। কাজটায় সময় লাগে। সার্কেল তৈরি করে কাটতে হবে, ক্রমশ সরু হবে বৃত্তটা। আপনি সম্ভবত একটা টানেল তৈরি করতে চাইছেন। বলুন দেখি, টানেলের শেষ মাথায় কি আছে? আলো?'

'ছোট একটা চেম্বার। আর ওই চেম্বারে আছে একটা চাবি। চাবিটা আমাদের সবার ভবিষ্যৎ।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল হারমান। 'আপনারা এত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করছেন শুধু একটা চাবির জন্যে? কিসের চাবি ওটা?'

'বললামই তো, আমাদের সবার ভবিষ্যতের চাবি।'

হঠাৎ চমকে উঠল হারমান। 'বুঝেছি! আমি লেখাপড়া জানি, বুঝলেন। ওটা কিসের চাবি আমি জানি। ওই চাবির সাহায্যে একটা রকেট ছোঁড়া যায়। আপনারা রকেট ছুঁড়ে যুদ্ধ বাধাতে চাইছেন।'

কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক।

'আপনারা কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চলেছেন?' গলাটা কেঁপে গেল হারমানের।

'না। যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে চাই আমি। সেটা শুরু হয়েছে বেশ অনেক আগে। এবার, মি. হারমান, আপনার টর্চটা জ্বালুন, প্লীজ।'

পোর্টেবল প্লাজমা-আর্ক কাটিং কন্ট্রোল ইউনিটটা খুলল এক লোক। ওপরে রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো টিউব আর টর্চটা। আরেক লোক চাকার ওপর রাখা গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এল।

'কিন্তু আমি যদি...'

'মি. হারমান, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন। রুশ মায়ের কোলের কয়েক মিলিয়ন নাম না জানা রুশ শিশুকে হত্যা করতে যাচ্ছি আমি। টুসি আর পুসি নামে দু'জন আমেরিকান শিশুকে খুন করতে আমার বাধবে না।'

'টর্চটা দিন,' বলল হারমান ঢোক গিলে।

ফোর্ট ব্র্যাগ থেকে দুটো সি-হানড্রেডথারটি প্লেনে চড়ে মেরীল্যান্ড অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে ডেল্টা কমান্ডো ফোর্স। তিন ঘণ্টা নয়, ওদের পৌঁছুতে সময় লাগবে আড়াই ঘণ্টা। ওরা আকাশে থাকতেই প্ল্যানটা তৈরি করা হলো। আকাশের অনেক ওপর থাকবে প্লেন, প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দেবে ওরা। অনেক নিচে নামার পর প্যারাস্যুট খুলবে। দখলদারদের এখন ড্রাগন ফোর্স বলা হচ্ছে—ড্রাগন ফোর্সের কাছে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান থাকতে পারে ভেবেই এ-ধরনের প্ল্যান করা হয়েছে। কিন্তু মাসুদ রানার প্রথম সিদ্ধান্তে, অকুস্থলে পৌঁছুনোর এগারো মিনিট পর, এ প্ল্যান বাতিল করা হলো।

পাহাড়টা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে মিস্টি মাউন্ট গার্ল স্কাউট ক্যাম্পের বিশৃঙ্খল অফিসে দাঁড়িয়ে আছে ও। পাহাড়টার গোড়ায় সমতল ও বরফ ঢাকা একটা মালভূমিতে ক্যাম্পটা। এখানে আসার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে রানা। তার আগে ওকে ব্রিফ করেছেন সিআইএ, এফবিআই ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। তাঁদের প্রস্তাবেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয় ও, তবে শর্তহীনভাবে নয়। প্রথম শর্ত

স্রেফ একটা আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পড়ে—ওকে কাজে লাগাতে হলে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অনুমতি নিতে হবে। বিপদের প্রকৃতিটা বুঝিয়ে বলতে পারলে বিনা দ্বিধায় অনুমতি দেবেন তিনি। হাতে যেহেতু সময় নেই, কাজেই বসের সঙ্গে রানা কথা বলতে পারবে না, তাই দ্বিতীয় শর্তটা পরিবর্তন যোগ্য। এটা অলিখিত শর্ত, এবং প্রচারমাধ্যমে প্রকাশযোগ্য নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নানা ধরনের সুবিধে পাবার জন্যে বহুদিন ধরে চেষ্টা-তদবির করছে কিন্তু মার্কিন সিনেট বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারে যাতে সকল বাধা দূর হয়, তারই মৌখিক প্রতিশ্রুতি চাইল রানা। তবে প্রতিশ্রুতিটা দিতে হবে স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে।

প্ল্যানটা বাতিল করল রানা এই বলে, অনেক নিচে এসে প্যারাস্যুট খুললে কমান্ডোদের হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। তাছাড়া, পাহাড়ী এলাকায় নামবে ওরা, সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতে সময় অনেক বেশি লাগবে। নির্দেশ দিল, ব্যাটল কন্ডিশনে হ্যাগারসটাউনে নামতে বলুন ওদেরকে। স্টেট পুলিসকে এয়ারফিল্ড পেরিমিটার সুরক্ষিত করার নির্দেশ দিন। ডেল্টা যে পথ ধরে আসবে, সেই পথের ওপর নজর রাখতে হবে পুলিসকে। সাউথ মাউন্টিন থেকে ওরা একটা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে, এমন হতে পারে ডেল্টাকে বাধা দেয়ার জন্যে পথে হয়তো ওদের একটা গ্রুপ ওঁৎ পেতে থাকবে। অ্যাসল্ট প্ল্যান কিভাবে তৈর করতে হয়, ওদের তা শেখানো হয়েছে—আসার পথে তা যেন তৈরি করে ফেলে। প্রথম ব্রিফিং বারো ঘণ্টায়। ওরা যেন তার আগে এই এলাকার কোথায় কি আছে সব জেনে রাখে।

এ-সব নির্দেশ দিল রানা এফবিআই-এর প্রতিনিধি জেমস কাটারকে। তাকেই প্রথমে পাওয়া গেছে বলে রানার এক নম্বর সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে কাটারকে। ইমার্জেন্সী টেলিটাইপের সাহায্যে রানার সিদ্ধান্ত হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে পৌঁছে দিল কাটার, সেখান থেকে ডেল্টার কাছে খবর চলে গেল। মেসেজ পাঠাবার পর সারি সারি পড়ে থাকা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের দিকে তাকাল কাটার, সবই খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে বসানো হয়েছে। কয়েকজন টেকনিশিয়ান এখনও

অনেক মেশিন চালু করতে পারেনি, গলদঘর্ম হচ্ছে।

বিনকিউলারের কাছে ফিরে এল রানা। ওর মাথার ওপর পাহাড়টা ঝুলে আছে, সাদা ও আদিম। এরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে, লম্বা একটা লাল চকলেটের মত। কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ছে না।

মাত্র একটাই রাস্তা উঠে গেছে, উঁচু-নিচু ও খানা-খন্দে ভরা পাথুরে জমিনের ওপর দিয়ে। অর্ধেক দূরত্বে থেমে গেছে পথটা, ড্রাগন ফোর্স ওখানে বোমা ফেলেছে। বুদ্ধি রাখে বটে। ওদের দিকে কোন আর্মার এগোতে পারবে না, অন্তত আজ নয়।

হাতঘড়ি দেখল রানা, এগারোটা চব্বিশ। সময় পাওয়া যাবে বারো ঘণ্টার কিছু বেশি। ডেল্টার পৌঁছুতে দেরি হবে, জানা কথা। মেরীল্যান্ড ন্যাশনাল গার্ডও দেরি করছে। অবশ্য থার্ড ইনফ্যানট্রি আকাশে রয়েছে, সম্ভবত ওরাই সবার আগে পৌঁছুবে।

বারো ঘণ্টা, ভাবল রানা। তারপর কাটারকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকাল পুলিস কি করছে?'

'আপনার কথা মত স্টেট পুলিস এখনও দরজায় দরজায় নক করছে,' জবাব দিল কাটার।

রানার প্রথম কাজ ছিল স্টেট পুলিসকে বার্কিটসভিল শহরে পাঠানো। এই পাহাড় কে চেনে? কি আছে ওখানে? কিভাবে চড়তে হয়? ওটার ভেতর কি আছে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে ওকে। ম্যাপে কাজ হয়, তবে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

একটা বেল বেজে উঠল। 'স্যার, রিকন ফটো আসতে শুরু করেছে।' কমপিউটর থেকে ফটো বেরুতে দেখে উঁচু গলায় বলল কাটার। কয়েক সেকেন্ড পর তার হাত থেকে ফটোগুলো নিল রানা। কালার ফটো, তবে এ-ধরনের ফটো কাটার আগে কখনও দেখেনি। ফটো নয়, সাদা ও ধূসর রঙের কিছু অস্পষ্ট দাগ, তার মাঝখানে খুদে লাল বিন্দু।

লাল বিন্দুগুলো গুনছে কাটার, 'বত্রিশ, তেত্রিশ...'

'সিক্সটি,' বলল রানা। 'জমিনের ওপর ষাটজন রয়েছে ওরা। ওগুলো মানুষ, মি. কাটার। দূর আকাশ থেকে ড্রাগন ফোর্সকে যেমন দেখা গেছে। বলতে পারবেন, সংখ্যাটার তাৎপর্য কি?'

মাথা নাড়ল কাটার। মিলিটারিতে কোনদিনই ছিল না সে। তবু আন্দাজ করে বলল, 'আকারে ওরা একটা ইনফ্যানট্রি প্লাটুন?'

তাৎপর্য অনেক, ব্যাখ্যা করল রানা। একটা ইনফ্যানট্রি প্লাটুনে বত্রিশ জন লোক থাকে, আর একটা কোম্পানীতে থাকে একশো আটাশজনের মত। দলটা এত বড় যে পরিষ্কারই বোঝা যায় এটা একটা হোল্ডিং অপারেশন। ঢুকবে, তারপর কাজ সেরে বেরিয়ে যাবে, সেজন্যে ওরা আসেনি। আরেকটা ব্যাপার, এতগুলো লোক নিশ্চয়ই প্রাইভেট কার নিয়ে আসেনি। সেক্ষেত্রে একটা ক্যারাভ্যান চোখে পড়ত। তারমানেই ধরে নিতে হবে আশপাশে কোথাও একটা স্টেজিং স্টেশন আছে ওদের, সম্ভবত ভাড়া করা কোন ফার্ম। ওই ফার্মটা খুঁজে বের করতে পারলে ওদের পরিচয় জানা যাবে।

'ইয়েস, স্যার।' কাটারের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'গত এক বছরে এদিকে যত ফার্ম ভাড়া দেয়া হয়েছে, তার একটা তালিকা যোগাড় করুন। স্টেট পুলিসের সাহায্য নিন।'

'ইয়েস, স্যার।'

কাটার কমিউনিকেশন রুমের দিকে চলে গেল। ফটোগুলোয় মনোযোগ দিল রানা। সন্দেহ নেই, ড্রাগন ফোর্সকে নেতৃত্ব দিচ্ছে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি। এ-ধরনের অপারেশনে নিশ্চয়ই তার অভিজ্ঞতা আছে। সে তার অর্ধেক লোককে রেখেছে পেরিমিটারের আশপাশে, বাকি অর্ধেক কাজ করছে লঞ্চ কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটির কাছাকাছি। লোকগুলোর অবস্থান লক্ষ করে রানা ধারণা করল, সবাই তারা ভাল ট্রেনিং পাওয়া এলিট ইউনিটের সদস্য। জঙ্গী মৌলবাদী কোন গ্রুপ? নাকি মার্কিন সেনাবাহিনীরই একদল বিদ্রোহী? মহা বিস্ফোরণ কবে ঘটবে, তার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে স্পেশাল ফোর্সের কোন কর্মকর্তা হয়তো ক্লান্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছে। হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অপেক্ষায় না থেকে সে-ই ফাটিয়ে দিক, বেধে যাক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দুনিয়ায় পাগলের তো কোন অভাব নেই। ফটোগুলোর দিকে আবার তাকাল রানা। কে হে তুমি? পরিচয় জানতে পারলে তোমাকে বধ করা সহজ হত।

'স্যার!' ডাকল কাটার। 'স্যার, হ্যাগারসটাউনে ডেল্টা ল্যান্ড

করেছে। ওখান থেকে রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাউথ মাউন্টিন বেদখল হবার পর সাড়ে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ডেল্টা কমান্ডো ফোর্স এখন স্টেজিং এরিয়ায় আসার পথে রয়েছে, বব ম্যালেটের নেতৃত্বে। এয়ার অ্যাসল্টের জন্যে হেলিকপ্টার পাওয়া যাবে এক ঘণ্টার মধ্যে। বাল্টিমোরের বাইরে মার্টিন এয়ারপোর্টে এ-টেন-এর ক্রুরা তাদের গানশিপে অস্ত্র বোঝাই করছে। ওগুলোয় নতুন ধরনের উইপন পড ফিট করতে হবে, দেরি হবার সেটাই কারণ। ওগুলোয় সাধারণত থারটি এমএম কামান থাকে, তা সরিয়ে টোয়েনটি এমএম বসাতে হবে। থারটির এনার্জি খুব বেশি, এলিভেটর শ্যাফটের মাথায় বসানো কমপিউটরের ক্ষতি করতে পারে। অস্বস্তি বোধ করছে রানা, এয়ার সাপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত থার্ড ইনফ্যানট্রি বা ডেল্টা ফোর্সকে আক্রমণে পাঠাতে পারবে না ও।

ধৈর্য ধরতে হচ্ছে বলে অস্থির লাগছে রানার। কিভাবে কি করা হবে, অর্থাৎ প্ল্যান তৈরি করতেই সময় বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাকশন শুরু করা যাচ্ছে না। আবার সমস্ত তথ্য হাতে না পেয়ে অ্যাকশন শুরু করলে হিতে বিপরীতও ঘটতে পারে। উপায় নেই, অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সরাসরি আক্রমণ ছাড়াও অন্য কোন উপায় থাকতে বাধ্য। সেটা ওকে খুঁজে নিতে হবে।

'স্যার, দেখুন!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কমিউনিকেশনের একজন অফিসার। 'ও জেসাস!' ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকল একজন পুলিস, সঙ্গে আর্মি কমিউনিকেশন টীমের এক লোক।

চোখে বিনকিউলার তুলে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকাল রানা। বাকি সবাইও বিনকিউলার হাতে পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ঝাপসা কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে রানা, পাহাড়চূড়াটাকে হঠাৎ ঢেকে ফেলছে।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল কেউ।

মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা। ধূসর চাদরের মত জিনিসটা, পাহাড়ের মাথায় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কম করেও পাঁচশো বর্গফুট জায়গা জুড়ে। কালো ও খালি। কি বা কেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ ধরতে পারল রানা। 'ওটা টারপুলিন,' বলল ও। 'তেরপল

দিয়ে পাহাড়টা ঢেকে ফেলছে ওরা। কি করছে তা আমাদের দেখতে দিতে চায় না।'

শোরগোলের মধ্যে কাটার এসে জানাল, যে ভদ্রলোক সাউথ মাউন্টিন সাইলো তৈরি করেছেন তাঁর খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁর নাম প্যাট লুকাস।

পুসির বয়েসটাই এমন যে সবাইকে তার ভাল লাগে, এমনকি অস্ত্রধারী অচেনা আগন্তুককেও। বুলিনকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। দেখা গেল বুলিনও কচি মেয়েটার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছে। বুলিন বিশাল, মাথায় সোনালি চুল, জুতো ও কাপড় সবই তার কালো। হাতের অস্ত্রটাও তাই। শরীর বিশাল হলেও, তার চোখ দুটো নরম, আচরণ পোষ মানানো সার্কাসের ভাল্লুকের মত। তার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে শুধু খুশি করার প্রবণতাই প্রকাশ পায়। পুসির বেডরুমটা তার দারুণ পছন্দ হলো, বিশেষ করে খেলনাগুলো। একটা একটা করে খেলনা প্রাণীগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল সে। সবচেয়ে ভাল লাগল কেয়ার বিয়ার আর পাউন্ড পাপি। পাপিটা বুলিনকে দান করে দিল পুসি। বলল, 'বিনিময়ে আমাকে তোমার কিছু দিতে হবে না, এটার বদলে আব্বুই আরেকটা কিনে দেবে আমাকে।' মামি কিচেনে কাঁদছে, টুসি একদম চুপ মেরে গেছে, এ-সব এখন আর তাকে বিচলিত করছে না। 'আচ্ছা, তুমি কি চলে যাবে?' নাকের সর্দি টেনে মুখ তুলল সে।

'কাজ আছে না, যেতে তো হবেই, লক্ষ্মী সোনা,' জবাব দিল বুলিন।

'কিন্তু তোমাকে যে আমার এত ভাল লেগে গেল, তার কি হবে?' সরল প্রশ্ন পুসির। 'না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

'ভাল তো তোমাকেও আমার লেগেছে। ঠিক আছে, এত করে যখন বলছ, তখন যাব না।'

পুসির সবচেয়ে ভাল লাগল বুলিনের দাঁত। ওগুলো এত সাদা। 'আমি একবার বাইরে বেরুব,' বলল সে। 'বাইরে তুষার পড়ছে, আমি দেখব।'

'না, সোনা। আর মাত্র কিছুক্ষণ বন্ধু বুলিনের সঙ্গে তোমাকে

ভেতরে থাকতে হবে। এসো না, আমরা খেলি। শোনো, কাল তোমার জন্যে তোমার এই বন্ধু অনেক খেলনা কিনে আনবে। কি, খুশি? ঠিক আছে, ছোট্ট খুকী?'

'আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল পুসি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর তোমাকে আমি একটা গল্প শোনাব, কেমন?'

বাল্টিমোরের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি। 'স্ট্র্যাটিজিক থিয়োরি'-র ওপর লেকচার দিচ্ছেন প্যাট্রিক লুকাস। পড়ানোয় মনোযোগ দিতে পারছেন না তিনি। নতুন নয়, শার্লটের সঙ্গে সমস্যা দেখা দেয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে এটা, কোন কাজই মন দিয়ে করতে পারেন না। আর ছাত্ররাও সেরকম, শেখার কোন গরজ নেই কারও।

শার্লটের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবু তার কথা কেন তিনি এত চিন্তা করবেন? ডিভোর্সের পরপরই নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। নিজেকে সামলাতে না পারলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। অথচ যা হবার হয়ে গেছে, ভাঙা সংসার আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ পড়ানো বন্ধ করে কান পাতলেন লুকাস। কিসের একটা গর্জন। ক্লাসের সবাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বিশাল একটা আর্মি হেলিকপ্টার নামছে পার্কিং লটে—ইউ-এইচ হিউই। খোল থেকে কমব্যাট ফেটিগ পরা দু'জন অফিসার নামল, একজন ছাত্রীকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। তারপর বিল্ডিঙের দিকে এগোল তাঁরা। দু'জনেই হাসছে। প্যাট্রিক লুকাস হাসছে না। তিনি আন্দাজ করতে পারছেন, তাঁকেই নিতে এসেছে ওরা—নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে কোথাও।

এক মিনিট পর ক্লাসরুমের দরজায় দেখা গেল অফিসারদের। 'ড. লুকাস,' তাদের একজন বলল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।'

অফিসাররা হাসলেও, তাদের চেহারায় চাপা উত্তেজনা লেগে আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন লুকাস। 'ঠিক আছে, তোমরা

এখন যেতে পারো।

সবাই চলে যেতে দ্বিতীয় অফিসার একটা বই দেখাল লুকাসকে। বইটার নাম—নিউক্লিয়ার এন্ডগেমস, প্রসপেক্টস অব আরমাগেডন, বাই প্যাট্রিক লুকাস, পিএইচডি। 'ড. লুকাস, এই বইটায় আপনি জন ব্রাউন সিনারিও নামে একটা পরিচ্ছেদ লিখেছেন, সেখানে আপনি বর্ণনা দিয়েছেন একটা প্যারামিলিটারি গ্রুপ কিভাবে একটা সাইলো দখল করল।'

'হ্যাঁ। হাই-র‍্যাঙ্কিং একজন অফিসার আমাকে বলেছেন, এরকম অবাস্তব বাজে লেখা খুব কমই পড়েছেন তিনি। আঠারোশো ঊনষাট সালে হারপারস ফেরীতে এ ঘটনা ঘটেনি, এখনও কোথাও ঘটতে পারে না।'

'কিন্তু ঘটেছে বলে মনে হয়, স্যার।'

'ওহ্, গড!' দম বন্ধ হয়ে এল লুকাসের। কেউ একটা মিসাইল দখল করেছে? 'কোথায়?' তবে তিনি আন্দাজ করতে পারছেন।

'সাউথ মাউন্টিনে। দক্ষ প্রফেশনালদের কাজ, মি. লুকাস।' কে তাদেরকে পাঠিয়েছে, ব্যাখ্যা করল অফিসাররা। ব্রিফ করার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে। প্রথমে তারা সিজার অপারেশন সম্পর্কে বলল। তারপর জানাল, হোয়াইট হাউসের নির্দেশে বাংলাদেশী এক মেজর, মেজর মাসুদ রানাকে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁরই নির্দেশে লুকাসকে নিতে এসেছে তারা।

'কতক্ষণ আগের ঘটনা?' জানতে চাইলেন লুকাস।

'তিন ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে। মেজর রানা অ্যাসল্ট-এর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

'তিন ঘণ্টা! জেসাস ক্রীস্ট! কারা?'

'এখনও জানা যায়নি। তবে পরিচয় যা-ই হোক, তারা নিজেদের কাজ বোঝে। কোথাও নিশ্চয়ই বড় ধরনের ইন্টেলিজেন্স পেনিট্রেশনের ঘটনা ঘটেছে। কমান্ডিং অফিসার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। সমস্ত লক্ষণ বলছে, মিসাইলটা ওরা ছুঁড়বে। ওখানে পৌঁছে বাধা দিতে হবে আমাদের।'

ব্যাপারটা তাহলে শুরু হয়েছে। আবার সেই শার্লটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কত কথা বলবেন বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু বলা হয়নি। তার মধ্যে একটা কথা অফিসারদের বললেন তিনি, 'পারবেন না। ওখানে আপনারা পৌঁছুতে পারবেন না। বড় বেশি টাইট ওটা। তাছাড়া…'

'আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে-কোন জায়গায় পৌঁছুনো,' বলল একজন অফিসার। 'ঘটনাচক্রে কমান্ডিং অফিসার মেজর মাসুদ রানা সম্প্রতি এই বিষয়েই ট্রেনিং দিয়েছেন আমাদের।'

লুকাস লক্ষ করলেন, অফিসারের ক্যামোফ্লেজ ড্রেস-এর বুকে তার নাম লেখা রয়েছে—ডেল্টা কমান্ডো ফোর্স, বব ম্যালেট। 'চলুন তাহলে,' বললেন তিনি। ধারণা করলেন, দুনিয়ার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাবলেন, কাজেই সর্বশেষ ঘটনায় তাঁর একটা ভূমিকা থাকা দরকার। এ-কথা তো সত্যি, এ তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

একবার ভাবলেন শার্লটকে ফোন করবেন কিনা। না, থাক। চলে যখন গেছে, দরকার কি তাকে জড়ানোর।

হেলিকপ্টারে চড়ে পৌঁছুতে একুশ মিনিট সময় লাগল। গার্ল স্কাউট ক্যাম্পটা মেরীল্যান্ডের নির্জন এলাকায়, মেয়েদের বদলে এখন এখানে নিষ্ঠুর চেহারার মিলিটারি গিজগিজ করছে। প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। সবাই খুব ব্যস্ত। এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকানো রশির পাহাড়। আরেক পাশে এক্সপ্লোসিভ প্যাক-এর স্তূপ।

শিউরে উঠলেন লুকাস। যুদ্ধ তিনি ভালবাসেন প্রতীকী অর্থে, বুদ্ধি দিয়ে জয়-পরাজয়ের হিসেব কষেন। দুনিয়াটা কিভাবে ধ্বংস করা সম্ভব তা নিয়ে গবেষণা করেন তিনি, লেকচার দেন জিওপলিটিকাল টার্মে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তাঁর, প্রত্যক্ষ করার সাহসও নেই। তারপর তিনি ভাবলেন, মাসুদ রানা? নামটা পরিচিত লাগছে কেন? কোথায় শুনেছেন? তারপর ওকে দেখতে পেলেন তিনি। প্রথমেই মনে হলো, মাসুদ রানার চোখ জোড়া একজন আয়াতুল্লাহ-র মত, মায়া ভরা, অথচ প্রশান্ত দৃষ্টি যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আয়াতুল্লাহদের চোখ আবার আগুনের মত জ্বলেও ওঠে। জাংগল ফেটিগ পরে আছে

রানা, পায়েও জাংগল বুট। বুকে স্টেনসিল করা—মাসুদ রানা।

একজন অফিসার রিপোর্ট করছে রানাকে, 'পাহাড় ধসিয়ে রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে, স্যার। না, পাশ কাটিয়ে এগোবারও কোন উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর মুখ তুলে এগিয়ে এল। 'ডক্টর লুকাস,' বলল ও। 'মি. কারমাল আমাকে আপনার ইনস্টলেশন সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছেন। এমন একটা কথা, আপনি নিজেও বোধহয় তা জানেন না।' ইঙ্গিতে বৃদ্ধ মি. কারমালকে দেখাল ও। 'পঞ্চাশ বছর আগে এখানকার কয়লা খনিতে কাজ করেছেন উনি, স্থানীয় ভদ্রলোক।'

আগেই ধারণা করেছিলেন লুকাস, এ-ধরনের কিছু শুনতে হতে পারে তাঁকে। 'বোধহয় জানি, মেজর রানা। পুরানো একটা কয়লা খনির এক হাজার ফুট ওপরে তৈরি করা হয়েছে সাইলোটা, এই কথা তো? আমাদের কাছে সমস্ত পুরানো ডকুমেন্ট ছিল। টেস্ট বেয়ারিং নিই আমরা। চৌত্রিশ সাল থেকে বন্ধ ছিল মাইনটা, সেই যখন ধসে পড়ে। আমরা টেস্ট করে জানতে পারি, জিওলজিক্যাল অস্থিতিশীলতার কোন লক্ষণ নেই। ওই মাইন একটা ইতিহাস, মেজর রানা। ইনস্টলেশনে ঢোকার জন্যে মাইনটা ব্যবহার করার কথা যদি ভেবে থাকেন, ভুলে যান, প্লীজ।'

রানার চোখে পলক পড়ছে না। 'কিন্তু এখানে আমি একটা রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে বলা হয়েছে যে আদি ও পুরানো আনডেভেলপড টাইটান হোল খোলা রাখা হয় পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত। ত্রিশ বছরে বৃষ্টির পরিমাণ প্রচুর, ড. লুকাস।'

'তো?'

'এদিকে বৃষ্টি খুব বেশি হয়, ড. লুকাস,' বললেন বৃদ্ধ মি. কারমাল। 'আমি জানি না কয়লা সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন। কয়লার দুই স্তরের মাঝখানে বৃষ্টি ঢোকার পথ করে দিন, এক বছর পর অদ্ভুত ফল পাবেন। কয়লা নরম, ড লুকাস। মাখনের মত নরম।'

লুকাস তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'আপনি টানেল পেয়ে যাবেন, ড. লুকাস,' বললেন বৃদ্ধ। 'সত্যি একটা টানেল পেয়ে যাবেন।'

চার

রুশ দূতাবাস থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা বার-এ ঢুকল মিখাইল বুচভ। আমেরিকান ভদকা খাবার জন্যে বরাবর এখানেই আসে সে, রুশ ভদকা কেনার মত স্বচ্ছলতা তার নেই। আধ বোতল খেতেই মনটা ভাল হয়ে গেল। আপনমনে বিড়বিড় করছে—দাবিরুদ্দিন ভাল ছেলে, তার কাকা ভ্লাদিমির পাপাভিচ মহৎ ব্যক্তি।

রোদে বেরিয়ে এল, সামান্য টলছে। হাতঘড়ি দেখল, খানিকটা সময় আছে হাতে। একটা পাবলিক ফোন দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ডায়াল করার পর সাড়া দিল একটা মেয়ে, নতুন কণ্ঠস্বর। এমা শ্যারনকে চাইল সে। একটু পর অপরপ্রান্তে এমার গলা পাওয়া গেল। বুচভ বলল, 'আমি স্টার কমপিউটর থেকে বলছি।' ফোন নম্বরটা পড়ল। 'আপনার অর্ডার রেডি করা হয়েছে। নম্বরটা হলো—ফাইভফাইভফাইভ জিরোটুথ্রীথ্রী। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

লাইন কেটে দিল বুচভ। ক্রেডলে রিসিভার রেখে অপেক্ষা করছে। কল্পনার চোখে দেখতে পেল ক্রোওয়েল অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে এমা, একটা পে ফোন বুদে ঢুকবে।

রিঙ হলো। রিসিভার তুলল বুচভ। এমা বলল, 'বুচভ, গুড গড! এরকম ঝুঁকি কেউ নেয়? তোমার ওপর কারও যদি নজর থাকে? কতবার বলেছি এখানে তুমি আমাকে ফোন করবে না।'

'এমা, ও এমা!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল বুচভ। 'তোমার গলা শুনে কি ভাল যে লাগছে।'

'ইউ ফ্যাট বাস্টার্ড! এরইমধ্যে মাতাল হয়ে গেছ।'

'এমা, প্লীজ, শোনো। কথা বলার মত আর কেউ নেই আমার। শুয়োরের বাচ্চা দাবিরদিন আমাকে পেয়ে বসেছে। ওহ্ গড, ওরা আমাকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাবে!'

'এ তো বহুদিন থেকে শুনে আসছি।'

'প্লীজ ডার্লিং, প্লীজ। আমাকে তুমি ডুবিয়ো না। কিছু একটা দাও আমাকে। খুব তাড়াতাড়ি। বড় কিছু হওয়া চাই, প্লীজ। এমন কিছু যা দিয়ে ওদেরকে খুশি করা যায়। শুধু গুজবে এখন আর কাজ হবে না। সত্যি যদি ভালবাসো, এটাই আমাকে সাহায্য করার শেষ সুযোগ তোমার। প্লীজ, প্লীজ!'

অপরপ্রান্তে হাসছে এমা। 'তুমি চিরকালই অস্থির। বললেই কি বড় কিছু পাওয়া যায়? ক'টা দিন সময় দাও আমাকে।'

'না, প্লীজ, না। এমা, আমি জানি তোমার ওপর ভরসা করা যায়।'

'ঠিক আছে, পরে কথা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল এমা। রিসিভারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বুচভ। এভাবে লাইন কেটে দিল? অদ্ভুত না? তবে মনটা আগের চেয়ে শান্ত লাগছে। প্রায় এগারোটা বাজে। কলম্বিয়ায় যাবার সময় হয়েছে তার, হট ডগের ছোট্ট কাজটা সেরে ফেলা দরকার।

'মেজর রানা, স্যার,' এফবিআই এজেন্ট কাটার ডাকল।

'ইয়েস?'

'স্যার, হোয়াইট হাউস বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইছে।'

'বলে দিন, রিপোর্ট করার মত এখনও কিছু ঘটেনি।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও আর কিছু না বলে চলে গেল কাটার। প্যাট্রিক লুকাসের দিকে তাকাল রানা। 'আমি আপনার ফাইল পড়েছি। গ্রেট রেকর্ড। রিপোর্ট কার্ডে এ-প্লাসের ছড়াছড়ি। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামের ব্যাপারটা কি বলুন তো? কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল?' রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

'হ্যাঁ, বিয়েটা ভেঙে যাবার পর একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তবে

এখন কোন সমস্যা নেই।'

হাসল রানা, হঠাৎ করেই অমায়িক একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। 'আসলে আমার একজন জিনিয়াস দরকার, যে ওই পাহাড়টা সম্পর্কে সব কিছু জানে।'

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয়।'

'ভেরি গুড। তাহলে বলুন, ওখানে ওরা কারা?'

'সার্চ মি,' বললেন লুকাস।

'ঠিক আছে। ওটা ওরা দখল করল কেন?'

'মিসাইলটা ছুঁড়বে, তাই,' বললেন লুকাস। 'ইনডিপেনডেন্ট লঞ্চ কেপেবিলিটি আছে, এরকম স্ট্র্যাটিজিক ইনস্টলেশন যুক্তরাষ্ট্রে এই একটাই। পাখিটা ওড়াবার ইচ্ছে না থাকলে ওটা দখল করার কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু কেন? কি লাভ?'

'তা বলতে পারব না,' বললেন লুকাস। 'স্রেফ নাইঈলিজম হতে পারে। কেউ একজন দুনিয়ার সর্বশেষ পরিণতি দেখতে চায়। স্ট্র্যাটিজিক কোন অর্থ এখনও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পাখিটা উড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে রাশিয়া, দেরি না করে বোতামে চাপ দেবে তারা। বিগ ব্যাঙ! সবাই আমরা মারা যাব।'

'স্রেফ ধ্বংস করার আনন্দে এই কাজ কেউ করবে?'

'হয়তো শুধু ধ্বংস করাটাই উদ্দেশ্য নয়। হয়তো আরও বড় কোন পরিকল্পনার এটা একটা অংশ মাত্র।'

'আপনি জিনিয়াস, সেই অন্য কারণটা কি হতে পারে আন্দাজ করুন।'

মাথা নাড়লেন লুকাস। 'সম্ভবত ওখানে যে ছড়ি ঘোরাচ্ছে সে-ও একটা জিনিয়াস। আমাকে আরও খানিক সময় দিতে হবে।'

'হিসাবটা যখন মেলাতে পারবেন, সবার আগে আমাকে জানাবেন, প্লীজ,' বলল রানা। 'সঙ্গে সঙ্গে। উদ্দেশ্য কি জানতে পারলে ওরা কারা সেটা জানা সহজ হয়ে যাবে। এবার বলুন, ভেতরে ঢোকা সম্ভব?'

'না।' মাথা নাড়লেন লুকাস। 'শুনলাম ওখানে ওদের অনেক লোক

আছে?'

'ষাটজন। সবাই সশস্ত্র।'

'মিলিটারি?'

'হ্যাঁ, এলিট গ্রুপ। ওদের সিজার অপারেশনে কোন খুঁত ছিল না। চূড়ায় ওরা এখন একটা তেরপল বিছিয়েছে। কি করছে দেখতে পাচ্ছি না। শত কোটি ডলারের স্যাটেলাইট মেঘ-বৃষ্টি-টর্নেডো ভেদ করে দেখতে পায় গর্বাচেভ কি দিয়ে নাস্তা খেলেন, কিন্তু এমন কোন লেন্স আজও আবিষ্কৃত হয়নি এক ইঞ্চি ক্যানভাস ভেদ করতে পারে। ওখানে ওরা কি করছে বলুন তো?'

'আমার কোন ধারণা নেই,' বললেন লুকাস।

রানা ভাবছে, ওরা একটা রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়েছে। আরেক দল কমান্ডো গ্রুপের কাছে? ডেল্টা ফোর্স আক্রমণ শুরু করলে ঝাঁপিয়ে পড়বে? নাকি এয়ারপোর্ট দখল করে নেবে, হেলিকপ্টার গানশিপ নামতে দেবে না? লুকাস কোন ধারণা দিতে পারেন?

লুকাস মাথা নাড়লেন। 'আমি শুধু মিসাইল বুঝি। মিসাইল বেসিং। আর জানি, ওখানে পৌঁছুতে বারোটা বাজবে আপনার, আরেক গ্রুপ বাধা দিক বা না দিক।'

রানা অভিযোগ করল, 'আপনি আমাকে কোন আশার কথা শোনাচ্ছেন না।'

'দুঃসংবাদ আরও আছে, মেজর রানা,' বললেন লুকাস। 'আপনি যদি পাহাড়ের ওপর লোকগুলোকে খুনও করেন, আপনাকে ওই দরজা পেরিয়ে এলিভেটর শ্যাফটে ঢুকতে হবে। নিচে নামার ওটাই একমাত্র পথ। দরজাটা এগারো টন টাইটেনিয়াম। গত হপ্তায় কাটা শুরু করলেও আজ মাঝরাতের মধ্যে শেষ করতে পারতেন না।'

'ধরুন স্রেফ যদি খুলতে চাই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এমন দৃষ্টিতে তাকালেন লুকাস, রানা যেন একটা শিশু। 'দরজাটা ক্যাটাগরি এফ পারমিশিভ অ্যাকশন লিঙ্ক সিকিউরিটি ডিভাইস-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আ মাল্টিপল টুয়েলভ ডিজিট কোড উইথ লিমিটেড ট্রাই। তিনবার চেষ্টা করার পর আর কোন সুযোগ পাবেন না।'

'সংখ্যাটা সে পেল কিভাবে? ভেতর থেকে কোন লোক তাকে সাহায্য করেছে?'

'না, সম্ভব নয়। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা পর পর কোডটা বদল করা হয়। তবে সিস্টেমের একটা খুঁত হলো, কোডটা সিকিউরিটি অফিসারের সেফে রাখা হয়—ইমার্জেন্সীর সময় এসএসি যাতে নামতে পারে। আয়োজনটা এভাবেই করি আমরা। তবে এ তথ্য কারও জানার কথা নয়। ব্যাপারটা সিক্রেট। যাই হোক, সেফটা নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলেছে ওরা। কোড পাবার পর এলিভেটরে চড়তে কোন অসুবিধে হয়নি। নিচে নেমে মিসাইল অফিসারদের কাবু করেছে।'

'এসএসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে কোডটা আমরা চাইতে পারি না?'

ঠোঁট বাঁকালেন লুকাস। 'কি যে বলেন,' বললেন তিনি। 'এই লোক...'

'আমরা তার নাম দিয়েছি ড্রাগন-ওয়ান।'

'হ্যাঁ, ড্রাগন-ওয়ান। সে নিশ্চয়ই ভেতর থেকে ওই কোড বদলে ফেলেছে, অর্থাৎ রি-সেট করেছে।'

'দরজাটা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না?'

'এত বেশি বিস্ফোরক লাগবে, মেইনফ্রেম কমপিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে। ইনস্টলেশনের ওপরের অংশটা ওই কমপিউটরই নিয়ন্ত্রণ করে, ডোর কোড সহ। কমপিউটর নষ্ট হলে চিরকালের জন্যে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে, কোনদিনই ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।'

'তথ্যের অভাবে আমি অনেক কাজে হাত দিতে পারছি না,' বলল রানা। 'কী ভল্টের ব্যাপারটাই ধরুন। কী ভল্টের তথ্য কবে ওরা পেয়েছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। কবে জেনেছে তার ওপর নির্ভর করছে আরেক প্রশ্নের উত্তর—ওদের সঙ্গে কোন ওয়েল্ডার আছে কিনা।'

লুকাস বললেন, 'ধরে নিন কী ভল্টের কথা ওরা অনেক আগে থেকেই জানে। কোডের কথা জানে ওরা, কোথায় রাখা হয় তাও জানে, কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে জানে। কী ভল্ট সম্পর্কে জানবে না কেন?'

'মি. কারমাল,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার কি ধারণা, আমরা

পাহাড়ের নিচ দিয়ে ঢুকতে পারব?'

'না, না!' বাধা দিলেন লুকাস। বোকামি তিনি পছন্দ করেন না। 'বত্রিশ হাজার পাউন্ড পি.এস.আই.-এর সাহায্যে কঠিন করা হয়েছে ওখানকার কংক্রিট। পুরানো সুপার এইচ-বম ছাড়া অন্য কিছুতে কাজ হবে না। দশ মিলিয়ন বর্গফুট পাথর ওটাকে ঘিরে রেখেছে।'

'বেশ, আপনি বলছেন, নিচ দিয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। কিংবা কম শক্তির একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস রেখে আসার জন্যে কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব নয়। মানে, থিয়ারেটিকলিও সম্ভব নয়?

'বারো ঘণ্টার মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যদি পাহাড়ে উঠতে পারেন, তাহলে হয়তো···স্রেফ থিয়ারেটিকলি বলছি, আপনার পক্ষে এগজস্ট ভেইনের ভেতর দিয়ে ঢোকা সম্ভব—ওগুলো টিউব, পাখিটা উড়লে সব বিস্ফোরিত হবে। এভাবে সাইলোয় ঢোকা সম্ভব। তারপর আপনার সঙ্গে ডিভাইস থাকলে বা কিভাবে কি করতে হবে জানা থাকলে পাখিটাকে আপনি অচল করে দিতে পারেন। থিয়ারেটিকলি, অ্যাট এনি রেট।'

'মি. কারমাল। যে টানেলগুলো পাহাড়ের ভেতর থাকতে পারে। যদি থাকে, কি অবস্থায় পাব আমরা?'

'খুবই করুণ অবস্থায় পাবেন, মি. রানা,' বৃদ্ধ জবাব দিলেন। 'কোনটা হয়তো খানিক দূর এগিয়ে থেমে গেছে। কোনটা হয়তো এত সরু হয়ে গেছে যে একটা খরগোশও গলতে পারবে না। আর অন্ধকার, মি. রানা। এত অন্ধকার যে আপনি নিজের হাতও দেখতে পাবেন না।'

'মানুষ ওখানে কাজ করতে পারবে না?'

'কেউ চাইবেই না, মি. রানা। যদি চায়, তাকে বিশেষ ধরনের মানুষ মনে করতে হবে। ওই অন্ধকার আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবে। সিলিং যদি ধসে পড়ে, কেউ আপনাকে সাহায্য করার নেই। দেখতে না পেলে আপনি নড়তেও পারবেন না। এরকম টানেল মাথার ওপর পাঁচ মন বস্তার মত চেপে থাকে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। বাইরে ওর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে

উন্নত ট্রেনিং পাওয়া দুনিয়ার সেরা কমান্ডো ফোর্সের একশো বিশ জন সদস্য। তবু ওর মনে হচ্ছে ডেল্টা ফোর্স এই সমস্যার সমাধান নয়। এই কাজের জন্যে এমন একজন লোক দরকার যার বোধহয় কোন অস্তিত্ব নেই—যে লোক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর পাহাড়ের তলায় ঢুকতে পারবে, মনের সমস্ত ভয় দূরে সরিয়ে রেখে অচেনা ও বিপদসঙ্কুল সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এক দেড় মাইল এগোতে পারবে। শুধু ঢুকলেই হবে না, সাইলোর মাঝখানে পৌঁছুতে হবে তাকে, অকেজো করতে হবে মিসাইলটাকে, অথবা কাবু করতে হবে দখলদারকে। একার পক্ষে সম্ভব নয়। একজনই পাওয়া কঠিন, একাধিক লোক কোথায় পাবে ও? শেষ পর্যন্ত না ওকেই যেতে হয়।

'মনে করুন ডেল্টা থেকে একজন লোক পাওয়া যাবে,' বৃদ্ধ মি. কারমালকে বলল ও। 'স্থানীয় লোকদের মধ্যে থেকে আরও দু'একজন পাওয়া যাবে না? কোল মাইনারদের কাউকে? যার টানেলে ঢোকার অভিজ্ঞতা আছে?'

'এদিকে মাইনার নেই, মি. রানা। খনি ধসে পড়ার পর এলাকা ছেড়ে তারা সবাই সেই কবে চলে গেছে।'

'হুম।'

'তবে, মি. রানা,' বললেন মি. কারমাল, 'আমার নাতিকে পেলে কাজ হত। টানেলকে ডোল ভয় পায় না। আমার ছেলে, ডোলের বাবা, মাইনার ছিল। ডোলও টানেলের কাছাকাছি থেকে বড় হয়েছে। উনপঞ্চাশে আমার ছেলে আগুনে পুড়ে মারা যাবার পর ডোল আমার কাছে চলে আসে। আমি তখন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় মাইন ইন্সপেক্টর ছিলাম। আমার সঙ্গে ডোল বহুবার টানেলে ঢুকেছে। ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করেছে সে। ওরা যারা টানেলে ঢুকে যুদ্ধ করত তাদেরকে বলা হত টানেল র‍্যাট।'

'কোথায় সে?'

'আর কোথায়! ওপারে।'

'ওপারে মানে?'

'মারা গেছে, মি. রানা। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মারা গেছে।'

ডক্টর লুকাসের দিকে তাকাল রানা। লুকাস নিঃশব্দে হাসলেন। আপনমনে বিড়বিড় করল রানা, 'টানেল র‍্যাট।'

মেজর খুব খুশি। দক্ষ একজন সৈনিক সে, যুদ্ধ ভালবাসে। যুদ্ধ হোক বা না হোক, যুদ্ধের কথা ভাবতেও ভাল লাগে তার। সময় পেলেই প্ল্যান করে সে, কল্পনায় শত্রুপক্ষকে মেরে সাফ করে দেয়। এই মুহূর্তে পাহাড়চূড়ার ওপর ঘুরছে সে, ক্লান্তিহীন উল্লাসে দলের লোকদের কাজকর্ম তদারকি করছে।

'কোন নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছ?'

'না, স্যার। সব একদম স্থির হয়ে আছে।'

'স্পেশাল ফোর্স হতে পারে, কিংবা ক্যামোফ্লেজ এক্সপার্ট, একেবারে হয়তো শেষ মুহূর্তে দেখতে পাবে। খুব সাবধান, কেমন?'

'জ্বী, স্যার। তবে এখনও ওদিকে কিছু নেই। শুধু স্টেট পুলিসকে দেখা যাচ্ছে, স্যার। সিভিলিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যে, আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্যে নয়।'

তার সৈনিকরা সবাই তরুণ, প্রত্যেকে ভাল ট্রেনিং পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ওদের সামনে একটা আদর্শ আছে। এই মহান যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ওদেরকে। স্নো স্মকের নিচে পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে আছে সবাই, প্রতিটি মুখ নিখুঁতভাবে কামানো, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দু'ঘণ্টার মধ্যে বিশাল তাঁবুটা টাঙিয়ে ফেলেছে ওরা, এখন সেটার ভেতর মাটি কাটার কাজ চলছে। তাঁবুর কাঠামোটা খুব একটা আহামরি কিছু নয়, তবে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে খাড়া করা হয়েছে ওটা, সেই উদ্দেশ্যের জন্যে নিখুঁতই বলা যায়। পোলের ওপর খাড়া করা তাঁবুটা মাটি থেকে পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু নয়। ক্যানভাসের অনেকগুলো টুকরো জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা, সব মিলিয়ে দু'হাজার বর্গফুট আড়াল করে রেখেছে । একটাই উদ্দেশ্য—প্রাইভেসী বা গোপনীয়তা রক্ষা। তাঁবুর নিচে মেজরের লোকজন কঠিন পরিশ্রম করছে। পাহাড় বেয়ে কেউ যদি উঠে আসে, তাদেরকে চমকে দেয়া হবে।

ইতিমধ্যে, আউটার-পেরিমিটারে হেভী মেশিন-গান পজিশন তৈরি

করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে সিঙ্গেল ফায়ারিং ট্রেঞ্চ। ট্রাক বহর অ্যামুনিশন নিয়ে এসেছে, প্রায় এক মিলিয়ন রাউন্ড। পুরো একটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তারা।

এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে ছুটছে মেজর। লেনস অভ ফায়ার চেক করছে। খোঁজ নিচ্ছে সৈনিকদের মনোবল সম্পর্কে। 'কেমন লাগছে তোমাদের? শরীরে শক্তি আর বুকে সাহস পাচ্ছ তো?'

'জ্বী, স্যার। সবাই আমরা ফিট। সাহসেরও কোন অভাব নেই। এক পায়ে খাড়া, স্যার।'

'খুশি হলাম। জানো, সব কিছুই প্ল্যান অনুসারে ঘটছে। কোথাও কোন ক্রটি নেই। নিজেদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। সবাই আমরা কঠিন পরিশ্রম করেছি, এখন তার ফল পাচ্ছি।'

সত্যি তার পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই। একমাত্র নাপাম ওদেরকে কাবু করতে পারবে। কিন্তু বিরাট কমপিউটরটা গলে যাবার ভয়ে আর্মি নাপাম ব্যবহার করতে পারবে না। একটাই পথ খোলা আছে—পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে হবে প্রতিপক্ষকে। বুলেট ব্যবহার করতে হবে। তারপর হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি। সেটা হবে সত্যিকার যুদ্ধ।

একজন লুকআউট তাকে হেলিকপ্টারের কথা জানাল। 'সব মিলিয়ে বারোটা, স্যার। পুবদিকে। এক লাইনে এসে ল্যান্ড করল।'

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল মেজর। দেখল মাইল খানেক দূরে ছোট একটা ফোর্স তাদের শক্তি এক জায়গায় জড়ো করছে, নিচের বরফ ঢাকা মালভূমিতে কয়েকটা দুর্বল কাঠামোর বিল্ডিঙের পাশে। বারোটা 'কপ্টার একটা ঝাঁক বেঁধে বসে আছে। ওখানে একটা কমিউনিকেশন ট্রেইলরও আছে। তারপর দেখা গেল ট্রাকের একটা কনভয়। লোকজন খুব ব্যস্ত। কেউ একজন একটা তাঁবু টাঙিয়েছে, ঢালু ছাদে বিরাট লাল ক্রস চিহ্ন। যানবাহনের সংখ্যা আরও বাড়ছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা হেলিকপ্টার উড়ছে বা নামছে। 'ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। এয়ার অ্যাসল্ট, সন্দেহ নেই। ওখানে আমি থাকলেও তাই করতাম।'

'কখন, স্যার?'

'সত্যি কথা বলতে কি, প্রশংসনীয়। ওদের লীডার যে-ই হোক, কি

করছে সে জানে। জেনারেল ও আমি একমত হয়েছিলাম, প্রথম হামলাটা তিন ঘণ্টার মধ্যে আসবে। তবে ওটা হবে অপরিকল্পিত, অসঙ্গতিতে ভরা। প্রচুর গোলাগুলি হবে, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাবে চারদিক, অনেক লোক হতাহত হবে, অথচ নিরেট কোন ফল পাবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, লীডার লোকটা তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে রাজি নয়। সময় সম্পর্কে ধারণা আছে তার, কাজেই অপেক্ষা করছে। হেলিকপ্টার...'

'আকাশের অনেক ওপরে প্লেন, স্যার। মাঝে মধ্যে রোদ লাগায় ঝিক করে উঠছে।'

'হ্যাঁ, আড়িপাতার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কথা খুব সাবধানে বলতে হবে, বাছারা। ওরা কান পেতে আছে। ছবিও তুলছে। তাতে শুধু বিশাল তাঁবুটাই দেখা যাবে।'

সৈনিকরা হেসে উঠল।

উত্তেজনা আর উল্লাস আরও বাড়ল মেজরের। বহু বছর গেরিলা ধাওয়া করেছে সে। কখনও দিনের পর দিন শিকারকে অনুসরণ করতে হয়েছে। অনেক সময় ধরা যায়নি, ফিরে এসে গেরিলার স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের ওপর নির্যাতন করতে হয়েছে। তাতেও কাজ হত না। জঙ্গলের ভেতর গেরিলারা ঠিকই থাকত, কিন্তু নাগালের বাইরে।

তবে এখনকার পরিস্থিতি সেরকম নয়। পাহাড়টা এখন ওদের দখলে। প্রতিপক্ষকে ওদের কাছে উঠে আসতে হবে। সত্যিকার যুদ্ধ লড়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে বহু বছর পর। এটা সত্যিকার একটা মিশন, দীর্ঘ একটা সময়ের জন্যে পাহাড়ে টিকে থাকা।

'প্রথম নজর রাখোঁ প্লেনগুলোর দিকে,' বলল সে। 'কাছাকাছি, বাল্টিমোরে, এ-টেন আছে ওদের। খুব নিচু দিয়ে আসবে ওগুলো, পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে। আমাদেরকে নরম করার পাঁয়তারা চালাবে। তারপর আসবে 'কপ্টার। এ-টেন আমাদের মাথাগুলো নিচু করিয়ে রাখবে, সেই সুযোগে হেলিকপ্টার কাছাকাছি বয়ে আনবে লোকজনকে। লোকগুলো হবে সম্ভবত ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সের সদস্য। অত্যন্ত দক্ষ ওরা, সবেমাত্র ট্রেনিং শেষ করেছে। তবে যতই কাছে আসুক, ওদের পাহাড়ে চড়ার সাধ মিটিয়ে দেয়া হবে।' হাসল সে। 'আমরা জান দিয়ে

লড়ব। সেটা এমন একটা যুদ্ধ হবে, একশো বছর পরও গল্প করবে লোকে।'

'জেনারেল ও আপনার নেতৃত্বে আমরা জয়ী হব, স্যার,' সৈনিকদের একজন বলল।

বিধ্বস্ত লঞ্চ কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটিতে চলে এল মেজর। খাড়া একটা পাঁচিল থেকে টেলিফোনের রিসিভার নামাল সে। স্যার, এখনও অ্যাসল্টের কোন লক্ষণ নেই। তবে এক ঘণ্টার মধ্যে হামলা হতে পারে বলে ধারণা করছি। মাইলখানেক দূরে ওরা হেলিকপ্টার আর ট্রাক জড়ো করেছে। আমরা অবশ্য ওদের জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়েই আছি।'

'গুড, ভালকিন,' বললেন জেনারেল। 'আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি।'

'নিচে কি অবস্থা, জেনারেল?'

'এগিয়ে চলেছে কাজ। একটু ঢিলে তালে এগোচ্ছে।'

'সবাই আমরা মারা না যাওয়া পর্যন্ত পাহাড় দখলে রাখব, স্যার।'

'তুমি আমাকে প্রয়োজনীয় সময় পাইয়ে দাও, ভালকিন, আমি তোমাকে স্বর্গীয় ভবিষ্যৎ পাইয়ে দেব।'

পাঁচ

রানা সিদ্ধান্ত নিল, দুটো র‍্যাট টীম গঠন করা হবে। পাহাড়ের নিচে টানেলের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, কাজেই একটা টীম সফল না-ও হতে পারে। প্রথম টীমের নাম রাখা হলো ওমেগা, দ্বিতীয়টার আলফা। মনে মনে ঠিক করেছে, প্রথমটার নেতৃত্ব ও-ই দেবে। দুই সদস্যের টীম, অপর একজনকে ডেল্টা থেকে নেবে ও। তবে দ্বিতীয় টীমটাই প্রথমে টানেলে ঢুকবে। র‍্যাট টীম আলফার নেতৃত্ব দিতে পারে এমন একজনকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রানা এজেন্সির

ওয়াশিংটন ডি.সি. শাখাকে। সম্ভাব্য একটা নামও বলে দেয়া হয়েছে।

রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন ডি.সি. শাখার প্রতিনিধি শামিম চৌধুরী মেসেজ পাবার আধঘন্টা পর ভার্জিনিয়ার আরলিংটনে চলে এল। ঠিকানা মিলিয়ে ছোট একটা বাড়ির সামনে থামল সে। ভেতর থেকে সেদ্ধ গরুর মাংস আর মশলার কড়া গন্ধ ভেসে আসছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সস্তা ফার্নিচার। বাড়ির একপাশের বাগানে তিনটে বাচ্চার সঙ্গে খেলছে একজন নার্স। মুখটা চ্যাপ্টা হলেও, খুব সুন্দরী সে, রোগা-পাতলা একহারা গড়ন, চলাফেরায় আশ্চর্য একটা সাবলীল সৌন্দর্য লক্ষ করার মত।

নক করতে দরজা খুললেন মধ্য-বয়স্ক এক ভদ্রলোক, পরনে হাওয়াইয়ান শার্ট আর একজোড়া পলিস্টার ট্রাউজার। নিজের পরিচয় দিল শামিম। তারপর বলল, 'রানা এজেন্সি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন হলেও, সরকারী অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছি আমি।'

'সিটিজেনশিপ বা অন্যান্য কাগজ-পত্র সবই তো ঠিকঠাক আছে আমাদের,' বললেন ভদ্রলোক। শামিম তাঁর নাম জানে—ইউ ভ্যান টং।

'মি. টং, আপনি আমাকে বসতে বলবেন না?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ভেতরে নিয়ে এসে ওকে বসালেন ভ্যান টং। শামিম বলল, 'ওয়াশিংটন থেকে একশো মাইল দূরে মার্কিন সরকার একটা আর্জেন্ট সিকিউরিটি প্রবলেমে পড়েছে। সমাধানের জন্যে একটা লম্বা ও বিপজ্জনক টানেলের ভেতর ঢুকতে হতে পারে। রানা এজেন্সির কমপিউটর জানিয়েছে, আন্ডারকভার সৈনিকদের যে ইউনিটটা ভিয়েৎনামে টানেলের ভেতর যুদ্ধ করেছে তাদেরকে বলা হত টানেল র‍্যাট। ওরা চু চি এলাকায় যুদ্ধ করেছে।'

ভ্যান টঙের চোখে বা চেহারায় কোন ভাব নেই। স্থির হয়ে আছেন তিনি, একচুল নড়ছেন না।

'জানা গেছে, ওই ইউনিটের লোকজনকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। যদি বা পাওয়া যায়, তারা এত বদরাগী যে কোন রকম সহযোগিতা পাবার আশা করা যায় না। আমরা মাত্র একজনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি।'

কথা বলছেন না ভ্যান টং।

'জানা গেছে, তার নাম থোং ডাং। এটা সম্ভবত তার পুরো নাম নয়। একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক জানিয়েছেন, তিনিই একমাত্র উত্তর ভিয়েৎনামী যিনি পুরো একটা দশক টানেলে কাটিয়েছেন।'

ভ্যান টং এখনও নির্লিপ্ত, যেন শামিমের কথা তাঁর কানে ঢুকছে না।

'যুদ্ধের পর ভদ্রলোকের মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। সরকার তাঁকে প্যারিসে পাঠায় চিকিৎসার জন্যে। ঘটনাচক্রে ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এক আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্টের। থোং ডাং-এর কেসটা ডাক্তারের মনে কৌতূহল জাগায়, আরলিংটন ক্যাথলিক চার্চের স্পনসরশিপ পাইয়ে দেন তিনি, রোগীকে নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। ইমিগ্রেশন রেকর্ড চেক করেছি আমরা, নিশ্চিতভাবে জানি যে থোং ডাং এখন এখানে আছেন। উনি তিরাশি সালে এসেছেন। রেকর্ড বলছে, এই বাড়িতে থাকেন।'

'আমি থোং ডাং-এর কাকা,' বললেন ভ্যান টং।

'তিনি তাহলে সত্যি এখানে আছেন?'

'থোং এখানেই থাকে, হ্যাঁ।'

'আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'দেখা করে কোন লাভ হবে না। দশ বছর টানেলে কাটিয়েছে সে। প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখন আর কোন কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। একা থাকতে চায় সে। ড. ব্লোফিল্ড ভেবেছিলেন দেশ থেকে দূরে থাকলে উপকার হবে। দেখা গেল তাঁর ধারণা ঠিক ছিল না। থোং কোনদিনই হাসিখুশি হতে পারবে না। জগৎ ও জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। কিছুই এখন তার ভাল লাগে না। সীমাহীন বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছু নেই তার জীবনে।'

'তবে এই ভদ্রলোক, থোং ডাং, ইনি টানেলে যুদ্ধ করেছেন?'

'থোং টানেল সম্পর্কে যা জানে, তারপর আর জানার কিছু বাকি থাকে না।'

'মি. টং, মি. থোং ডাং কি মার্কিন সেনাবাহিনীকে এই কঠিন বিপদের সময় সাহায্য করবেন না? আরেক বার ঢুকবেন না টানেলে?'

মাথা নাড়লেন ভ্যান টং। 'মনে হয় না।'

'দয়া করে আপনি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করবেন?'

'সে কথা বলতে পছন্দ করে না, মি. শামিম।'

'প্লীজ, মি. টং, আমাকে তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে দিন।'

দশ সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকলেন ভ্যান টং, তারপর কথা না বলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরই তিনটে বাচ্চা আর তাদের নার্সকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। বাচ্চাদের তিনি চকলেট খেতে দিলেন, তারা চলে গেল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে শামিম, কিন্তু ভ্যান টং কোন কথাই বলছেন না।

'মি. টং, মি. থোং ডাংকে একবার ডাকবেন না, প্লীজ?'

'মি. শামিম,' বললেন ভ্যান টং, 'থোং ডাং লিলি ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা। পিপল'স রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামের লিবারেশন আর্মিতে ছিল ও, সাবেক ফরমেশন সিথ্রী-তে। চু চি-র ডাং হিসেবে বিখ্যাত সে।'

সর্বনাশ, একটা মেয়ে! ঢোক গিলল শামিম। তবে...ওরা একটা টানেল র‍্যাট চেয়েছে, ডাং লিলি ছিলও তাই। শামিম কেন এসেছে, ব্যাখ্যা করে তাকে বললেন ভ্যান ডং।

'টানেল,' থেমে থেমে ইংরেজিতে বলল লিলি। অল্প দু'চারটে শব্দ ছাড়া ইংরেজি তার আসে না।

'ইয়েস, ম্যাডাম,' বলল শামিম। 'খুবই লম্বা একটা টানেল। খুবই বিপজ্জনক।'

ভিয়েৎনামিজ ভাষায় কিছু বলল লিলি। ভ্যান টং অনুবাদ করলেন, 'লিলি বলছে, ইতিমধ্যে টানেলে তার তিনবার মৃত্যু হয়েছে—একবার স্বামীর জন্যে, একবার মেয়ের জন্যে, শেষবার নিজের জন্যে।'

মাথা নিচু করল শামিম, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি কাজটা করবেন? মানে, এরকম একটা সাংঘাতিক বিপদে ওঁনার তো অবশ্যই সাহায্য করা উচিত, তাই না?'

নিচু গলায় ভাইঝির সঙ্গে কথা বললেন ভ্যান টং। নিজের ভাষায় উত্তর দিল লিলি। শামিম জানতে চাইল, 'কি বলছেন উনি?'

'লিলি টানেলে ফিরে যেতে রাজি নয়।'

'কাজটা কিন্তু সাংঘাতিক···আসলে গুরুত্বটা ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। ধরে নিন, আমাদের সবার বাঁচা-মরার প্রশ্ন।'

মেয়েটা তার দিকে তাকাচ্ছে না। ভ্যান টং বললেন, 'দুঃখিত, মি. শামিম। আমি হয়তো ওকে বোঝাতে পারব। কিন্তু সময় লাগবে।'

'প্লীজ, এটা একটা ইমার্জেন্সী!' ব্যাকুল সুরে বলল শামিম।

তার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না মেয়েটা। তবে কাকার সঙ্গে কথা বলল। ভ্যান টং ভাষান্তর করলেন, 'ও বলছে, টানেলে ওকে নিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না। ওকে নিয়ে গেলে উপকারের চেয়ে বরং ক্ষতিই বেশি করবে। ওর সমস্যাটা বুঝতে বলছে। টানেল এখন ওর জন্যে একটা আতঙ্ক।'

'ওকে বলুন, ব্যাপারটা বোমা সম্পর্কিত,' হঠাৎ বলল শামিম। 'যে বোমায় তার মেয়েটা মারা গেছে। এত বছর পর এখনও ওরা বোমা বানাচ্ছে, লাখ লাখ কোটি কোটি বাচ্চাকে মারার জন্যে। ওকে বলুন, এই মুহূর্তে আমেরিকার ভূমিকা হলো দুনিয়ার বাচ্চারা যাতে বোমার আঘাতে মারা না যায় সেটা নিশ্চিত করা। কিন্তু সময় খুব···খুবই কম।'

অনুবাদ শুরু করলেন ভ্যান টং। মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিল থোং ডাং লিলি। এই প্রথম সরাসরি শামিমের দিকে তাকাল সে। তার চোখ গভীর কালো সরোবরের মত। তারপর একবার শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে।

রানার নির্দেশে ডেল্টা, ন্যাশনাল গার্ড ও স্টেট পুলিস অফিসারদের ব্রিফ করছেন প্যাট্রিক লুকাস।

'পীসকীপারের দুটো বৈশিষ্ট্য,' বললেন তিনি। 'এক, লক্ষ্যভেদে এর জুড়ি নেই, পুরোপুরি নিখুঁত। এর টার্গেট ওদের আইসিবিএম সাইলো। একটা শহরে বোমা ফেলে পাঁচ মিলিয়ন মানুষকে মেরে ফেললাম, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

'দুই, এই ওঅরহেডগুলো একেবারে গভীরে গিয়ে আঘাত হানে। তারমানে ওদের সমস্ত কঠিনতম টার্গেটের নাগাল পেয়ে যাচ্ছি আমরা। উই ক্যান কাট দা হেড অফ, ক্লিনলি অ্যান্ড সার্জিক্যালি। আপনারা এর

অর্থ বোঝেন?'

বোঝার প্রশ্ন ওঠে না। অফিসাররা শুধু গ্রেনেড সম্পর্কে জানে।

'এর মানে হলো, আমরা যা বলি ওরা তা শোনে, কারণ জানে যে ইচ্ছে করলে আমরা ওদের পকেটে ওঅরহেডগুলো ঢুকিয়ে দিতে পারি। সোভিয়েত জেনারেলরা জানেন, আমাদের চেয়ে দু'বছর পিছিয়ে আছেন তাঁরা। এবার আমার ভয়ের কারণটা ব্যাখ্যা করি। পীসকীপার ব্যবহার করার জন্যে যে সিস্টেম আমরা চালু করেছি সেটার কথা ভাবলে মাথাটা আমার ঘুরতে থাকে। ওই মিসাইলগুলো যদি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মিসাইল হয়, মডার্নাইজেশন প্রোগ্রামে রাশিয়ার চেয়ে আমরা যদি দু'বছর এগিয়ে থাকি, তাহলে ওগুলোকে স্থাপন করার সিস্টেমটাও হওয়া চাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ। কারণ, সিস্টেমটা সুরক্ষিত না হলে প্রতিপক্ষ ফার্স্ট-স্ট্রাইকের ঝুঁকি নিতে প্রলুব্ধ হবে। উইকনেস ইজ ডেসটিনি; স্ট্রেংথ ইজ সিকিউরিটি। স্ট্র্যাটিজিক চিন্তাভাবনার রহস্য বা গুমর হলো, প্রথম আঘাত হানার প্রবণতাকে ঠেকিয়ে দেয়া।

'আমাদের অন্য আরও ঊনপঞ্চাশটা পীসকীপার কোথায় রেখেছি আমরা? দেশের পশ্চিমাঞ্চলে, আগে যে-সব গর্তে মিনিটম্যান-টু রাখা হত। এ স্রেফ পাগলামি! এ-ধরনের সিস্টেম প্রথম আঘাত হানার ঝোঁক শুধু বাড়াতেই পারে। সেজন্যেই সাউথ মাউন্টিন দুনিয়ার সবচেয়ে হার্ডেস্ট সাইলো বেসিং, সেজন্যেই ওটাকে সোভিয়েত কমান্ড আর কমিউনিকশনের ওপর তাক করে রাখা হয়েছে, এবং সেজন্যেই ওখানে পৌঁছুনো এত কঠিন।'

'ড. লুকাস,' রানার গলা ভারী ও গম্ভীর। 'এত কিছু আমাদের বোঝার দরকার নেই। আপনি শুধু আমাদেরকে ভেতরে ঢোকার উপায় বাতলে দিন।'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে, আমরা শুধু দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়ছি না, লড়ছি পাহাড়টার বিরুদ্ধেও। ইনস্টলেশনই আমাদের আসল প্রতিপক্ষ। আপনি যদি শক্তিশালী বোমা মারেন, মেইনফ্রেম গলে যাবে। এটা কোন ভুল নয়, এভাবেই প্ল্যান করেছি আমরা।' প্ল্যানটা তাঁর নিজের, এ-কথা আর বললেন না। 'আগেও বলেছি, ভেতরে ঢোকার একমাত্র

উপায় হলো বিস্ফোরক ছাড়া ওই দরজা খোলার ব্যবস্থা করা। শ্যাফটে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই।'

রানার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বব ম্যালেট জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর, বলতে পারেন, তেরপলের নিচে কি করছে ওরা?' সে-ও একজন মেজর, রানার চেয়ে বয়েস কিছু বেশি।

'আমি জানি না। সম্ভবত মাটি খুঁড়ছে। ট্রেঞ্চ। কিংবা হয়তো এমন কিছু অস্ত্র এনেছে, আমাদেরকে দেখতে দিতে চায় না।'

'মাল্টিপল সাইমালটেনিয়াস এন্ট্রি?' জিজ্ঞেস করল রানা। লুকাসের দৃষ্টি দেখে মনে হলো তিনি বুঝতে পারছেন না। 'এখানেই ডেল্টা কমান্ডোর বৈশিষ্ট্য। যারা ডিফেন্ড করে তাদের চেয়ে অ্যাটাকারদের সংখ্যা সব সময় বেশি হয়, কিন্তু এই বাড়তি সুবিধেটুকু হারিয়ে যাবে আপনি যদি মাত্র একটা পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ডেল্টাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে একাধিক পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকার। একই সময় একাধিক পথ কি আমরা ব্যবহার করতে পারব?'

'না। শুধু ওই শ্যাফট দিয়ে নিচে নামতে হবে। সাইলোর দরজাগুলো সুপার হার্ড। পাখি না ওড়া পর্যন্ত এগজস্ট প্লাগ বিস্ফোরিত হবে না। অন্য কোন অ্যাকসেস নেই।'

'কেন, আন্ডারগ্রাউন্ড?' ম্যালেটের পাশ থেকে ক্যাপটেন রডরিক জিজ্ঞেস করল। 'মাইন?'

অফিসারদের উদ্দেশ্যে রানা বলল, 'ড. লুকাস বলছেন, টানেল র‍্যাট আমাদের কোন উপকারে লাগবে না।'

'আমার কথা হলো মরীচিকার পিছনে সময় নষ্ট না করাই ভাল। দরজা, মি. রানা। আপনাকে ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।'

'উপায়টা বলে দিন, প্লীজ,' বলল রানা। 'সেজন্যেই আপনার সাহায্য চাওয়া হয়েছে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন লুকাস। 'দরজা। দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।' এটাই তাঁর সমস্যা। কিভাবে খোলা যায়।

'পারবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা কোড আছে,' বললেন লুকাস। 'ওখানে যারা আছে তারা

PAL রিসেট করেছে। তারমানে ওদের কোড ভাঙতে হবে আমাকে। ব্যাপারটা খুবই জটিল। তালা খুলতে হলে টুয়েলভ ডিজিট দরকার। লিমিটেড ট্রাই ক্যাপাসিটি…'

'পারবেন কিনা?'

'আপনার একজন ক্রিপঅ্যানালিস্ট দরকার, মেজর রানা।'

রানার সুর কঠিন, 'জানি, কিন্তু তাকে এখন পাচ্ছি কোথায়। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়েই কাজ করতে হবে আমাকে—আপনাকে দিয়ে।'

লুকাস কথা বললেন না। তাঁর মাথাব্যথা করছে। গোটা ব্যাপারটা নিষ্ঠুর কৌতুকের মত লাগছে। নিজের তৈরি সমস্যা, অথচ তিনি সমাধান দিতে পারছেন না। শার্লট, প্রহসন আর কৌতুকের ভক্ত, এই অবস্থায় তাঁকে দেখলে খুব খুশি হত।

ডেল্টা স্টাফ অ্যাসল্ট প্ল্যান চূড়ান্ত করছে, এই সময় একটা হেলিকপ্টার এসে পৌঁছুল। ঘরে ঢুকে রানাকে রিপোর্ট করল কাটার, 'তাকে পাওয়া গেছে, স্যার। বললে বিশ্বাস করবেন না…'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা, ড. লুকাসকে বলল, 'আপনি এদের সঙ্গে লেগে থাকুন, প্লীজ। কাটার, এফবিআই হেডকোয়ার্টার যে-সব তথ্য সংগ্রহ করছে, সব এখানে পাঠাতে বলুন। হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। মার্টিন-এর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করুন, এ-টেনগুলো যেন তৈরি রাখে। এয়ারফোর্সের সাহায্য ছাড়া কেউ কোথাও যাচ্ছি না আমরা। আমি রিক্রুটের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

গায়ে জ্যাকেট চড়াতে চড়াতে ছুটল রানা। বাইরে এসে দেখল বরফ ঢাকা মাঠে বসে আছে হেলিকপ্টার। গ্যারেজে ভিড় দেখে সেদিকে ছুটল ও। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল বোকার মত। ডেল্টা অপারেটর ও ন্যাশনাল গার্ডের কয়েকজন অপারেটর একটা মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার রূপ নয়, কাঠামো আর তারুণ্য লক্ষ করে বিস্মিত হলো রানা। তারমানে নিশ্চয়ই কৈশোর পেরোবার আগেই টানেলে ঢুকেছিল। এখন তার বয়েস ত্রিশ হবে কিনা সন্দেহ।

'আপনিই আমার র‍্যাট?' স্মিত হেসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'চাও বা?' ভিয়েৎনামী ভাষায় জিজ্ঞেস করল, হ্যালো, ম্যাডাম।

হাতটা ধরে লিলি বলল, 'চাও অং।' মানে হলো, হ্যালো, স্যার।

'ভাগ্যটা আমাদের খুবই ভাল যে আপনাকে আমরা পেলাম,' বলল রানা। 'ম্যাডাম, আপনি ইংরেজি বোঝেন তো?'

'কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিই,' বলল লিলি। 'আমাকে কি করতে হবে? কথাটা কি সত্যি, শয়তানরা বোমা ফাটাতে চায়?'

'হ্যাঁ, সত্যি। একটা টানেলের ভেতর ঢুকে ওদেরকে কাবু করতে হবে।'

'চলুন তাহলে, টানেলটা আমাকে দেখিয়ে দিন,' বলল লিলি।

হাসল রানা। 'ধন্যবাদ, লিলি। তবে এখুনি নয়। আপনি একাও যাবেন না! দুই সদস্যের টীম, আপনি সেটার নেতৃত্ব দেবেন। টানেলে আপনারা ঢুকবেন অ্যাসল্ট শুরু হবার পর। এয়ার সাপোর্ট পেলেই সেটা শুরু হবে, আর বেশি দেরি নেই। আমি চাই না পাহাড়ের ওপর যারা আছে তারা জানুক নিচে দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছি আমরা। ঠিক আছে?'

ম্লান হাসল লিলি। 'টানেলে সবাই একা, স্যার।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মাত্র একটা টীম?'

'না। আরেকটা টীম থাকবে, তবে তারা রওনা হবে আরও পরে,' জবাব দিল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু খাবেন?'

লিলিকে দেখে মনে হচ্ছে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। তার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, টানেলে ঢোকার পর থেকে কোনদিনই ভাল ছিল না। তার ফরাসী ডাক্তার রোগটাকে লেভেল-ফাইভ স্কিটসোফ্রিনিয়া বলে ডায়গনাইজ করেছিলেন। টানেলে একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছে সে, এক এক করে প্রিয়জনদের হারিয়েছে, ফলে তার মনের বাঁধন বা নোঙর ছিঁড়ে যায়, এবং ছোট একটা নৌকার মত তীর থেকে খানিক দূরে এদিক ওদিক ভেসে বেড়াতে থাকে। লোকজনের ভিড়, উজ্জ্বল আলো, চিৎকার-চেঁচামেচি সেই থেকে তার সহ্য হয় না। বাচ্চাদের পছন্দ করে সে, ফুল ভালবাসে, একা একা বাইরে ঘুরে

বেড়াতে পারলে খুশি হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের খুবই ভালবাসে। রাত গভীর হলে সে তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, যার স্মৃতি বুকের গভীরে, হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। একটা নাপাম কিভাবে মেয়েটিকে গ্রাস করে ফেলে, আজও তার মনে আছে। নাপামের শিখা তার ভুরু পুড়িয়ে ফেলে, গর্জনটা প্রায় কালা করে দিয়েছিল। আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে সে, কেউ একজন ধরে রাখে।

একটা গোলাঘরে একা বসে আছে সে। খানিক আগে মেজর মাসুদ রানা নামে ওদের কমান্ডিং অফিসার নিজে এসে তাকে খাবার দিয়ে গেছেন। টানেলে ঢোকার সময় হয়ে এসেছে, বুঝতে পারছে সে। গোলাঘরের বাইরে লোকজন সবাই খুব উত্তেজিত ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। লক্ষণগুলো চিনতে পারছে সে। একটা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। এই পরিবেশের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।

প্রথম জীবনে দেশকে সে ভালবাসত, দেশের জন্যে জান দিতেও রাজি ছিল। শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করত সে। তখন ওদেরকে খুন করতে তার খারাপ লাগত না। কিন্তু এই সব খুন তার কাছ থেকে চড়া মাশুল আদায় করে নিয়েছে। সে তেরো বছর বয়েসে টানেলে ঢোকে, বেরিয়ে আসে তেইশ বছর বয়েসে। এই সময়ে একশোর বেশি লোককে খুন করেছে সে, বেশিরভাগ এম-ওয়ান কারবাইনের সাহায্যে, বাকিগুলোকে ছুরি দিয়ে। তার বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্য আর স্থিরতা। অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একচুল না নড়ে শুয়ে থাকতে পারে সে, মড়ার মত। কিন্তু এখন নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, বিশেষ করে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে বলে। তবে যাওয়াটা প্রয়োজন। বাচ্চাদের বাঁচাতে হবে। বোমাটা ফাটতে দেয়া যায় না।

ভেতরে একজন লোক ঢুকল। 'কোথায় আমার বোন? লিলি?' ভিয়েৎনামী ভাষায় জিজ্ঞেস করল সে।

লোকটা বোন বলায় আড়ষ্ট বোধ করল লিলি। 'এই যে, আমি এখানে,' বলল সে।

'আমার নাম টিম ব্যারি,' ডেল্টার ক্যাপটেন বলল। 'টানেলে আমি তোমার সঙ্গী হব। সেজন্যেই তোমাকে আমি বোন বলছি।'

লিলি তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, যে এখনও তার বুকে বসবাস করছে—এই লোকটা সম্পর্কে কি ধারণা তোমার? মেয়ে বুকের ভেতর থেকে জবাব দিল—দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে। তবে উনি কি শক্ত মানুষ, মা? টানেলে ভদ্রতায় কোন কাজ হবে না, শক্তি দরকার। 'তা ভাই, আগে তুমি কখনও টানেলে ঢুকেছ?' জানতে চাইল লিলি।

'না,' বলল টিম ব্যারি। 'ভাষাটা জানি বলে আমাকে বাছাই করা হয়েছে। তোমাদের দেশে তিন বছর ছিলাম। তবে টানেলে যুদ্ধ করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, টানেলকে আমি খুব ভয় পাই।'

'তুমি ভয় দমিয়ে রাখতে জানো?'

'বোধহয় জানি। যুদ্ধে আমি মেডেল পেয়েছি। ডেল্টা কমান্ডো ট্রেনিঙে পাস করেছি।'

'ভাল। তোমার কোন ছেলেমেয়ে আছে, ভাই?'

'তিন ছেলে। একটা তো স্পোর্টস টীমের লীডার। বাকি দু'জন সম্পর্কে এখুনি কিছু বলার সময় আসেনি।'

'ঠিক আছে, টানেলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব,' বলল লিলি। তারপর সে জানতে চাইল, 'র‍্যাট টীম ওমেগায় কে কে থাকছে তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল ব্যারি। 'কে লীডার তা জানি না। তবে অপর সদস্যের নাম জানি। হোপ লন্ডন। আমরা প্রথমে ঢুকব। ওরা কখন রওনা হবে আমি জানি না।'

কাজে এত গভীর মনোযোগ, আগুনের শিখা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না জেমস হারমান। এতটা মগ্ন হয়ে পড়াটা শুভ লক্ষণ নয়, ভাবল সে। কাজ চলুক, মনটাকে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম দেয়া দরকার। জেনারেলের কথা ভাবল সে।

অদ্ভুত এক মানুষ এই জেনারেল। এত শান্ত ও নিশ্চিত তিনি, তাঁর সামনে নার্ভাস বোধ করছে হারমান। দৃঢ়তা ও নেতৃত্ব দেয়ার গুণ আছে, মানতেই হবে। নিশ্চয়ই খুব ধনী কেউ হবেন, বোধহয় সেজন্যই তাঁর সামনে নিজেকে খুব নগণ্য মনে হয়।

তবে তাঁর মধ্যে বানোয়াট বা কৃত্রিম কিছু একটা আছে, যেন সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসা একটা চরিত্র। ছোটবেলায় দেখা অনেক সিনেমার কথা মনে আছে হারমানের, কোন কোন ছবিতে উন্মাদ জেনারেলদের দেখানো হত, যারা দুনিয়াটাকে দখল করে নিতে চায়। জেনারেলকে তাদের দলে ফেলতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু সফল হলো না। কারণ ইনি অত্যন্ত সুদর্শন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, ছ'ফুটের ওপর লম্বা, রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষ। সিনেমার ভিলেন আর তাঁর মধ্যে অনেক পার্থক্য। আপনমনে হেসে উঠল হারমান।

'আপনার হাসি পাচ্ছে, মি. হারমান?' আগুনের শিখা গর্জন করছে, সেটাকে ছাপিয়ে উঠল জেনারেলের ভারী গলা।

'না, মানে…'

'ঠিক আছে, হাসুন। এতে আমি অভ্যস্ত। আমাকে লক্ষ করে আগেও অনেকে হেসেছে।'

হারমানের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল। জেনারেলের চোখে ঠাণ্ডা পেরেকের মত দৃষ্টি। হারমানের টর্চ ধরা হাতটা কেঁপে উঠল, আরও শক্ত করে ধরল সে।

'অথচ এখন আপনি হাসতে পারছেন না। এতেও আমি অভ্যস্ত। লোকে যখন আমার ইচ্ছাশক্তি উপলব্ধি করে, যখন বুঝতে পারে আমি কিসের প্রতিনিধিত্ব করছি, ব্যাপারটা তখন আর তাদের কাছে হাস্যকর থাকে না। আমি স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করি, মি. হারমান। মহান ও বিশাল এক দেশের স্মৃতি, যে দেশ পথ হারিয়ে ফেলেছে, তার নেতাদের অবস্থা করুণ, তার শত্রুরা তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এবং আমি সেই গৌরবময় অতীত ফিরিয়ে আনার মহান দায়িত্বের প্রতিনিধিত্ব করি।

'আর আমার আশপাশে যে-সব বীর যোদ্ধাদের দেখছেন, তারা আমার মতবাদ বিশ্বাস করে, আমার আদর্শ থেকে প্রেরণা পায়। নিজেদেরকে তারা আমার হাতে তুলে দিয়েছে। এর আগেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু যিনি আমার পূর্বসুরি ছিলেন, আমার মত তাঁর দক্ষতা ছিল না। তাঁরও আদর্শ ছিল, ছিল ইচ্ছাশক্তি, কিন্তু প্রতিভা ছিল না।'

'আপনি তাঁকে চেনেন, মি. হারমান। ইতিহাস স্মরণ করুন। তাঁর

নাম ছিল জন ব্রাউন। জন ব্রাউন উনিশ জন ইডিয়েটকে নিয়ে একটা ফেডারেল আর্মারি দখল করে ফেলেছিলেন। শহরের এক লোক গুলি করে তাকে আহত করায়, লেজ তুলে পালায় তারা। হাতে খেলনা তরোয়াল ছিল, এরকম একজন জুনিয়র মেরিন অফিসার তাঁকে অ্যারেস্ট করে। ওই তরোয়াল দিয়ে খোঁচা দেয় অফিসার, এবং সেটা বেঁকে যায়। এই ঘটনা এখান থেকে পনেরো মাইলেরও কম দূরে ঘটেছিল। হারপারস ফেরী, মি. হারমান। গেছেন কখনও ওখানে?'

হারমান বুঝতে পারছে না জেনারেল সত্যি কোন উত্তর চাইছেন কিনা। তবে ব্যাপারটা প্রতি মুহূর্তে স্নায়ুবিদারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভদ্রলোক বদ্ধ উন্মাদ। 'হ্যাঁ, গত বছর একবার গিয়েছিলাম ওদিকে। আসলে আমি না, আমার স্ত্রী ইতিহাস সম্পর্কে এক-আধটু খবর রাখে…।'

'মি. হারমান, জন ব্রাউনের কথা কেন বললাম জানেন? খুবই প্রতিভাবান এক লোক একবার আমাকে বলেছিল, জন ব্রাউনের অসমাপ্ত কাজ আমার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। দেখুন, ঘটছেও ঠিক তাই। আমি একটা ফেডারেল আর্মারি দখল করেছি, যাতে মিসাইল আছে। কাজেই এখন যা করার তাই করব আমি।

'আমি সোভিয়েত রাশিয়ায় মিসাইল পাঠাব। যে ভবিষ্যৎ পাবার সাহস দুনিয়ার নেই, দুনিয়াকে আমি সেই স্বর্গীয় ভবিষ্যৎ পাইয়ে দেব। আমার হাতে কয়েক কোটি লোক মারা পড়বে, জানি; কিন্তু ভেবে দেখুন তার বিনিময়ে কি পেতে যাচ্ছে মানবসভ্যতা। আমার উদ্ভাবিত একটা পলিটিকাল সিস্টেম। এই সিস্টেমটা চালু হলে আমাদের এই প্রিয় গ্রহটি রক্ষা পাবে।

'বোকারা এ-কাজ করতে রাজি নয়, দায়িত্বটা তারা আগামী প্রজন্মের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চায়। কিন্তু আগামী প্রজন্মের লোকজন কাজটা যখন করবে, কিভাবে করা উচিত জানা না থাকায়, পাইকারীভাবে মেরে ফেলবে সবাইকে। শুধু জাতি নয়, গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলবে তারা। কিন্তু আমাকে দেখুন। দুনিয়ার সবচেয়ে নীতিবান পুরুষ আমি। আমি এক মহান ব্যক্তি। আগামী দুশো বছর মানুষ আমাকে ঘৃণা

করবে, কিন্তু পুজো করবে পরবর্তী দশ হাজার বছর।'

'ইয়ে, স্যার, মানে...' শুরু করলেও, হারমান সিদ্ধান্ত নিল জেনারেলের সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা বা যোগ্যতা, কোনটাই তার নেই। কিন্তু আসলে উনি কে?

'টর্চটা, মি. হারমান,' বললেন জেনারেল। তাঁর চোখ জোড়া চকচক করছে।

টর্চটা আবার টাইটেনিয়ামে তাক করল হারমান।

ছয়

ডেল্টা অফিসারদের নিয়ে রানার তৈরি অ্যাসল্ট প্ল্যানটা তেমন জটিল নয়। এখন জানা গেছে নতুন কামান বসানোর পর এ-টেন আকাশে উঠবে চোদ্দ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। পনেরো ঘণ্টায় একটা ফাঁক পেলে ভেতরে ঢুকে সাউথ মাউন্টিন ইনস্টলেশনে টোয়েনটি এমএম কামান থেকে ফায়ার করবে, উদ্দেশ্য মেইনফ্রেম কমপিউটরের কোন ক্ষতি না করে ড্রাগন ফোর্সকে ধ্বংস করা। এয়ার অ্যাটাকের মূল লক্ষ্য, ডেল্টা কমান্ডোকে আক্রমণে যাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়া। এয়ার সাপোর্ট না পেলে কমান্ডোরা সাউথ মাউন্টিন দখল করতে পারবে না, একথা সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলকেও অবহিত করেছে রানা।

পনেরো ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে পনেরোটা গানশিপ হেলিকপ্টারের একটা ঝাঁক পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া রাস্তার দিকে এগোবে। বারোশো ফুট উঠবে ওগুলো, তারপরও ইনস্টলেশনের এক হাজার ফুট নিচে থাকবে। তবে ড্রাগন ফোর্স রাস্তাটা যেখানে পাহাড় ধসিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে তার অনেকটা সামনে থাকবে পাইলটরা। সময় বাঁচানোর জন্যে 'কপ্টারগুলো ল্যান্ড করবে না। প্রতিটি 'কপ্টারে আটজন করে ডেল্টা কমান্ডো থাকবে,

সব মিলিয়ে একশো বিশ জন, অ্যাসল্ট যে পজিশন থেকে শুরু হবে সেখানে রশি বেয়ে নামতে এক মিনিটের বেশি লাগবে না। নামার পর দু'ভাগে ভাগ হয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠবে ওরা, তারপর ইনস্টলেশনের সরু ফ্রন্ট আক্রমণ করবে। তবে ইতিমধ্যে থার্ড ইনফ্যানট্রি পৌঁছে গেলে ডেল্টা কমান্ডোকে প্রথম অ্যাসল্টে ব্যবহার করা হবে না।

যুদ্ধ চলছে, এই সময় অন্য একটা হেলিকপ্টার প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঝাঁক থেকে বেরিয়ে আসবে, কাত হয়ে পার হবে পাহাড়ের নিচু কাঁধ, দেখে মনে হবে অ্যাক্সিডেন্ট করতে যাচ্ছে, কোন রকমে ল্যান্ড করবে পাহাড়ের গোড়ায়। ত্রিশ সেকেন্ড পর সবাই ভাববে ওটা বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটবে ঠিকই, তবে সেটা আসলে ঘটানো হবে সি-ফোর-এর সাহায্যে ধসে পড়া মাইন শাফটের মুখে। বিস্ফোরণের ফলে একটা গর্ত তৈরি হবে বলে আশা করা যায়, সেই গর্তের ভেতর ঢুকবে র‍্যাট টীম আলফা, তারপর টানেল ধরে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠবে, পৌঁছুতে চেষ্টা করবে সাইলোর মাঝখানে। দূরত্ব সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন, আধ মাইল থেকে দেড় মাইল ধরে নিতে হবে। মাইনের কোন ম্যাপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। টানেল আছে কিনা, তা-ও নিশ্চিতভাবে বোঝার কোন উপায় নেই। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কোনদিকে যায় তার ওপর নির্ভর করবে র‍্যাট টীম ওমেগাকে টানেলে পাঠানো হবে কিনা। প্রথম ও দ্বিতীয় টীমের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ রাখবে র‍্যাট সিক্স। র‍্যাট সিক্স একটা রেডিও টীম, কাজ করবে শ্যাফটের মুখ থেকে। ওরা ডেল্টা কমান্ড নেটওঅর্কের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। একটা র‍্যাট টীমের নেতৃত্ব যদি রানা দেয়, মালভূমি হেডকোয়ার্টারে ডেল্টা কমান্ডো ফোর্সের নেতৃত্ব থাকবে মেজর বব ম্যালেটের ওপর, তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ক্যাপটেন রডরিক।

অ্যাসল্ট শুরু হতে যাচ্ছে, গোলাঘরের সামনে একটা হেলিকপ্টার এসে নামল। ব্যারিকে নিয়ে তাতে চড়ে বসল লিলি। দু'জনেই সশস্ত্র।

ডেল্টা অ্যাসল্ট শুরু করতে যাচ্ছে, তাতে কোন আপত্তি নেই সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বব ম্যালেটের। তার আপত্তি, হেডকোয়ার্টার ছেড়ে

মেজর রানা কেন আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে যাবে? কমান্ডিং অফিসার সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করে না, সে প্ল্যান তৈরি করে। কিন্তু রানা তার কথায় কান দিল না। ডেল্টা আর থার্ড ইনফ্যানট্রির সদস্যদের নিয়ে তৈরি একশো বিশজনকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। তার আগে রেডিওতে কিছুক্ষণ কথা বলল এফবিআই হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে।

হেডকোয়ার্টারে রানা নেই, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্যাট্রিক লুকাস। একটা টেবিলে মেসেজটা পেলেন তিনি, ড্রাগন-ওয়ান সাউথ মাউন্টিন থেকে যেটা পাঠিয়েছে। পড়তে শুরু করলেন।

'...আই উইশ টু সে ফারদারমোর দ্যাট ইউ হ্যাড বেটার প্রিপেয়ার ইওরসেলফ ফর আ সেটলমেন্ট অভ দ্যাট কোশ্চেন দ্যাট মাস্ট কাম আপ ফর সেটলমেন্ট সুনার দ্যান ইউ আর প্রিপেয়ারড ফর ইট। দা সুনার ইউ আর প্রিপেয়ারড, দা বেটার।'

অদ্ভুত কি যেন একটা আছে মেসেজটায়। এটা কোন উন্মাদের ডকুমেন্ট নয়, কোন সুস্থ লোকের ইচ্ছাকৃত হেঁয়ালি। এটা একটা খেলা, ভাবলেন লুকাস। এই লোক ওদের সঙ্গে একটা খেলা খেলছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? এবং কেন? খেলাটা এখন কেন? সইটা লক্ষ করলেন তিনি—'কমান্ডিং অফিসার, প্রভিজনাল আর্মি অভ দা ইউনাইটেড স্টেটস'।

কোনও ডানপন্থী সাইকো? কিন্তু এত তথ্য সে পেল কিভাবে? কে হতে পারে এই ড্রাগন-ওয়ান? আর্মি, পেন্টাগন ও এয়ারফোর্স থেকে প্রতি বছর বহু কর্মকর্তাকে দুর্নীতি বা কর্তব্যে অবহেলার জন্যে বরখাস্ত করা হয়, এ লোক কি তাদের একজন?

'স্যার?' ঘরে ঢুকল তরুণ এক কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান।

'ইয়েস?'

'এফবিআই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে কয়েকজন অফিসার এসেছেন। ওদের কাছে আপনাকে অ্যারেস্ট করার ওয়ারেন্ট আছে।'

'হোয়াট!' লুকাস স্থির হয়ে গেলেন। 'আমাকে গ্রেফতার করবে কেন? কার নির্দেশে?'

'কেন, একটু পরেই তা জানতে পারবেন,' ঘরে ঢুকে বললেন এফবিআই-এর একজন অফিসার। 'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো লাস্ট চান্স অপারেশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর মাসুদ রানার নির্দেশে, স্যার।'

'স্যার।'

রোদ লাগায় চোখ মিটমিট করল ভালকিন। মালভূমির ওপর এগিয়ে আসছে ট্রাক বহর, দেখতে পাচ্ছে সে। 'কোন হেলিকপ্টার দেখছি না,' বলল সে। 'ওরা হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে না। শুধু ট্রাক।'

আরও কিছুক্ষণ কনভয়টাকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। 'ঠিক আছে,' আবার বলল। 'সৈনিকদের পজিশন নিতে বলো। তেরপলের নিচ থেকে বেরিয়ে যার যার কমব্যাট স্টেশনে চলে যাক সবাই।'

বাঁশি বাজল। মেজর ভালকিন দেখল তার চারপাশে ছুটোছুটি শুরু করেছে সৈনিকরা। বেল্ট আর বোল্ট-এর আওয়াজ পাচ্ছে সে। 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, ধীরেসুস্থে, বাছারা। দেখিই না, কতদূর ওঠে। গ্রেনেড আছে না!'

মালভূমি পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে আসছে কনভয়টা। ভালকিন ভাবল, আমি হলে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতাম। তাহলে অনেক দ্রুত লোকজনকে ওপরে তোলা যেত। কে জানে, ওদের হয়তো এয়ার-অ্যাসল্টের ট্রেনিং নেই। লড়াই করতে ভয় পায় না, কিন্তু হয়তো আকাশে উঠতে ভয় পায়।

না, না তো! ওই তো একটা হেলিকপ্টার উঠছে। গানশিপ? না, তা মনে হচ্ছে না। লাল ক্রস চিহ্ন আঁকা, মেডিকেল টীমের 'কপ্টার। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই হতাহতদের সরিয়ে নেয়ার আয়োজন? হাসল ভালকিন। আবর্জনার একটা স্তূপের ওপর চড়ল সে। 'ঠিক আছে, বাছারা। তোমাদের খোরাক আসছে। লক অ্যান্ড লোড।'

'স্যার...'

তরুণ এক সৈনিক হাত তুলে দেখাল।

সেদিকে তাকিয়ে প্লেনগুলো দেখতে পেল ভালকিন। এখনও অনেক

দূরে। উপত্যকার ওপারে সারি সারি পাহাড়, সেগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকের ভেতর। সব মিলিয়ে আটটা। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে। দূরে হলেও চিনতে পারা গেল—এ-টেন।

চিন্তার কিছু নেই, সব রকম প্রস্তুতিই নেয়া আছে। 'প্লেন আসছে,' বলল সে। 'মিসাইল টীম প্রিপেয়ার টু এনগেজ।'

প্রথম অ্যাসল্ট শুরু হলো।

মিখাইল বুচভ কনেকটিকাট এভিনিউ ধরে পুবদিকে হাঁটছে। উত্তরে ঘুরে গিয়ে রুট নাইনটিফাইভ ধরল, যাচ্ছে বাল্টিমোরের দিকে। ভদকা খেয়ে এমার সঙ্গে কথা বলার পর মনটা তাঁর খানিক শান্ত হয়েছে, জানে এমা তাকে কোন না কোন ভাবে ঠিকই সাহায্য করবে।

বুচভ এলাকার শপিং সেন্টারগুলো খুব ভালভাবে চেনে। তার সবচেয়ে পছন্দ হোয়াইট ফ্লিন্ট। হোয়াইট মার্শ বাল্টিমোর ছাড়িয়ে একটু দূরে, সেটাও তার পছন্দ। শহরের ভেতরে ইনার হারবারে বহুবার গেছে সে, গেছে বাল্টিমোরের পশ্চিমে আওয়িংস্ মিল-এ। টাইসন'স কর্নারটা তেমন পছন্দ নয় তার, তবে ওখানেও তাকে দু'একবার ঢুকতে হয়েছে। শপিং সেন্টারগুলো তাকে চিনতে হয়েছে, কারণ যোগাযোগ করার জন্যে এই জায়গাগুলোই বাছাই করে হটডগ। হটডগ, সে যেই হোক, নির্জনতা ও প্রাইভেসি পছন্দ করে না—লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করে, বিশেষ করে ব্যস্ত আমেরিকান খদ্দেরদের মাঝখানে। এ ব্যাপারে বুচভ আপত্তি করার বা অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ দেখে না। মেয়েদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তাদের কাছ থেকে খুব অল্প তথ্যই সংগ্রহ করতে পারে সে, কাজেই হটডগকে সন্তুষ্ট করার মন-মানসিকতা তার থাকা উচিত। হটডগকে কখনোই সে উদ্বেগের মধ্যে রাখে না, ওর সিগন্যাল চিনতে ভুল করে না, কারণ জানে ওর প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর ওপরই নির্ভর করছে তার অস্তিত্ব।

হটডগ কখন যে সার্ভিস চেয়ে বসবে আগে থেকে তা বোঝার কোন উপায় নেই। ব্যাপারটা জানা যাবে ওয়াশিংটন পোস্টের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন কলামে যদি কিছু ছাপতে দেয় সে। কাগজটা রোজ পরীক্ষা করতে হয়

বুচভকে। দিনের পর দিন কিছু পাওয়া যায় না, অনেক সময় হপ্তার পর হপ্তা পার হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ একদিন ছাপা হয় বিজ্ঞাপনটা।

গতকালের বিজ্ঞাপনে হটডগ লিখেছে—'ডার্লিং, তোমাকে আমি ভালবাসি। ডি-১৩-৩-এ দেখা করো। তোমার প্রিয় হটডগ'।

কোডটা সরল। গত রবিবারের ওয়াশিংটন পোস্টের সেকশন ডি, পৃষ্ঠা তেরো দেখতে বলা হয়েছে বুচভকে। ওই পৃষ্ঠায় এলাকার পরিচিত কোন একটা চেইন বুকস্টোরের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে—সাধারণত বি. ডালটন বা ওয়ালডেন বুকস সম্পর্কে কিছু লেখা হয়। বিজ্ঞাপনের নিচের দিকে কয়েকটা লোকেশনের তালিকা থাকবে। তালিকার শুধু তৃতীয় লোকেশন বুচভের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ—পরদিন যোগাযোগ করার জন্যে নির্দিষ্ট ওই স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সহজ একটা পদ্ধতি, অবশ্য যার কাছে রহস্যের চাবি আছে তার জন্যে। বুচভের কাছে সেটা আছে, দু'বছর আগে গোপন একটা ডকুমেন্টের মাধ্যমে রিসিভ করেছিল।

তিন মাস আগে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখাবার পর থেকে হটডগ চুপ মেরে ছিল। কালকের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখে তাই বিস্মিত হয়েছে বুচভ। তবে খুশি হয়েছে সে। যদিও এই একই রাতে ওয়াইন সেলারে কমিউনিকেশন ডিউটি পড়ায় এবং বিভিন্ন ব্যর্থতার জন্যে দাবিরদিনের বকা খেয়ে মনটা তার বিষণ্ন হয়ে আছে।

হঠাৎ কিসের একটা গর্জন শুনে আঁতকে উঠল বুচভ, মাথা নিচু করে আড়াল পাবার চেষ্টা করল। মুখ তুলে দেখে এক ঝাঁক জেট উড়ে যাচ্ছে। নার্ভাস হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। ভাবল, এতগুলো জেট এভাবে কোথায় যাচ্ছে?

শপিং মলে ঢুকে দু'পাশের দোকান-পাট দেখতে দেখতে এগোচ্ছে বুচভ। বিজ্ঞাপনে বি. ডালটন-এর কথা বলা হয়েছে। ভেতরে ঢোকার সময় সামনে সাজিয়ে রাখা বেস্ট সেলারগুলোর ওপর অলস দৃষ্টি বুলাল। ধীরে ধীরে স্টোরের পিছন দিকে চলে এল, থামল ক্লাসিকস সেকশনে। মার্গারেট মিচেল-এর গন উইথ দা উইন্ড আমেরিকার প্রত্যেকটি বুকস্টোরে থাকবে, এখানেও আছে। নির্দিষ্ট একটা কপি হাতে নিল সে, নিতেই উত্তেজনা বোধ করল, চট করে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ

তাকে লক্ষ করছে কিনা। খদ্দের প্রচুর, তবে কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই।

কি করতে হবে পরিষ্কার মনে আছে তার। তিনশো নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে হবে, একটি মাত্র সংখ্যা লেখা ছোট্ট এক টুকরো কাগজ থাকবে সেখানে। হয় ২ কিংবা ৩। ব্যস।

অন্য কারও কাছে ব্যাপারটা অর্থহীন। শুধু বুচভ জানবে দেরি না করে তাকে বুকস্টোর থেকে বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে, বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিতে হবে—সব সময় ওদিকে বাঁক নিতে হয়—এগজিট বা বেরিয়ে যাবার পথ গুনতে গুনতে হাঁটতে থাকবে সোজা। দুই বা তিন নম্বর পথ দিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরোতে হবে তাকে।

কিন্তু এবার কোন কাগজ নেই।

খোলা বইয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বুচভ। শুনতে পেল তার মাথার ভেতর বিপদ সঙ্কেত বাজছে। বুকস্টোরের পরিবেশ হঠাৎ খুব গুমোট লাগছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। হট ডগ কখনও ভুল করে না। তাহলে ব্যাপারটা কি?

আতঙ্ক বোধ করছে বুচভ। কেউ কি তার জন্যে ফাঁদ পেতেছে? নাকি এটা তাকে পরীক্ষা করার কোন কৌশল? ঢোক গিলল সে, হাতের বইটা লোহার মত ভারী লাগছে। তাকিয়ে দেখল, হাত দুটো কাঁপছে। তবু পাতা ওল্টাতে শুরু করল, কেন নিজেও জানে না। মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। হট ডগ ভুল করেছে, নাকি সে ভুল করেছে? অন্য কোন বুকস্টোর নয় তো? কিংবা অন্য কোন শপিং মল, অন্য কোন দিন? চিন্তা করো, ইডিয়েট! পাতাগুলো এখনও ওল্টাচ্ছে। দেখল সাদা ও খুদে একটা পাখির মত কি যেন উড়ল, খসে পড়ছে মেঝেতে। আরে, এই তো, কাগজের একটা টুকরো! ঝুঁকল সে, মেঝে থেকে তুলে নিল কাগজটা। হ্যাঁ, সঙ্কেত লেখা আছে। তবে ২ বা ৩ নয়, একটা ৪।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। হট ডগ, তুমি আমাকে হতাশ করোনি। প্রবল স্বস্তিতে হাঁটু দুটো কাঁপছে তার। বইটা সেলফে রেখে বুকস্টোর থেকে বেরিয়ে এল বুচভ।

ডান দিকে বাঁক নিল সে। চার নম্বর এগজিট দিয়ে বেরিয়ে এল বিল্ডিং থেকে, রোদে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করল। সামনে সারি সারি কার, ডান দিকের ফুটপাথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। খানিক পরই গাড়িটা তাঁর নজরে পড়ল, পিছনের জানালা থেকে বহুরঙা একটা স্কার্ফের কিনারা বেরিয়ে আছে।

গাড়িটা খানিক দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল বুচভ। স্কার্ফটা সব সময় বহুরঙা হয়, তবে একটা গাড়ি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয় না। এটা একটা ফোর্ড। এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকে হট ডগ।

অথচ সিগন্যালটা বইয়ের নির্দিষ্ট দুই পৃষ্ঠার মাঝখানে ছিল না। নার্ভাস বোধ করছে বুচভ। গাড়িটার দিকে এগোতে পারছে না।

কিন্তু এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকারও কোন মানে হয় না। গাড়িটার কাছে যেতে নিজেকে সে বাধ্য করল। পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে। তার দিকেই রয়েছে ব্রীফকেসটা, পিছনের সীটের মেঝেতে, টপ জিপ খোলা।

দরজাটা খোলো, হাঁদা কোথাকার! বরাবরের মত পিছনের দরজায় তালা দেয়া নেই। হাতলে হাত দিল সে, বোতামে চাপ দিল, এবং তারপর...

তারপর দু'বছর আগের ঘটনা মনে করতে চাইল বুচভ। হ্যাঁ, দু'বছর আগে হট ডগকে সার্ভিস দেয়া শুরু করে সে। গোটা ব্যাপারটা তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাইছে, এগজিট কোড ৩০০ ও ৩০১ পৃষ্ঠার মধ্যে থাকবে, এই তথ্যটা তাকে অফিশিয়াল ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল কিনা। নাকি ব্যাপারটা ছিল হট ডগের পারসোনাল সিগনেচার? প্রায় সব স্পাইই যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে নিজস্ব অভ্যাস বা স্বভাবের ছাপ রাখে, তাদের ছোটখাট নগণ্য আচরণে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে, ফলে তাকে সহজেই চেনা যায়।

বুচভ অস্বস্তি বোধ করছে। তার গলায় যেন তামার একটা ডিম আটকে গেছে। হট ডগ, তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছ কেন? তার

কান্না পাচ্ছে। হট ডগ, তুমি কি লোভী হয়ে উঠেছ? আসলে কি ঘটছে বলো তো? বুচভ নিজের একটা দুর্বলতা আবিষ্কার করল। মেয়েদের প্রতি সে দুর্বল, এখন দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত বিশ্বাস ও ভরসা রাখায় হট ডগের ওপরও সে কম দুর্বল নয়। অথচ যাকেই সে ভালবেসেছে সে-ই তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নে দাঁড়িয়ে গেছে, সেই প্যাটার্নে এখন হট ডগও যোগ দিয়েছে। হঠাৎ করে হট ডগের প্রতি ঘৃণা হলো তার।

অনেকটা মরিয়া হয়েই গাড়ির অপর দিকে চলে এল বুচভ। এদিকে দরজায় তালা দেয়া। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। পকেট থেকে সুইস আর্মি ছুরিটা বের করল। জানালার রাবার সীল-এ ছুরির ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিল জোরে। কিছুই ঘটল না। ভয়ে ভয়ে আরেকবার চারদিকে তাকাল। লোকজন আছে, তবে কাছাকাছি কেউ নেই। আবার চাপ দিল তিনি। এভাবে চেষ্টা করার পর জানালার কাচ এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বেশ খানিকটা নামিয়ে ফেলল। এবার একটা হাত গলবে।

ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে গেছে সে। হাতটা ভেতরে গলিয়ে লক বাটন ছোঁবার চেষ্টা করছে। আরেকটু, আরেকটু! এই তো হয়েছে, খুলে গেছে তালা। হাতটা বের করে নিয়ে দরজা খুলল সে। নতুন গাড়ির গন্ধ ঢুকল নাকে। সামনের সীটের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল পিছনের সীটের মেঝেতে পড়ে থাকা ব্রীফকেসটা ধরার জন্যে। ধরেছে ওটা, টান দিচ্ছে, কিন্তু ওটা আসছে না। মনে হলো যেন ভুল দিক থেকে টানছে। আরও একটু জোর খাটাল। তারপর···

বুচভের মনে হলো তার গালের পাশ ঘেঁষে একটা গুঞ্জনরত পোকা দ্রুত বেরিয়ে গেল। কোন ক্ষতি হলো না, তবে হতভম্ব করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। পরমুহূর্তে ধাতব একটা আওয়াজ শুনল সে, তারপর কাঁপা কাঁপা নিচু একটা শব্দ ঢুকল কানে। পিছিয়ে এল বুচভ, ঘাবড়ে গেছে। কি ঘটল বুঝতে চেষ্টা করছে। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। দ্রুত পরীক্ষা করল নিজেকে। শরীরটা ঠিক আছে, সে আহত হয়নি। তারপর জিনিসটা দেখতে পেল। গাড়ির ছাদে, তার চোখ থেকে মাত্র কয়েক

ইঞ্চি দূরে, চকচকে একটা ফলা গাঁথা রয়েছে। ফলাটা অসম্ভব লম্বা, অর্ধেকের মত গেঁথে আছে ছাদে। গোড়ার দিকটা দু'ভাগ করা, হাতল বলে কিছু নেই। ছুরিটা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল বুচভ। এ ছুরি গ্রু ব্যবহার করে, গ্রুর স্পেশাল রাইডিং ফোর্স। ছুরিটার গোড়ার দিকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা স্প্রিং আটকানো ছিল। প্রচলিত ফাইটিং নাইফ হিসেবে এটা ব্যবহার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রসগার্ড-এর বাটনে চাপ লাগায় খুলে গেছে স্প্রিঙ, বিপুল শক্তিতে সামনের দিকে ছুটে এসেছে ছুরিটা, আক্ষরিক অর্থে ফায়ার করা হয়েছে। এই ছুরি পঁচিশ মিটার দূরের লোককে নিঃশব্দে মেরে ফেলতে পারে। শুধু যে গ্রু ব্যবহার করে তা নয়, কেজিবিও ব্যবহার করে। ব্রীফকেসের দিকে ঝুঁকল বুচভ। ভেতরে চকচকে হাতলটা দেখা যাচ্ছে, ক্রসগার্ডের বাটন থেকে ব্রীফকেসের ভেতর দিয়ে একটা তার বেরিয়ে এসেছে মেঝেতে। কৌশলটা ছিল, সে ব্রীফকেস তুলতেই কেসের খোলা মুখ থেকে ছুটে আসবে ফলাটা।

ধপ করে সীটে বসে পড়ল বুচভ। ভাবছে, তালা না লাগানো ওদিকের দরজা দিয়ে ব্রীফকেসটা হাতে নিতে চাইলে কি হত তার অবস্থা। কেসটার ওপর ঝুঁকত সে। ফলাটা সরাসরি তার বুকের মাঝখানে ঢুকে যেত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যেত সে।

কেউ তাকে খুন করতে চেয়েছে।

বমি পেল তার। গাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

এ-টেনে থাকলে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে মনে হয়। ডানা, এঞ্জিন, রাডার—সব পিছনে, প্লেনটার নাকের ডগায় বসে আছ তুমি। সেজন্যেই স্যাম হোরটার মত পাইলটরা এই শিপকে এত ভালবাসে। 'ডেল্টা সিক্স, দিস ইজ পাপা ওয়ান্ডার ওয়ান, ডু ইউ কপি?' জিজ্ঞেস করল মেজর হোরটা। ওয়ান্ডার ফ্লাইটের লীডার সে, ঝাঁকটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাউথ মাউন্টিনের দিকে। তার সামনে ও দূরে আইসক্রীমের গোল মাথার মত দেখা যাচ্ছে পাহাড়টাকে।

'আই কপি, ওয়ান্ডার ওয়ান,' এয়ারফোনে সাড়া পাওয়া গেল

ফরওয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলারের। এফএসি রয়েছে ডেল্টার অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে, মালভূমিতে। তার সঙ্গে ডেল্টা কমান্ডোর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বব ম্যালেট ও অন্যান্য অফিসাররা রয়েছে।

রানা ওর ফোর্স নিয়ে পাহাড়ী রাস্তার এক পাশে পৌঁচেছে। ওর সঙ্গে রয়েছে ষাটজন ডেল্টা কমান্ডো, বাকি ষাটজন ন্যাশনাল গার্ড ইনফ্যানট্রির সদস্য। ট্রাকের একটা বহর নিয়ে এসেছে ওদেরকে, থেমেছে রাস্তাটা যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেখান থেকে সামান্য নিচে। পাহাড় ধসিয়ে এমনভাবেই বন্ধ করা হয়েছে রাস্তাটা, টপকানো সম্ভব নয়। তবে ঢাল বেয়ে ঘুরপথ ধরে ওপারে পৌঁছুনো যায় কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। রানার সন্দেহ ঘুরপথের ওপর মাইন পুঁতে রেখেছে প্রতিপক্ষ। ট্রাক বহর পৌঁছুনোর খানিক পর এক ঝাঁক হেলিকপ্টারও পৌঁচেছে, কথা ছিল ওগুলোই পাহাড়ের আরও ওপরে পৌঁছে দেবে কমান্ডোদের। তবে এখানে পৌঁছুনোর পর প্ল্যান খানিকটা বদল করা হয়েছে। এয়ার অ্যাসল্ট কতক্ষণ ধরে চলবে বলা কঠিন, ততোক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নয় ও। রাস্তা যেখানে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে তার ওপরের অংশ স্রেফ কিলিং গ্রাউন্ড, পাহাড় চূড়া থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তবে রাস্তার পাশে প্রচুর গাছপালা আছে, আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হবে না। ষাটজন কমান্ডোকে, ক্যাপটেন রবিন গ্রিফিনের নেতৃত্বে, ওই জঙ্গলে পৌঁছনোর নির্দেশ দিয়েছে রানা। ওখানে পৌঁছে ওদের কাজ হবে রাস্তা থেকে মাইন সরানো।

হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ রাখছে ও। এ-টেন ফ্লাইটের লীডার মেজর হোরটার সঙ্গেও কথা বলতে পারবে। আক্রমণ শুরু হবার পর প্রয়োজনে নির্দেশ দিতে পারবে।

'মেজর মাসুদ রানা, কমান্ডিং অফিসার লাস্ট চান্স, ডু ইউ কপি?' আকাশ থেকে জানতে চাইল ওয়ান্ডার ওয়ান।

'আই কপি,' জবাব দিল রানা।

'মেজর, আপনি চান পাহাড়টাকে কেটে ছোট করি আমরা?'

'পারলে গুঁড়িয়ে দিন,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে তো শুধু টোয়েনটি এমএম, তাই না?'

'দেখুন না, এই দিয়েই কেমন ভেলকি দেখাই!' হেসে উঠল মেজর হোরটা। তারপর সে তার সঙ্গী পাইলটদের নির্দেশ দিল, 'পাপা ওয়ান্ডার টু ওয়ান্ডার ফ্লাইট—লেট'স আর্ম গানস, বয়েজ!'

স্টিক থেকে হাত তুলে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ ছুঁলো মেজর হোরটা, প্যানেলের মাথায় জ্বলে উঠল লাল একটা আলো, অর্থাৎ তার কামান গোলা নিক্ষেপের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। থারটি এমএম-এর বদলে টোয়েনটি এমএম বসানোর ফলে অনেক হালকা হয়ে গেছে প্লেন, প্রাণচঞ্চল কিশোরের মত আচরণ করছে।

হেডকোয়ার্টারে মেজর ম্যালেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এফএসি, বলল, 'ওয়ান্ডার ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা সিক্স, ডু ইউ কপি?'

'আই কপি।'

'মেজর হোরটা, তোমরা সবাই টার্গেটে আঘাত করার জন্যে তৈরি?'

'ইয়েস, স্যার।'

'ওহে, হোরটা, এরা বলছে পাহাড়টার মাথায় তেরপল বা ওই ধরনের কিছু একটা বিছানো আছে। স্নেটার কিনারায় ট্রেঞ্চও খোঁড়া হয়েছে। ওই তেরপল আর ট্রেঞ্চের ভেতর গোলা ফেলতে হবে, বুঝতে পারছ?'

'আমার হাঁটুর ওপর ম্যাপ আছে, স্যার—জ্বী, বুঝতে পারছি?'

'তাহলে এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ শুরু করতে পারো তোমরা,' বলল এফএসি।

'ওয়ান্ডার ফ্লাইট,' ঝাঁকের পাইলটদের নির্দেশ দিল মেজর হোরটা, 'ম্যাক্সিমাম অলটিচ্যুড তিন হাজার দুশো, ফাইভ-সেকেন্ড বার্স্ট। ডু ইউ রিড?'

'উইথ ইউ, ফ্লাইট লীডার,' একযোগে সাড়া দিল পাইলটরা।

'এসো, হোরটা,' হোরটার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ক্যাপটেন রন হ্যারিস বলল, 'শালাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিই।'

'কথা বলার সময় সাবধান,' বলল হোরটা, কমব্যাট প্রটোকল সব সময় মেনে চলে সে। তবে নিজেও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। পাহাড়টা, মিছরির একটা খণ্ডের মত, এখন খুব কাছে চলে এসেছে, তার নিচে

জ্যামিতিক একটা সমস্যার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিশাল মেরিল্যান্ড—রূপালি ফিতের মত সরু সরু অসংখ্য রাস্তা, শস্যখেত, গাছপালা ইত্যাদি অনেক কিছুই স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

বড় করে শ্বাস টেনে ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এল মেজর হোরটার এ-টেন। তীরবেগে নিচে নামছে সে। তারপর সিধে হলো প্লেন, সোজা ছুটল—প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে কোন কৌশল প্রয়োগ করছে না, জানে আকাশ থেকে তার প্লেনকে আঘাত করতে পারে এমন কিছু নেই, আর স্মল আর্মস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ সে আসলে ককপিটের ভেতর টাইটেনিয়ামে তৈরি একটা বাথটাবে বসে আছে।

কপালের সামনে ডিসপ্লেতে কমপিউটর জানাচ্ছে কোন্ অ্যাঙ্গেলে গোলা ছুঁড়তে হবে। গানসাইটে ভাসমান নিওন সার্কেল দেখতে পাচ্ছে হোরটা, উল্টোদিকে পাহাড়। দুটো সার্কেলকে এক করতে কোন সমস্যা হলো না, সেটার মাঝখানে নিয়ে এল পাহাড়টাকে। ধূসর রঙের তেরপল বা ওই ধরনের কিছু দেখতে পাচ্ছে সে, পাহাড়চূড়ার ওপর বিছানো একটা রুমালের মত লাগছে, রুমালের কিনারায় ট্রেঞ্চগুলোয় নড়াচড়াও লক্ষ করল। কানে রক্তের গান শুনছে সে। চোখের সামনে বড় হচ্ছে পাহাড়টা। অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক ইন্ডিকেটর চেক করল আরেকবার। গান বাটন ছুঁলো।

তার নিচে টোয়েনটি এমএম কেঁপে উঠল, ফিউজিলাজের নিচে সাতটা ব্যারেল গর্জে উঠল একযোগে। সে তার সামনে ট্রেসারগুলোকে ছুটতে দেখছে, নিচে নেমে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। যেখানে পড়বে, সব ধ্বংস করে দেবে ওগুলো। প্রতিপক্ষের কি ক্ষতি হচ্ছে বোঝা না গেলেও, ট্রেঞ্চ আর ট্রেঞ্চের চারপাশ থেকে লাফ দিয়ে উঠছে তুষার। পাঁচ সেকেন্ড ফায়ার করল হোরটা, যতক্ষণ না পাহাড়টা তার সামনে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল। প্লেনের নাক উঁচু করল সে, হেডফোনে শুনতে পাচ্ছে অন্যান্য প্লেন থেকে বিস্ফোরিত হচ্ছে টোয়েনটি এমএম-এর ব্যারেল।

কিন্তু তারপরই চমকে উঠল মেজর হোরটা। শুনতে পেল, 'সর্বনাশ, ওয়ান্ডার লীডার! আমাকে একটা মিসাইল ধাওয়া করেছে!'

ওয়াস্তার ফোর-এর গলা, চিনতে পারল হোরটা, ভয় পাওয়ায় বেসুরো শোনাল। 'ওয়াস্তার ফোর, গো টু ইসিএম। সরে যাও, এড়িয়ে থাকো…!' পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল সে।

'আহ্, ফাক, হি গট মি!' ওয়াস্তার ফোর চিৎকার করছে। 'আহ্, ধোঁয়া, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না…।'

'তোমার নষ্ট এঞ্জিন বন্ধ করে দাও,' নির্দেশ দিল হোরটা। 'আগুন নেভাও। নিচে নেমে যাও, ওয়াস্তার ফোর। বিপদ সামলে নিতে পারবে তুমি।'

ওপরে উঠছে হোরটা, সেই সঙ্গে বাঁক ঘুরছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। তার ফ্লাইট ছড়িয়ে আছে আকাশে, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে পাহাড়টা। প্লেনের মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো ওয়াস্তার ফোর, ওটার বাম দিকের জেনারেল ইলেকট্রিক সাদা আগুন উদ্গীরণ করছে। দ্রুত নিচে নামছে প্লেনটা।

'ফার্মল্যান্ডে ল্যান্ড করতে পারবে তুমি, ওয়াস্তার ফোর,' বলল হোরটা।

জবাব এল, 'প্লেন যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। আমি ইজেক্ট করতে যাচ্ছি!'

'নেগেটিভ, ফোর, তোমার অলটিচ্যুড নেই।'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আতঙ্কিত ওয়াস্তার ফোরের পাইলট জমিন থেকে মাত্র চারশো ফুট ওপরে থাকতে ইজেক্ট করল। মাটিতে যখন পড়ল, প্যারাস্যুট তখন মাত্র অর্ধেক খুলেছে। বিশাল প্লেনটা পড়ল ঠিক তার সামনে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো, প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঢাকা পড়ে গেল সব।

'অল রাইট, ওয়াস্তার ফ্লাইট, আবার সবাই ঝাঁক বাঁধি এসো,' কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, হোরটা সেটা ভাঙার পরও পাইলটরা কেউ কথা বলল না। তারপর আবার কথা বলল সে, এবার ডেল্টা হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। 'ডেল্টা সিক্স, মিসাইল এল কোত্থেকে? লোকগুলো ওখানে কারা?'

হেডকোয়ার্টার থেকে জবাব দিল মেজর ম্যালেট, 'ওয়াস্তার ওয়ান,

আমাদের জানা ছিল না ওদের কাছে এসএএম আছে। মনে হলো যেন স্টিঙ্গার।'

স্টিঙ্গার মারাত্মক দুঃসংবাদ। ওটার স্পীড ম্যাক ২.২-তে পৌঁছুতে পারে, যে-কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ধাওয়া করতে পারে হিট সোর্স, রেঞ্জ ৩.৫ মাইল।

'সেরেছে,' একজন ওয়ান্ডার পাইলট বলল, 'আমার হাইড্রলিকে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। ঝাঁক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'নেগেটিভ,' নির্দেশ দিল হোরটা। 'কাজ বাকি রেখে কোথাও কেউ যাচ্ছ না। কমান্ডিং অফিসার, আপনি চান আবার আমরা আক্রমণ করি?'

জবাব এল পাহাড়ী রাস্তার ওপর থেকে। 'কমান্ডিং অফিসার মেজর রানা বলছি। অবশ্যই আক্রমণ চলতে থাকবে, ওয়ান্ডার ওয়ান। আমার একদল কমান্ডোকে রোডব্লকের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওরা পাহাড়ের মাথায় পজিশন দখল করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এয়ার সাপোর্ট না পেলে ওরা কিছুই করতে পারবে না।'

'মেজর হোরটা, আমার হাইড্রলিক··· ।'

'মাইক বন্ধ রাখো!' হুঙ্কার ছাড়ল মেজর হোরটা। 'ওয়ান্ডার সেভেন, মাইক বন্ধ রাখো।'

দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার জন্যে বারো মাইল দূর থেকে ঝাঁকটাকে নিয়ে ছুটল হোরটা। বাম দিক থেকে শুরু, বিশাল এক বৃত্ত রচনা করছে ঝাঁকটা। সামনে আবার বড় হচ্ছে পাহাড়। 'অল রাইট, ওয়ান্ডার ফ্লাইট,' বলল সে। 'দুই ভাগে যাব আমরা। আমি প্রথম দলে থাকব, সঙ্গে দুই আর তিন নম্বর শিপ। উত্তর থেকে দক্ষিণে যাব, এই ধরো দু'হাজার দুশো ফুট ওপর দিয়ে—ইভেসিভ অ্যাকশন, ইলেকট্রোকাউন্টারমেজারস। ওরা স্টিঙ্গার পাঠালে আমি কিছু ফ্লেয়ার ছাড়ব। ক্যাপটেন হ্যারিস, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেবে তুমি—সঙ্গে থাকবে ছয়, সাত আর আট নম্বর শিপ, যাবে পুব থেকে পশ্চিমে। ওকে অন মাই মার্ক ডিভাইড। অ্যান্ড নাউ!'

ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এল মেজর হোরটা, জমিনের দিকে তাক করল প্লেনের নাক। রিয়্যার মিররে দেখল অবশিষ্ট ছ'টা শিপের মধ্যে থেকে তিনটে তার পিছু নিয়েছে। হ্যারিসের নেতৃত্বে বাকিগুলো দ্বিতীয় ঝাঁকে

থাকল।

লোকগুলো কে আসলে? মেজর হোরটা চিন্তা করছে। স্টিঙ্গার মিসাইল তারা পেল কিভাবে? 'শুরু করি এসো, ওয়াভার ফ্লাইট,' নির্দেশ দিল সে।

জেটগুলো পাহাড়টাকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করল, প্রথমে এক ঝাঁক, তারপর দ্বিতীয় ঝাঁক। পাইলটরা ফায়ার করছে, পাহাড়ের মাথা থেকে পনেরোশো ফুট নিচের ঢালে দাঁড়িয়ে ওগুলোর পড থেকে খালি ক্যানন শেল খসে পড়তে দেখল রানা, হারিয়ে যাচ্ছে ঘন ধোঁয়ার ভেতর। ফিউজিলাজের তলা থেকে বর্শার মত ছুটছে ট্রেসার। পাহাড়ের যেখানে পড়ছে, চুরমার করে দিচ্ছে সব।

তবে রানার চোখে একটা গলদ ধরা পড়ল। 'অনেকক্ষণ ধরে ফায়ার করছে ওরা,' রেডিওতে চিৎকার করল ও। 'ওয়াভার ওয়ান, এর মানে কি?'

হেডকোয়ার্টার থেকে এফএসি বলল, 'টার্গেট পেয়ে গেছে, ফায়ার করবে না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যামুনিশন খরচ করে ফেলছে। পরে যাতে আর আক্রমণে যেতে না হয়।'

'বলেন কি!'

'ওয়াভার ওয়ান!' আবার ডাকল রানা। 'কমান্ডিং অফিসার মেজর রানা বলছি। পাইলটদের নির্দেশ দিন, অযথা ফায়ার করতে নিষেধ করুন।'

'ওয়াভার ফ্লাইট, দিস ইজ ওয়াভার লীডার, তোমরা তোমাদের অ্যামুনিশন হাতে রাখো। এ-সব কি হচ্ছে, শুনি?'

'মেজর হোরটা, আমার অ্যামুনিশন শেষ,' একজন পাইলট রিপোর্ট করল।

'সিক্স, তুমি তোমার বেশিরভাগ অ্যামুনিশন ওয়াশিংটন কাউন্টির দিকে ছুঁড়েছ, গর্দভ কোথাকার!'

'মিসাইল!' হেডকোয়ার্টার থেকে বলল মেজর ম্যালেট। 'ওরা আরও মিসাইল ছুঁড়েছে।'

'হিটসিকারস,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করে উঠল এফএসি।

সাদা গ্যাস ছাড়তে ছাড়তে শিকারী কুকুরের মত ছুটে এল মিসাইলগুলো, ধাওয়া করল জেটগুলোকে। পাইলটরা বাঁক নিয়ে এড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু যমদূত পিছু ছাড়ছে না। সাদা পাহাড়টার মাথার ওপর বিশাল এক গোলাপের পাপড়ির মত খুলে গেল ঝাঁকটা, যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। বেশিরভাগ মিসাইল লক করতে ব্যর্থ হলো, অল্প কয়েক সেকেন্ডের ফুয়েল নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় ছুটল, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। তবে...

'মিসাইল লক-অন! মিসাইল লক-অন!' রেডিওতে আর্তনাদ ভেসে এল। একটা এ-টেনের এঞ্জিনে আঘাত করল মিসাইল, সংঘর্ষের আওয়াজটা মালভূমি ও পাহাড়ের গা থেকে শোনা গেল পরিষ্কার। বিস্ফোরিত হলো চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। প্লেনটা কাত হয়ে যাচ্ছে, ডিগবাজি খেতে শুরু করল। দ্বিতীয় একটা মিসাইল বড় আকারের হিট সোর্স পেয়ে ধেয়ে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা অগ্নিকুণ্ডে। গোলাপী আগুন গ্রাস করল প্লেনটাকে, খসে পড়ল নিচে।

'ওহ্ গড! আমার কন্ট্রোল সাড়া দিচ্ছে না!' বিধ্বস্ত প্লেন থেকে ভেসে এল পাইলটের গলা।

'মেজর হোরটা,' একজন পাইলট রিপোর্ট করছে, 'আর মাত্র এক পশলা ফায়ার করতে পারব আমি।'

'মেজর হোরটা,' আরেকজন বলল, 'আমার হাইড্রলিকে গুলি লেগেছে। ডানাও অক্ষত নেই।'

'মেজর হোরটা, আমার কন্ট্রোল চুরমার হয়ে গেছে।'

'ওয়ান্ডার ফ্লাইট,' নির্দেশ দিল মেজর হোরটা, 'সবাই তোমরা স্টেশনে থাকো।'

রেডিওতে রানার গলা শোনা গেল। 'আপনাদের অ্যামুনিশনের কি অবস্থা?'

'কমান্ডিং অফিসার,' বলল হোরটা, 'দিস ইজ ওয়ান্ডার লীডার।

আমার হাতে আর সাত সেকেন্ড সময় আছে। আবার আমি আক্রমণে যাচ্ছি। ওয়ান্ডার ফ্লাইট, হ্যারিসের নেতৃত্বে ঝাঁক বাঁধো তোমরা, মার্টিন এয়ার ফিল্ডে ফিরে যাও।'

'মেজর হোরটা,' বলল রানা, 'আপনার একা যাওয়া উচিত হবে না।'

'রক অ্যান্ড রোল-এর জন্যে সাত সেকেন্ড হাতে আছে,' বলল মেজর হোরটা। 'কাজে লাগাব না?'

হেডকোয়ার্টারে ম্যালেটকে এফএসি বলল, 'আকাশে ও যদি একা থাকে, ওদের হিট-সিকারস ওকে নির্ঘাত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। ওগুলো স্টিঙ্গার, সবগুলোর সেরা।' তারপর তিনি রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজর রানা, ওরা স্টিঙ্গার পেল কেত্থেকে?'

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'মেজর হোরটা, আপনার সারভাইভ করার সম্ভাবনা শূন্য।'

'আমি নাচতে এসেছি, মেজর, বসে থাকতে আসিনি।'

'গুড লাক, দেন, ওয়ান্ডার লীডার।'

এখন শুধু পাহাড় আর স্যাম হোরটা। স্মল আর্মসকে ভয় পাবার দরকার নেই তার, যদিও বুদ্বুদের যেখানে এলএমজির রাউন্ড আঘাত করেছিল সেখানে একটা মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। ককপিটের ভেতর শুধু যে বাথটাবটা টাইটেনিয়ামে তৈরি তা নয়, সঙ্গে সেলফ-সীলিং ট্যাঙ্কও আছে। ফায়ার করার ব্যাপারেও চিন্তিত নয় সে। টার্গেটের কাছাকাছি যাওয়া কোন সমস্যা নয়, যতই ট্রেসারগুলোকে ছুটে আসতে দেখা যাক। টার্গেটের কাছাকাছি যাওয়া এই জন্যে নিরাপদ, এগজস্ট রয়েছে জেটের পিছনে, সন্ধান না পাওয়ায় ওদের হিটসিকার ধাওয়া করতে পারবে না। বিপদ হবে মিসাইলের দিকে তুমি যখন পিছন ফিরবে।

পাহাড়প্রাচীরের মাথা পেরুবার পর ওপরের খোলা আকাশে সব রকম বিপদ ঘটতে পারে। মারাত্মক ক্ষতি হোক বা না হোক, এলএমজি আঘাত করতে পারে। আর মিসাইল তো ধাওয়া করবেই। রওনা হয়ে ঘন ঘন প্লেনটাকে উঁচু-নিচু করল হোরটা। প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে সে। প্লেন সিধে করে নিল, মনে আছে গুলি করতে পারবে সাত সেকেন্ড।

তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতে শুরু করল বাম দিকে, সেই সঙ্গে ডাইভ দিল, যতটা সম্ভব পাহাড়ের দিক থেকে এঞ্জিনগুলোকে আড়াল করে রাখছে।

ম্যাগাজিনের সেন্টারফোল্ডে ছাপা বিশাল এক স্তনের মত পাহাড়টা। ফাঁকি দেয়ার সমস্ত কৌশল কাজে লাগাচ্ছে হোরটা। জমিন ও আকাশের দিকে লম্বালম্বি হলো দুই ডানা, আবার কখনও একদিকে কাত হয়ে ছুটল প্লেন, নির্দিষ্ট কোন ফ্লাইট প্যাটার্নে স্থির থাকছে না।

ইতিমধ্যে রঙের পোচ ভেসে আসতে শুরু করেছে তাকে ধ্বংস করার জন্যে। মনে হলো রাশি রাশি উজ্জ্বল বুদ্বুদে গোসল করানো হচ্ছে তাকে। রঙ নয়, আগুন। দৃষ্টিভ্রম ঘটল, দুঃস্বপ্ন আর ফ্যান্টাসী ভর করল। প্রতিটি আঘাতে ঝাঁকি খেলো তার প্লেন, আঘাতগুলো এখন নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের প্রতিটি অস্ত্র এখন হোরটাকে লক্ষ করে গর্জন করছে।

বাতাসের অকস্মাৎ ধাক্কা অনুভব করল হোরটা, মাথার ঠিক ওপরে ওর বুদ্বুদ সেলাইয়ের প্যাটার্নে ফুটো তৈরি হয়েছে। ককপিটের ভেতর পটকার মত কিছু একটা ফাটল। তার বাম হাত অসাড় হয়ে গেল। আয়নাটা বিস্ফোরিত হলো। ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ককপিট।

'ওয়ান্ডার ওয়ান, ওয়াচ ইওরসেলফ।' এফএসি-র গলা ভেসে এল রেডিওতে। 'লুকিং গুড। লুকিং রিয়েল গুড।'

ঠিক আছে, ভাবল হোরটা, এবার একদম কাছাকাছি হওয়া দরকার। বেজন্মা কুত্তাগুলোকে উচিত শিক্ষা দেবে সে।

হেড-আপ ডিসপ্লেতে তাকাল সে, ফ্লোটিং সার্কেলগুলোর সঙ্গে এক লাইনে চলে আসছে পাহাড়চূড়া। নিচের জঙ্গলে আগুন, আলো আর ছুটোছুটি লক্ষ করল সে। এয়ারস্পীড চেক করল, ২২০। অলটিচ্যুড ১৪৫০। অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক, ৩৭। এখনই আক্রমণ করার সময়।

সুইচ স্পর্শ করল সে।

দীর্ঘ সাত সেকেন্ড ধরে ফায়ার হলো। টোয়েনটি এমএম ছিন্নভিন্ন করে দিল ক্যানভাস। কোন ধারণা নেই আদৌ ক্ষতি করতে পারছে কি না, শুধু দেখল ট্রেসারগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তেরপলের ভেতর।

প্লেনের তলা থেকে স্যাঁৎ করে পিছিয়ে গেল পাহাড়চূড়া, শেষ কিছু

শেল ছড়িয়ে পড়ল মেরিল্যান্ডে। বাঁক নিতে শুরু করে ওপরে উঠছে হোরটা, অস্থির ও সাদা কি যেন পাশ কাটাল তাকে। সন্দেহ নেই, একটা মিসাইল লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে। এক সেকেন্ড পর আরও একটা অনুসরণ করল সেটাকে। এখনও প্লেনের সঙ্গে লক-অন হয়নি একটাও। তৃতীয় মিসাইলটা জ্বলছে, বেরিয়ে গেল প্লেনের তলা দিয়ে।

আবার ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করল হোরটা। তার চারদিকে বুদ্বুদটা চকচকে হীরার সমষ্টি হয়ে উঠেছে। তার নিচ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কন্ট্রোলের অবস্থা করুণ। স্টিকটা বেয়াড়া কিশোরের মত, বুড়ো বাপের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, যেদিক খুশি কাত হয়ে পড়ছে। হোরটা আকাশ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু মেরিল্যান্ড দেখছে। দ্রুত বেগে তার দিকে উঠে আসছে জমিন।

বরফ আর মাটিতে পড়ল প্লেনটা। দু'এক সেকেন্ড কোন আগুন দেখা গেল না, তারপর আগুন ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না। সেই আগুন উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন ধোঁয়া।

'আমি শুধু জানতে চাই, কারা ওরা।' থরথর করে কাঁপছে ফরওয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলার। 'স্টিঙ্গার পেল কোত্থেকে? ওদের পরিচয় কি, ইউএস আর্মি?'

'ওরা কারা, এখনও আমরা জানি না,' রেডিও থেকে রানার জবাব ভেসে এল। 'বাচ্চাকাচ্চা?'

'হোয়াট?'

'মেজর হোরটার বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'অনেকগুলো। পাঁচটা, কিংবা ছ'টা। গডড্যাম, স্যাম হোরটা মারা গেছে। এ আমি কি করে বিশ্বাস করি! কি করে মেনে নিই!'

'মেজর রানা,' বব ম্যালেটের গলা ভেসে এল রেডিওতে। 'এইমাত্র একটা মেসেজ পেলাম, সরাসরি হোয়াইট হাউস থেকে।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'এয়ার অ্যাটাক আংশিক ব্যর্থ হয়েছে, এ রিপোর্ট ওরা পেয়েছেন,' বলল ম্যালেট। 'তবু ইনসিস্ট করছেন, ডেল্টা কমান্ডোকে এখুনি

অ্যাসল্টে যেতে হবে। হোয়াইট হাউস চাইছে মেসেজটা আপনি অ্যাকনলেজ করেন।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। এয়ার অ্যাটাক আংশিক না পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে জানা নেই ওর। এয়ার অ্যাটাক থামবে না, বিরতি দিয়ে হলেও চলতেই থাকবে, এ-কথা ধরে নিয়েই আক্রমণের প্ল্যান তৈরি করেছে ও। সব দিক বিচেনায় রাখলে, আক্রমণে দেরি করা উচিত হবে না। আবার ড্রাগন ফোর্স এমন একটা সুবিধেজনক পজিশনে রয়েছে, এয়ার সাপোর্ট না পেলে ডেল্টার সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'পরবর্তী এয়ার অ্যাটাক শুরু করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? এফএসি কি বলেন?'

পনেরো সেকেন্ড পর এফএসি বলল, 'মার্টিন এয়ারফিল্ডে প্রস্তুতি চলছে। থারটি সরিয়ে টোয়েনটি বসাতে হচ্ছে বলে সময় একটু বেশি লাগবে। অন্তত দু'ঘণ্টা।'

না, দু'ঘণ্টা সময় দেয়া সম্ভব নয়, তার আগেই পৃথিবীর ইতিহাস বদলে যেতে পারে। 'ঠিক আছে। মেজর ম্যালেট, ডেল্টা অ্যাসল্টে যাচ্ছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রানা।

সাত

প্যাট্রিক লুকাস উত্তেজিত। এফবিআই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দু'জন এজেন্ট একেবারেই শান্ত। তারা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল। হপকিন্স অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ল্যাবে এমএক্স বেসিং মোডস গ্রুপে কাজ করেছেন তেরোজন পদস্থ ব্যক্তি। এঁদেরকে নিয়োগদান করেছিল ডিপার্টমেন্ট অব এয়ারফোর্সের স্ট্র্যাটিজিক ওঅরফেয়ার কমিটি সাউথ মাউন্টিনে মিসাইল সাইলোর ডিজাইন তৈরি করানোর জন্যে। লাস্ট চান্স-এর কমান্ডিং

অফিসার হিসেবে মেজর মাসুদ রানা এঁদের সবার জন্যে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ স্রেফ সাবধানতা অবলম্বন। এখন, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে, ড. লুকাস।

চুপসে গেলেন লুকাস। ক্লান্ত বোধ করছেন তিনি। খুব ভাল করেই জানেন, এ-সব প্রশ্ন কোনদিকে গড়াবে। শেষ পর্যন্ত শার্লটের প্রসঙ্গ উঠবেই উঠবে।

বাবা-মার পরিচয় থেকে শুরু করে ছেলেবেলাটা কোথায় কিভাবে কেটেছে, সবই জিজ্ঞেস করল অফিসাররা। প্যাট লুকাস স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হননি, এবং প্রথম হওয়াটা তাঁর জন্যে কখনোই কঠিন ব্যাপার ছিল না। হার্ভার্ডে ভর্তি হবার পর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগস ধরেন, যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। এত কিছু করার পরও তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটত লাইব্রেরীতে। তবে হতাশা ছিল, এমনকি মাঝে মধ্যে তাঁর আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছে হত। এবং হার্ভার্ডে থাকতেই চিন্তাটা তাঁর মাথায় আসে।

একটা বিগ ব্যাঙ ঘটিয়ে সব কিছু এক নিমেষে ধ্বংস করে দেয়া যায় না?

স্ট্র্যাটিজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সেই শুরু। একটা বোমা সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, এই জ্ঞান এক ধরনের স্বস্তি এনে দেয় তাঁর মনে। ওই বোমা তাঁর বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। ওটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তিনি—ইতিহাস জানেন, বৈশিষ্ট্য বোঝেন, জটিলতা খোলেন। শিখলেন কিভাবে বানাতে হয়, কিভাবে লুকাতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ডেলিভারি দিতে হয়। এ-সব নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন—বার্নাড ব্রোডি, আলবার্ট হোলস্টেটার, হেনরি রোয়ান ও অ্যান্ডি মার্শাল—এঁরা সবাই তাঁর হিরো হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রথম থিসিসে এদের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলো ঠিকই, তবে তিনি নিজে সম্পূর্ণ নতুন একটা দর্শন উপস্থাপন করলেন—'স্ট্র্যাটিজিক রিয়্যালিটি: ক্রাইসিস থিঙ্কিং ফর আ নিউক্লিয়ার এজ'। পরে সেটা র‍্যানডম হাউস ছাপে।

আসলে, লুকাস যা কিছু হতে পেরেছেন, সব কিছুর জন্যে তিনি

বোমাটার কাছে ঋণী। জ্ঞান হবার পর থেকে একা তিনি, একা ও বিষণ্ন; বোমাটা তাঁকে সেই একাকীত্ব আর বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দেয়। এই বোমার জন্যে শার্লটকেও পান তিনি।

শার্লটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ইংল্যান্ডে। রোড্জ্ স্কলারশিপ নিয়ে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে পলিসি ডিসিশন-এর ওপর উইপনস সিস্টেমের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি। শার্লটও ওই একই স্কলারশিপ নিয়ে আর্টস নিয়ে গবেষণা করছিল। শার্লট সুন্দরী, ইহুদি, তবে চুইংগাম মুখে ভরে বুদ্বুদ ফোলাতে দেখে তাকে লুকাস আমরিকান বলে ধরে নেন। পরিচয়ের সময় শার্লট জিজ্ঞেস করছিল, কে তুমি? সত্যি কথাই বলেছিলেন লুকাস, আই অ্যাম দা স্মার্টেস্ট গাই ইউ এভার মেট ইন ইওর লাইফ।

লুকাস কি অক্সফোর্ডে কোন কমিউনিস্টের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন? না, বোকাদের সঙ্গে কেন তিনি মিশতে যাবেন! এমএক্স বেসিং মোডস গ্রুপের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন যাকে রাজনৈতিক অর্থে সন্দেহ করা হত? লুকাস জবাব দিলেন, আমি তাদের ফাইল দেখিনি, আপনারা দেখেছেন। একজন এজেন্ট নোটবুকে কি যেন লিখল। অপরজন বলল, গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা অনেকেই পরে ধর্ম পরিবর্তন করেন, নিজ বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন, কেউ কেউ রাজনীতিতে আগ্রহ দেখান। যেমন মাইকেল গ্রীন। আপনি মাইকেল গ্রীন সম্পর্কে কি জানেন বলুন। মাইক? সে হোমো ছিল। তবে আমরা ইন্টারেস্টিং কিছু পাবার আগেই কেটে পড়ে সে।

একজন এজেন্ট বলল, 'তিনি নিখোঁজ হয়ে যান, তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ হবার সেটাই কারণ। তাঁর এইডস হয়েছিল, জানেন কি?'

না, লুকাস জানেন না। কি দুঃখজনক, তাই না?

এমনকি হতে পারে না, যে লোক মারা যেতে বসেছে, মরিয়া হয়ে ধ্বংসাত্মক কিছু একটা করার কথা ভাবল? কি উত্তর দেবেন লুকাস? এমএক্স বেসিং মোডস গ্রুপে কার কি দুর্বলতা ছিল সব তিনি জানেন। মাইক ছেলে-ছোকরাদের ভালবাসত, ম্যাগি বার্জিন একজন বদমেজাজী মেকানিকের প্রেমে পড়ল, নাইলস ফ্যালোর ছিল অ্যালকোহলিক স্ত্রী,

মেরী ফ্রান্সিস হারমান ছিল ভার্জিন, অথচ অশ্লীল শব্দ ছাড়া কথা বলতে পারত না, জেরি থিওবল্ডকে কেউ কোনদিন হাসতে দেখেনি, জেফ টেম্পলটার তার ছেলে-মেয়েদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত, মৌরি রীডস-এর স্ত্রী জিল একজন মেরিন কর্নেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়…

জানতে চাওয়া হলো, গত কয়েক মাসে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? কিংবা হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে? এমন মনে হয়েছে, কেউ আপনার ওপর নজর রাখছে? বাড়ি ফিরে মনে হয়েছে; কাগজ-পত্র এলোমেলো? লেটার বক্সের চিঠি খোলা হয়েছিল, এরকম কোন সন্দেহ জেগেছে মনে? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর—না।

'স্ত্রী সম্পর্কে বলুন।'

'না, তাকে জড়াবেন না। প্লীজ। সে… সে আছে কোথাও, ব্যস।'

'বিয়েটা ভাঙল কেন? কবে ভাঙল?'

'আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। এখন সে অন্য এক লোকের সঙ্গে আছে। আর কিছু বলার নেই আমার। আমি তাকে আপসেট করে তুলি, সে অন্য এক লোকের সঙ্গে চলে যায়।'

'তিনি চলে যান, এবং আপনি নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হন?'

'সেটা আরও কয়েক মাস পরের ঘটনা। জুলাই মাসে, আমি তখন কমিটি থেকে সরে এসেছি। তবে আমার অসুস্থতা খুব একটা সিরিয়াস ছিল না।'

প্রশ্নের কোন শেষ নেই, আবার প্রথম থেকে শুরু হলো। এফবিআই অফিসাররা সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, তার ওপর নির্দেশের সঙ্গে কমান্ডিং অফিসার মাসুদ রানার একটা মন্তব্যও পেয়েছে তারা—'প্যাট লুকাস তাঁর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন একটা তথ্য গোপন করছেন বলে মনে হয়েছে আমার।'

এক সময় ক্লান্ত ও বিরক্ত লুকাস পাঁচ মিনিটের বিরতি চাইলেন। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বাইরে, সমতল প্রান্তরে, বিধ্বস্ত জেটগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে, একদিকের আকাশ ঢেকে ফেলছে। পাহাড়ের ওপর থেকে মাইন, গ্রেনেড, রাইফেল আর এলএমজি-র আওয়াজ ভেসে আসছে। বব ম্যালেটকে দেখতে পেলেন

তিনি, ঝুঁকে আছে রেডিওর ওপর, সম্ভবত পাহাড়ে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত কমান্ডিং অফিসার মেজর রানার সঙ্গে কথা বলছে। ইতিমধ্যে রেঞ্জাররা পৌঁছেছে, অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে তারা। লুকাস ভাবলেন, আমার আচরণে কি ছিল যে কমান্ডিং অফিসার সন্দেহ করে বসলেন?

এজেন্ট দু'জনের দিকে ফিরলেন তিনি। ভাবলেন, সত্য স্বীকার করার সময় হয়েছে। মাসের পর মাস চেপে রেখেছেন ব্যাপারটা, তাতে কষ্টই শুধু বেড়েছে, আর কোন লাভ হয়নি। 'শুনুন,' বললেন তিনি, 'আমার ধারণা, শার্লটই সাউথ মাউন্টিন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে।'

অস্ত্রটা, এম-সিক্সটিন, এক হাতে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে থোং ডাং লিলি। বাতাসে ঘূর্ণি তুলে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার। পায়ের নিচে ডেক ঝাঁকি খাচ্ছে, উঠে আসছে ধাতব আর্তনাদ। এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল একজন ক্রুর চিৎকার, 'স্মল আর্মস!'

কালো ড্রেস পরে রয়েছে লিলি। সামনে বসা তার পার্টনার টিম ব্যারিও তাই পরেছে। ব্যারির চেহারা শান্ত ও নির্লিপ্ত। পাহাড় পেরিয়ে এল ওরা, একটা কোণ রচনা করে নিচে নামছে, ওদের চারপাশে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে বাহনটা। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে লিলির। 'কপ্টার বিধ্বস্ত হতে দেখেছে সে, দেখেছে মাঝ আকাশে আগুন লেগে যেতে। নিচে পড়ার পর বোমার মত বিস্ফোরিত হয় ওগুলো। পরে তুমি দেখতে যাও। দেখে মনে হবে ছাল ছাড়ানো পোকা, মাটিতে ভেঙেচুরে পড়ে থাকা ধাতব কঙ্কাল। ভেতরে থাকে মানুষ, তার পোড়া মাংস। মুখগুলো চেনা যায় না, কী ভয়ঙ্কর! তারপর আরও 'কপ্টার এসে পৌঁছুবে, টানেলে ফিরে যাবার সময় হয়ে যাবে।

'শক্ত হোন সবাই,' ক্রুদের চীফ সাবধান করল। টাচ ডাউন।'

নামার সময় বড় একটা ঝাঁকি খেলো 'কপ্টার। ধোঁয়া আর ধুলো দেখা গেল। ভাইব্রেশনে ভারী হয়ে আছে বাতাস। হঠাৎ করে ক্যামোফ্লেজ পরা লোকজন ছুটে এল। তাদের মুখ সবুজ, আচরণে ব্যস্ততা, চিৎকার করছে, 'আউট! আউট! কাম অন, ইনটু দা ট্রেঞ্চ।'

হেলিকপ্টার থেকে নেমে ছুটল ওরা, লাফ দিয়ে পড়ল সদ্য খোঁড়া একটা ট্রেঞ্চে। এখানে আরও লোকজন রয়েছে।

'ফায়ার ইন দা হোল,' কেউ একজন চিৎকার করল। পরমুহূর্তে বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। আকাশে গাছপালা উড়তে দেখা গেল। চারদিকে ধোঁয়া। খকখক করে কাশতে শুরু করল লিলি। বাতাসে গান পাউডার। মা, তার মেয়ে বলল, এ-সব কতই না তোমার পরিচিত!

'ওকে, র‍্যাটস,' লীডার-অফিসার বললেন। 'ওটা ছিল ত্রিশ পাউন্ড সি-ফোর। প্রাচীন ম্যাপ দেখে বসানো হয়েছিল চার নম্বর মাইনের মেইন শ্যাফটের মুখে। চলুন দেখি আপনাদের জন্যে কোন গর্ত তৈরি হয়েছে কিনা।'

ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ধোঁয়ার উৎস লক্ষ্য করে এগোল ওরা। চারদিকে সমস্ত গাছপালা ধরাশায়ী হয়েছে। বরফ এখন কালো, আর গর্তটা থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মাথার ওপর পাহাড়, ঘন গাছপালায় ঢাকা, উঠে গেছে একদম খাড়াভাবে। পাহাড়টার গোড়ায় রয়েছে ওরা, জঙ্গলের ভেতর পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। গোলাগুলির আওয়াজ আসছে, তবে তা দূর থেকে। কয়েকজন সৈনিককেও দেখা যাচ্ছে, সতর্ক প্রহরায় রয়েছে তারা।

'টানেলের নাগাল বোধহয় পাওয়া গেছে,' একজন সৈনিক বলল। 'চার্জগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছিল, যাতে ভেতর দিকে আঘাত করে।'

'ঠিক আছে,' বলল ব্যারি। 'দেখতে দিন আমাকে।' কোন রকম দ্বিধা না করে ঝপ করে ফাঁক হয়ে থাকা মাটিতে নামল সে। ফিরে এল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। 'কাজ হয়েছে, কাজ হয়েছে। আমরা একটা টানেল পেয়েছি। বহুত লম্বা, মিশমিশে কালো—একটা বেজন্মা!' হাসছে সে। 'এসো, বোন, যীশুর নাম নিয়ে ঢুকে পড়ি।'

থার্ড ইনফ্যানট্রির ষাটজন সোলজার, রবার্ট গ্রিফিনের নেতৃত্বে, ঘুরপথ ধরে পৌঁছে গেছে রোডব্লকের ওপরের রাস্তায়। পাহাড়চূড়া এখান থেকে এক হাজার ফুট আরও ওপরে। রানার নির্দেশ মাইন সরিয়ে পথ পরিষ্কার

করতে হবে, আক্রমণে যাবার দরকার নেই। আক্রমণ শুরু হবে ডেল্টার সদস্যদের নিয়ে ও পৌঁছুনোর পর।

এক পাশে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর, সেটার গোড়ায় রাস্তা, রাস্তার আরেক পাশে গভীর জঙ্গল। এয়ার অ্যাসল্ট থামার আগেই গ্রিফিন নির্দেশ দিল, 'মাইন খোঁজো।'

রাস্তায় ওঠার আগেই মাইনের সন্ধান পাওয়া গেল, গাছপালার ফাঁকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। ষাটজন লোক, দশজন পাহারায় থাকল, বাকি সবাই মাইন খুঁজছে। চল্লিশটার মত পাওয়া গেল, রাস্তার কিনারায় এসে পৌঁছুল দলটা। এই সময় থেমে গেল এয়ার অ্যাসল্ট।

রাস্তার ওপর প্রথমে কোন মাইন পাওয়া গেল না। তবু খুব সাবধানে এগোল সৈনিকরা। সামনে একটা বাঁক, সেটা ঘোরার সময় নুড়ি পাথরের ফাঁকে পাওয়া গেল মাইন। এগোবার গতি মন্থর হয়ে পড়ল, সবাই মাইন খুঁজছে। বাঁক ঘোরার পরও মাইন পাওয়া যাচ্ছে। দুশো গজ এগোতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল। তারপর সামনের বেশ খানিকটা রাস্তায় একটাও মাইন নেই। এভাবে চারশো গজ এগোবার পর আবার একটা বাঁক, এবং এখানে কিছু মাইন পাওয়া গেল। আরও একশো গজ এগোবার পর দেখা গেল রাস্তা মাইনশূন্য।

পাহাড়চূড়া এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, ঝুল-পাথরের আড়াল আছে। গ্রিফিন সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করছে। এখন কি সে সামনে এগোবে, নাকি মেজর রানার জন্যে অপেক্ষা করবে? সৈনিকদের মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ করল সে। ভাবল, সামনের রাস্তায় মাইন আছে কিনা দেখা দরকার। আবার এগোবার নির্দেশ দিল সে।

আরও একটা বাঁক ঘুরল তারা। একশো গজ এগোবার পর শুরু হলো বিপর্যয়। পাহাড়চূড়া বা চূড়ার কিনারা এখান থেকে দেখা যায় না, তবে মাথার ওপর ঝুলে থাকা পাথরের কিনারায় ড্রাগন ফোর্সের লোকজন পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে পারে। কাজেই খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে এগোতে হলো। বিপদটা এমন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এল, লাফ দিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ারও সময় পাওয়া গেল না। প্রথমে মনে হলো পাথর বৃষ্টি—কমান্ডোদের চারপাশে, গায়ে-মাথায়, জঙ্গলের

কিনারায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একের পর এক নেমে আসছে নুড়ি পাথর, যেন এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল, গড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর শুরু হলো বিস্ফোরণ। রাস্তার সামনের অংশে ছিল পঁচিশ জনের একটা দল, পিছনে আরও দশজন। একের পর এক, প্রতি সেকেন্ডে দশ-বারোটা করে, বিস্ফোরিত হচ্ছে— পাথর নয়, গ্রেনেড। ছুটে পালাবে, সে উপায় নেই। আতঙ্কে দিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কমান্ডোরা, যেদিকে পারে ছুটছে। চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন মাংসের স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। আর তারপরই শুরু হলো এলএমজি থেকে ব্রাশ ফায়ার, ঝুল-পাথরের কিনারা থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা।

ডেল্টা কমান্ডোদের নিয়ে 'কপ্টারে চড়তে যাচ্ছে রানা, এই সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল। বিধ্বস্ত রাস্তার ওপর দিকে কোথাও যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। রেডিও অন করে গ্রিফিনকে ডাকল ও, কিন্তু ওদিক থেকে কেউ সাড়া দিল না। দেরি না করে 'কপ্টারে উঠে পড়ল ও। কি হয়েছে জানতে হলে ওখানে ওকে পৌঁছুতে হবে।

আটটা হেলিকপ্টার নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুল ওরা। নয় নম্বর 'কপ্টারে থাকল তিনজন ডাক্তার ও ওষুধ-পত্র। দূর থেকেই দেখা গেল দৃশ্যটা। তবে রাস্তার ওপর নামতে নিষেধ করল রানা, পাইলটরা জঙ্গলের একটা ফাঁকে 'কপ্টার নামাল। নিচে নেমে সারবেঁধে দাঁড়াল কমান্ডোরা। মেশিন-গান ক্রুরা দাঁড়াল দ্বিতীয় লাইনে, সঙ্গে টোয়েনটি থ্রী পাউন্ড এম-সিক্সটি, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের অ্যামুনিশন বেল্ট। গানারদের পিছনে থাকতে বলল রানা, এলএমজি হাতে কমান্ডোরা ওর পিছু নিল। জঙ্গলের কিনারা থেকে উঁকি দিল ওরা।

চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। রাস্তাটা তাজা রক্তে লাল হয়ে আছে। পাহাড়-প্রাচীরের গা ঘেঁষে পড়ে রয়েছে আহত কয়েকজন সৈনিক, তাদের মধ্যে গ্রিফিনকেও দেখা গেল, একটা পা উড়ে গেছে। পাহাড়-প্রাচীরের গা খানিকটা নিরাপদ বলে ওখানেই আহতদের শুশ্রূষা করছে অক্ষত অল্প কয়েকজন সৈনিক। আহত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা পনেরো জন, সম্পূর্ণ অক্ষত এগারোজন। বাকি সবাই মারা গেছে। দৃশ্যটা

এতই রোমহর্ষক, দেখেও রানার বিশ্বাস হতে চাইছে না। 'স্ট্রেচার,' নির্দেশ দিল ও। 'আহতদের সবাইকে 'কপ্টারে তুলে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও। লাশগুলোও সরাতে হবে।'

মেডিকেল টীম কাজ শুরু করল। এই ফাঁকে চোখে বিনকিউলার তুলে পাহাড়ের ওপরটা দেখছে রানা। কি ঘটেছে, অনুমান করতে পারছে ও। তবে এই মুহূর্তে ঝুল-পাথরের কিনারায় শত্রুপক্ষের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়বার আক্রমণ শুরু হলে কি ঘটতে পারে আন্দাজ করতে চাইছে ও। গ্রেনেড ফেলার পর এখন যদি দেখে কমান্ডোদের আরেকটা গ্রুপ রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠছে, কি করবে তারা? আরও গ্রেনেড গড়িয়ে দেবে?

দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বাকি লাশ তুলে নিয়ে গেল হেলিকপ্টারগুলো। কাজটা শেষ হতে আধ ঘণ্টা লাগল। ইতিমধ্যে রণকৌশল স্থির করেছে রানা। রাস্তা ছাড়া ওপরে ওঠার উপায় নেই, আর আক্রমণে যেতে হলে ওপরে ওদেরকে উঠতেই হবে। রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাস্তার এমন একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, যেখান থেকে পাহাড়চূড়া দেখা যায়। তবে পুরো শক্তি নিয়ে যাবে না। প্রথমে যাবে মাত্র দু'জন, তারা সঙ্কেত দিলে বাকি কমান্ডো রওনা হবে।

ক্যাপটেন নিমিকে সঙ্গে নিল রানা। জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষে নয়, ওরা রওনা হলো পাহাড়-প্রাচীরের গা ঘেঁষে। সামনের আর মাত্র একটা বাঁক ঘুরতেই পাহাড়চূড়া দেখা গেল, নীল আকাশের গায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে সাদা ও লাল রেডিও মাস্ট, সেই সঙ্গে তেরপলের ছেঁড়া কিছু অংশ ঝুলে রয়েছে চূড়ার কিনারা থেকে। পরিবেশ একদম শান্ত, ড্রাগন ফোর্সের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার পাশে, পাহাড়ের ঢালে গাছপালা খুব কমই দাঁড়িয়ে আছে, সব ফেলে দিয়েছে এ-টেন। বাতাসে এখনও ভেসে রয়েছে গানপাউডারের গন্ধ। দেড়শো গজ সামনের একটা বড় গাছ চিহ্নিত করল রানা, ওখানে জড়ো করবে কমান্ডোদের।

ক্যাপটেন নিমি কমান্ডোদের নিয়ে যেতে এল। বাঁকটা ঘোরার পর কমান্ডোরা এম-সিক্সটিন থেকে বিরতিহীন গুলি করতে করতে এগোল। পাল্টা গুলি হচ্ছে না। চোখ তুলে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে

রানা, ৫.৫৬ মিলিমিটার ঝাঁক ঝাঁক বুলেট চূড়ার নিচে ঢালের গা থেকে বরফ ভাঙছে।

পাহাড়চূড়া দুশো গজ দূরে, ক্যাপটেন নিমির নেতৃত্বে কমান্ডোরা এক জায়গায় জড়ো হলো। পঞ্চাশ গজ সামনে একটা বড় গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, সঙ্কেত দিলেই রওনা হবে ক্যাপটেন নিমি। পাহাড়চূড়াটা আরেকবার দেখে নিল রানা, এখনও ড্রাগন ফোর্সের কোন তৎপরতা চোখে পড়ছে না।

সঙ্কেত দিল রানা। গুলি করতে করতে একটার পিছনে আরেকটা, তিন কাতারে, ছুটল কমান্ডোরা। সঙ্গীরা শত্রুর হাতে মারা পড়েছে, আক্রোশে অন্ধ হয়ে আছে সবাই, ছোটার সময় রণ-হুঙ্কার ছাড়ছে, কেউ সামনে পড়লে তার আর রক্ষে নেই। প্রথম দল রাস্তা জুড়ে পাশাপাশি ছুটছে, লাইনের দুই প্রান্ত থেকে এম-সিক্সটি গর্জন করছে মুহুর্মুহু।

কমান্ডোরা গাছ আর রানাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটল। পাহাড়চূড়া আর দেড়শো গজ দূরেও নয়। এখান থেকে সামনের পথ সম্পূর্ণ ফাঁকা, গাছপালার কোন অস্তিত্ব নেই। শুধু কয়েকটা বোল্ডার পড়ে আছে। রাস্তাটাও প্রায় সমতল।

মেজর ভালকিন হাসছে। গ্রেনেড শেষ হয়ে গেছে, তবে সেজন্যে তার কোন উদ্বেগ নেই। সৈনিকদের নিয়ে পাহাড়চূড়ার নিরাপদ আড়ালে উঠে এসেছে সে। এয়ার অ্যাসল্ট ব্যর্থ হবার পর তার সৈনিকরা নিচের ঝুল-পাথরের কিনারায় নেমে গিয়েছিল গ্রেনেড ফেলার জন্যে। তাদের মনোবল এখন বলা যায় তুঙ্গে। রাস্তা বা ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠতে হলে সরকারি বাহিনীকে ফাঁকা জায়গায় অর্থাৎ কিলিং গ্রাউন্ডে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন তাদেরকে পাখি শিকার করার মত সহজেই ফেলে দিতে পারবে তারা।

ঘটলও ঠিক তাই। অগ্রবর্তী দলের ক্যাপটেনকে প্রায় দুশো মিটার দূর থেকে গুলি করল ভালকিন, টেলিস্কোপ লাগানো জি-থ্রী দিয়ে। লক্ষ্যস্থির করেছিল ক্যাপটেনের মাথা, তবে ট্রিগার টানার মুহূর্তে লোকটা ধরাশায়ী কোন গাছের ওপর পা ফেলে উঁচু হলো।

তবু এ-ধরনের একটা গুলি করার অপেক্ষাতেই ছিল মেজর ভালকিন। নিয়ম হলো প্রথম সুযোগেই সিনিয়র কমান্ডারকে ফেলে দিতে হবে। ফাঁকা জায়গায় কমান্ডোরা বেরিয়ে আসতেই প্রথম গুলিটা করেছে সে। পরমুহূর্তে গোটা ইউনিট ফায়ার শুরু করল। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাতে দেখল, কমান্ডোরা পড়ে যাচ্ছে। তবে এরই মধ্যে বেশ কিছু কমান্ডো ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে বোল্ডারের আড়ালে পজিশন নিয়েছে।

বুলেটটা ছিল মেটাল জ্যাকেট পরানো ৭.৬২ মিলিমিটার নেটো। মাটিতে পড়ে থাকা গাছের গায়ে চড়ায় মাথায় না লেগে লেগেছে গলায়, ফলে বিস্ফোরিত না হয়ে বেরিয়ে গেছে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে। ক্যাপটেন নিমি পড়ে গেল, তার গলায় যেন কেউ বেস বল ব্যাট দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মেরেছে। পিছন দিকে পড়ল সে, চোখের সামনে এক পলকে সহস্র টুকরো হয়ে গেল জগৎটা। কয়েক সেকেন্ড পরই মাথাটা তার পরিষ্কার হয়ে এল, এবং প্রথমে নিজের কথা নয়, ভাবল তার লোকদের কথা। তাদের অনেককেই পড়ে থাকতে দেখল সে, দেখল ওদের দিকে ঝাঁক ঝাঁক ট্রেসার ছুটে আসছে। 'মেডিকেল টীম!' চিৎকার করল সে। হঠাৎ দেখল, ক্রল করে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। চিনতে পেরে বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'স্যার, না!' চিৎকার করে উঠল। 'স্যার, আপনার কিছু হলে আক্রমণ থেমে যাবে!'

তার পাশে চলে এল রানা। 'শরীরটা গড়িয়ে দাও,' নির্দেশ দিল ও, হাত তুলে পথের কিনারাটা দেখাল তাকে। নিমি মাথা নাড়ছে দেখে তার পা ধরে টানতে শুরু করল ও। নিমিকে টেনে একপাশে সরিয়ে আনছে, তারই মধ্যে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল পরিবেশটা, তারপর নির্দেশ দিল, 'সার্জেন্ট বারবি, তোমার ওপর কমান্ড। গো, গো, গো!'

হেভি অটোমেটিক অস্ত্র বলতে মেজর ভালকিনের কাছে রয়েছে এম-সিক্সটি আর হেকলার অ্যান্ড কোচ টোয়েনটি ওয়ান। তবে এক্ষেত্রেও উদ্বিগ্ন নয় সে। তার জানা আছে, শুধু রাইফেল আর স্মল আমর্স দিয়েও

কমান্ডোদের ঠেকিয়ে দিতে পারবে সৈনিকরা। নিচের ওই ফাঁকা জায়গা ছাড়া ওপরে ওঠার কোন উপায় নেই কমান্ডোদের। আর ওখানে ওরা আসলেই এখান থেকে গুলি করে ফেলে দেয়া যাবে সব ক'টাকে।

সে তার লাইনের মাঝখানে বসিয়েছে অস্ত্র দুটো। যদিও নিয়ম সেটা নয়। কারণ মাত্র দু'একটা গ্রেনেড বা লক্ষ্যভেদী এক পশলা বুলেট দুটো পজিশনই ধ্বংস করে দিতে পারে। সে আরও নির্দেশ দিয়েছে, দুশো রাউন্ডের কয়েকটা বেল্ট ক্যানিস্টার থেকে বের করে জোড়া লাগাতে হবে, যাতে কোন বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ গুলি করা যায়। ব্যারেল ওভারহিটেড হয়ে যেতে পারে জেনেও ঝুঁকিটা নিয়েছে সে। তবে সাবধানতাও অবলম্বন করেছে। প্রতিটি ব্যারেলের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে আছে একজন ট্রুপার, হাতে ইনস্টলেশন থেকে পাওয়া একটা করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার। অস্ত্র যখন গর্জন করছে, ট্রুপাররা ব্যারেলের ওপর ঠাণ্ডা কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢালছে।

ফুল অটোমেটিকে পুরো এক মিনিট ফায়ার হলো। কতটা লক্ষ্যভেদী, সেটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই, অন্তত ভালকিনের তাই বিশ্বাস। বুলেট বৃষ্টির পরিমাণটাই আসল কথা। তবে লক্ষ্যভেদেও খারাপ করল না।

কমান্ডোদের কেউ মারা যায়নি, তবে আহত হয়েছে বহু, বিশ-বাইশ জনের কম নয়। তাদেরকে রাস্তার ওপর থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা হলো। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে ক্রল করে আবার সামনে এগোতে শুরু করেছে রানা। ওর বেল্টের সঙ্গে রশির একটা কুণ্ডলী আটকানো রয়েছে।

পরিস্থিতি মোটেও ভাল নয়। ফাঁকা রাস্তার পাশে কয়েকটা বোল্ডার পড়ে আছে, সেগুলোর আড়ালে কমান্ডোরা আশ্রয় নিলেও ওখান থেকে বেরিয়ে সামনে এগোবার সাহস নেই কারও। ইতিমধ্যে দশজনের একটা গ্রুপ সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ বোল্ডারের পিছনে পৌঁচেছে মাত্র চারজন, তাদের সঙ্গে মেশিনগানও ছিল। তবে মেশিনগানটা এখন আর আওয়াজ করছে না, চারজন কমান্ডোর লাশ পড়ে আছে পাশেই।

ক্রল করছে রানা, ফাঁকা রাস্তার কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে ও, হাতে এম-সিক্সটিন। গুলি আগে থেকেই হচ্ছিল, ওকে এগোতে দেখে পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। সামনের বোল্ডারে কয়েকজন কমান্ডো গুঁড়ি মেরে রয়েছে, তাদের উদ্দেশে চিৎকার করল ও, 'রিটার্ন দেয়ার ফায়ার! গ্রেনেড চার্জ করো!'

কমান্ডিং অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখে পাল্টা গুলি শুরু করল কমান্ডোরা। ক্রল করার সময় ড্রাগন ফোর্সের গান ফ্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছে রানা, দু'একটা বুলেট ওর আশপাশে এসে পড়ছেও, তবে সেদিকে ওর মনোযোগ নেই। এই অসম যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিয়েছে ও, এখন শুধু নিজের লোকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারলেই খুশি হয়। ড্রাগন ফোর্স এমন একটা পজিশন দখল করে রেখেছে, এয়ার সাপোর্ট ছাড়া ওটা দখল করা সম্ভব নয়। সামনের প্রথম বোল্ডারের পিছনে পৌঁছুল ও, রাইফেল তুলে গুলি করল ওপর দিকে। ওর পাশ থেকে দু'জন কমান্ডো গ্রেনেড ছুঁড়ল, পুরো দূরত্ব পেরুতে না পারায় ঢালু রাস্তার ওপর পড়ে নিচের দিকে গড়াতে শুরু করল একটা, তারপর ফেটে গেল। ভাগ্য ভাল যে কমান্ডোরা কেউ আহত হলো না। দ্বিতীয়টা কিনারা পার হয়ে চূড়ায় পৌঁছুল, ফাটলও, কিন্তু কেউ আহত হয়েছে কিনা বা কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখা গেল না। তবে বিরতি নেই, একের পর এক গ্রেনেড ছুঁড়ল কমান্ডোরা। কিন্তু দেখা গেল বেশিরভাগই গড়িয়ে ফিরে আসছে।

'মেজর!' কেউ একজন পিছলে ওর পাশে নেমে এল। লেফটেন্যান্ট নেল। 'স্যার, আমার বহু লোক আহত হয়েছে, অনেকেই মারা যাচ্ছে। কি করব বলে দিন।'

'এখন যদি আমরা পিছু হটি, ওরা স্রেফ কচুকাটা করবে,' বলল রানা। 'আমি শেষ বোল্ডারের কাছে, মেশিনগানটার কাছে যাচ্ছি। দেখি কাভারিং ফায়ার দেয়া যায় কিনা। তুমি এক কি দু'মিনিট অপেক্ষা করবে, ঠিক আছে? যখন দেখবে আমি গুলি করছি, সবাইকে নিয়ে পিছু হটবে, কেমন? কাউকে ফেলে যাবে না।'

'ইয়েস, স্যার।'

'তোমার লোকদের কাভারিং ফায়ার চালিয়ে যেতে বলো।'

'ইয়েস, স্যার।'

বরফের ওপর দিয়ে ক্রল শুরু করল রানা। ইতিমধ্যে কমান্ডোরা একযোগে ফায়ার শুরু করেছে। পাহাড়ের মাথা থেকেও পাল্টা গুলি হচ্ছে। দু'একটা বুলেট রানার দিকেও আসছে। ভাগ্য ভাল যে লাগল না একটাও। শেষ বোল্ডারের কাছে পৌঁছে গেল ও। মেশিনগানটা কাত হয়ে পড়ে আছে, বরফের ভেতর অর্ধেক ডোবা। আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু ডেড শেল, একটা লুজ বেল্ট পড়ে রয়েছে কাছেই। গানারকে চিনতে পারল রানা, মাইকেল বিভার। হেভী ক্যালিবার বুলেট তার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে।

মেশিনগানটা সিধে করল রানা। অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে ওর। আড়ষ্ট আঙুল দিয়ে ব্রীচের ল্যাচ খুলল, একটা বেল্ট পরাল, লিড কার্ট্রিজ সেট করল গাইডে। বাড়ি মেরে বন্ধ করল ল্যাচ, বোল্টটা পিছন দিকে টানল। সঙ্গে কেউ নেই, ও একাই শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

'মুভমেন্ট?' গানারদের জিজ্ঞেস করল মেজর ভালকিন।

ওদের সামনে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি আর কাণ্ডে কয়েকটা বুলেট এসে লাগল, ধোঁয়া উঠল খানিকটা।

'বাম দিকে, মেজর। বাম দিকে একটা গ্রুপ রয়েছে।'

এইচঅ্যান্ডকে-টোয়েনটি ওয়ান ঘোরাল গানার। সত্যি তাই, বিধ্বস্ত চেহারার কয়েকজন লোক ক্রল করছে।

'হ্যাঁ, ঠিক,' হাত তুলে দেখাল ভালকিন, 'ফেলে দাও ওদের, প্লীজ।'

দীর্ঘ এক পশলা গুলি হলো, নিচের রাস্তায় বরফ কুচি মেঘ তৈরি করল। মেঘটা সরে যেতে লোকগুলোকে আর দেখা গেল না।

'ক্রল করে ওরা উঠছিল বলে মনে হয় না,' কেউ একজন বলল। 'আমার ধারণা, ওরা পিছু হটছে।'

'তবু গুলি করতে হবে,' বলল ভালকিন। 'পরবর্তী অ্যাসল্ট টীমকে চিন্তা করার খোরাক দেয়ার জন্যে।'

এইচঅ্যান্ডকে টোয়েনটিওয়ান আবার এক পশলা গুলি করল। দৃশ্যমান টার্গেট নেই, ট্রেসারগুলো বোল্ডার আর বরফে আঘাত করছে।

'কিভাবে পারবে ওরা, আমাদের পজিশনটা দেখতে হবে না! হতাহত কি রকম?'

'স্যার, কাভারিং ফায়ারে সাতজন মারা গেছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণে মারা গেছে তিনজন।'

'হুম। ওরা তাহলে ভালই ক্ষতি করেছে আমাদের। অ্যামুনিশনও প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। এটাও ক্ষতি। তবে দ্বিতীয় আক্রমণটা সম্ভবত ঠেকিয়ে দেয়া গেছে, কি বলো?'

'তা বোধহয় গেছে, স্যার। তবে আবার যদি আক্রমণ করে ওরা···'

'সে যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।'

মেশিনগানের পিছনে শুয়ে রয়েছে রানা। সামনে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। কাঁটাতারের বেড়া, দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এদিক ওদিক থেকে এখনও সামান্য ধোঁয়া উঠছে। এরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে বিশাল তাঁবুটা। অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে তেরপল; তবে পাহাড়চূড়া ঢেকে রেখেছে এখনও। তারপর দেখল, ট্রেঞ্চগুলোর কিনারায় গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছে।

এখান থেকেও দূরত্ব যথেষ্ট, গ্রেনেড ছুঁড়ে লাভ না হবার সেটাই কারণ। সামনের ঢালু রাস্তার ওপর চোখ বুলাল রানা। ডেল্টা কমান্ডোরা ব্যর্থ হলেও, ওর মনে তাদের প্রতি কোন রাগ নেই। ওরা যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি, সামনের রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলোই তার প্রমাণ। আরেকবার এয়ার সাপোর্ট পাওয়া গেলে হামলাটা ব্যর্থ হত না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ও। গান ব্যারেলের ওপর দিয়ে আবার চূড়ার দিকে তাকাল, কিছুই নড়ছে না। এখন ওর হাতে মেশিন গান আছে, অথচ টার্গেট নেই।

মনে হলো দাঁড়ালে হয়তো কিছু দেখার সুযোগ হতে পারে। শত্রুরা আছে ঠিকই, তবে লুকিয়ে আছে। প্রথমে মাথা আরও খানিক উঁচু করল ও। সামনে কয়েকটা ছোট বোল্ডার, কাজেই আড়াল একটা আছে। বসল

রানা। কিছু ঘটছে না। হাঁটুর ওপর সিঁধে হলো এবার, খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, এবার ওদেরকে দেখা যাচ্ছে। কাঁটাতারের পিছনে, ট্রেঞ্চের ভেতর রয়েছে ওরা। দেখা যাচ্ছে শুধু মাথা। বেশ অনেকগুলো মাথা।

কাভারিং ফায়ার শুরু করা যেতে পারে, ভাবল রানা। প্রতি দফায় বিশ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল মেশিন গান। শুধু মাথাগুলো যেখানে দেখেছে সেদিকে নয়, পুরো ট্রেঞ্চের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করে। তবে কাউকে লাগছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ত্রিশ সেকেন্ড পর বেল্ট খালি হয়ে গেল। আরেকটা বেল্ট পরাচ্ছে ও।

'ডান দিকে! কি বলছি, ডান দিকে!' চিৎকার করছে মেজর ভালকিন। কে তাদের দিকে গুলি করে? ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ে এগারোজন লোককে হারিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, একটা রাউন্ড তার এইচঅ্যান্ডকে-টোয়েনটি ওয়ানের ব্রীচে লাগায় সেটাও অচল হয়ে পড়েছে। এমনকি তার মাথার ওপর দিয়েও ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ট্রেঞ্চের মেঝেতে, তার পাশে, একজন গানার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, পুরো খুলিটাই উড়ে গেছে।

'ডান দিকে!' আবার হুঙ্কার ছাড়ল ভালকিন। অগভীর ট্রেঞ্চে এখন আর সে নিরাপদ বোধ করছে না। ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে তার সৈনিকরা এবার একসঙ্গে ফায়ার শুরু করেছে।

পিছিয়ে গিয়েছিল ভালকিন, ক্রল করে আবার ট্রেঞ্চের সামনের দিকে চলে এল। চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল সে, একটু পরই দেখতে পেল রানাকে। 'ডান দিকে, দুশো মিটার দূরে!' চিৎকার করল সে। 'গানার ডান দিকে!'

রানার বুলেট ভালকিনকে খুঁজছে, বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে আবার পিছিয়ে এল সে।

'স্যার, ওদের একজন মাত্র গানার গুলি করছে। এই ফাঁকে বোল্ডারের আড়াল থেকে কয়েকজন পালিয়ে গেল।'

'তুমি তাদের দেখেছ?'

'ইয়েস, স্যার। বিশ-পঁচিশজন হবে। আড়াল থেকে বেরিয়েই ঢাল

বেয়ে ছুটল।'

'তারমানে নতুন কোন আক্রমণ নয়, কাভারিং ফায়ার।' স্বস্তি অনুভব করল ভালকিন।

হঠাৎ ট্রেঞ্চের আরেক পাশ থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'স্যার, ওদের গানার থেমে গেছে!'

'গুলি খেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ভালকিন।

পরমুহূর্তে সেই লোকই আর্তনাদ করে উঠল, 'স্যার, গ্রেনেড!'

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ট্রেঞ্চের ভেতর। হাত দিয়ে মাথা ঢেকে মাটির সঙ্গে মিশে গেল সবাই। এই মুহূর্তে এদিক থেকে কোন গুলিও হচ্ছে না।

রানার কাছে গ্রেনেড ছিল মাত্র দুটো। মেশিন গানের অ্যামুনিশন শেষ হয়ে যেতে আর দেরি করেনি ও, ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে দুটোই ছুঁড়ে দিয়েছে, তারপর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বোল্ডারের আড়াল থেকে।

ঢালু রাস্তা ধরে পিছানো সম্ভব নয়, পিঠ ঝাঁঝরা করে দেবে ড্রাগন ফোর্স। রাস্তার পাশে যেখানে জঙ্গল ছিল এখন সেখানে শুধু ঝোপ, অনেকটা দূর পর্যন্ত গাছগুলো সব ফেলে দিয়েছে এ-টেন থেকে ছোঁড়া টোয়েনটি এমএম ট্রেসার। ঝোপগুলো নিচু, আড়াল পাওয়া যাবে না। তবু ওদিকেই যেতে হবে রানাকে। যাচ্ছেও তাই।

গ্রেনেড দুটো ফাটল। পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। ঝোপগুলো টপকে ছুটছে, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা জাগছে এই বুঝি গুলি হলো। পঞ্চাশ গজ পার হয়ে আসার পর খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল ও। এখনও ছুটছে, তবে জানে না পালাতে পারবে কিনা। আরও পঞ্চাশ বা সত্তর গজ এগোনো যাবে, তারপর ঝপ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা। পাথুরে জমিন, এদিকটায় গাছপালা এমনিতেই কম। পাহাড়ের গা কতটুকু খাড়া, নিচের খাদ কতটা গভীর, তার ওপর নির্ভর করছে ওর পালানো।

চিৎকার করছে ভালকিন, 'ফায়ার! ফায়ার! ফেলে দাও ওকে!' তবে নিজেও জানে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর গানারকে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়।

তবু গুলি করল তার সৈনিকরা। রেঞ্জের বাইরে, ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেছে গানার।

'সীজ ফায়ার!' নির্দেশ দিল ভালকিন। 'রিপোর্ট করো!'

'শেষ দুটো গ্রেনেড সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, স্যার,' রিপোর্ট করল একজন।

ভালকিন কথা বলল না।

'স্যার!'

'লোকটা যে-ই হোক,' ধীরে ধীরে বলল ভালকিন। 'শালা বাঘের বাচ্চা বলতে হবে। ওর মত আর পাঁচজন লোক এলে, এতক্ষণ আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।'

আট

ড. লুকাস বললেন, 'বিয়ের আগে বা পরেও বেশ কিছুদিন আমার পেশা সম্পর্কে শার্লটকে আমি সত্যি কথাটা বলিনি। সে জানত অক্সফোর্ডে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছি। জানত না এয়ারফোর্সের হয়ে কাজ করছি। তবে কি করি তা নিয়ে তার তেমন আগ্রহও ছিল না। রূপ-সচেতন সুন্দরী মেয়েরা যা হয় আর কি।'

'কবে তিনি জানতে পারলেন? জানার পর কি প্রতিক্রিয়া হলো?' এফবিআই এজেন্টদের একজন প্রশ্ন করল।

'বিয়ের তিন বছর পর আমিই তাকে বলি। না বলে উপায় ছিল না। সারাদিন বোমা নিয়ে চিন্তা করি, বোমার ইতিহাস ঘাঁটি, না বললেও ধরে ফেলত সে। একদিন সে জিজ্ঞেস করল, স্ট্র্যাটিজি মানে তো বোমা, তাই না? কাজেই সব কথা আমি তাকে খুলে বললাম। ব্যাপারটা সে খুব খারাপভাবে নিল।'

'আপনাদের বাচ্চাকাচ্চা?'

'শার্লট বলত, বোমাই তো আমাদের বাচ্চা। আসলে তার ধারণা ছিল, বাচ্চা নিলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। বোমা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, ওটা পৃথিবী ধ্বংস করবে না, তাকে ধ্বংস করবে। ব্যাপারটাকে সে ব্যক্তিগতভাবে নেয়।'

'উনি কি বিখ্যাত, আপনার স্ত্রী?'

'খুব ছোট একটা জগতে। স্কাল্‌প্‌চার তৈরি করে, গুণীজনদের মধ্যে সুনাম আছে। তার কাজ মোটা টাকায় বিক্রি হয়।'

'ওয়াজ শী আনট্রু?'

ম্লান হাসলেন লুকাস। 'বলতে পারব না। এক মাস বা ছ'হপ্তা পর পর নিউ ইয়র্কে যেত সে। বলত ওয়াশিংটন থেকে বেরুতে না পারলে দম আটকে মরে যাবে। প্রথম দিকে তার সঙ্গে আমিও যেতাম, কিন্তু ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমার জমত না।'

'গোলমালটা শুরু হলো কবে থেকে?'

'আমার প্রবন্ধগুলো ছাপা হবার পর। আমাকে সেলিব্রিটি হয়ে উঠতে দেখে তার আঁতে ঘা লাগে।'

'হোয়াই নট মিসাইল সুপিরিয়রিটি? রিথিঙ্কিং এমএডি—এই লেখাটাও তখন ছাপা হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ।' এমএডি—মিউচ্যুয়াল অ্যাশিউরড ডেস্ট্রাকশন, ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্টার ওঅর কর্মসূচি চালিয়ে গেলে এমএক্স তৈরিতে এগিয়ে যাবে আমেরিকা, রাশিয়া পিছিয়ে পড়বে, ফলে পাল্টা আঘাত আসার হুমকি ছাড়াই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিতে কোন অসুবিধে থাকবে না। রিগ্যান এই তত্ত্ব ভারি পছন্দ করেন। প্যাট্রিক লুকাস সুপারস্টার বনে যান। 'এরপরই এমএক্স বেসিং মোডস গ্রুপের হেড বানানো হয় আমাকে। হঠাৎ আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। সারাদিন টিভি থেকে লোক আসছে, জার্নালিস্টরা আসছে। শার্লট রেগে গেল। তার কাছে পুরোপুরি ধরা দেয়ার এটাই বোধহয় কারণ। আমার ধারণা এখন শার্লট তার কাছেই আছে।'

'কে তিনি?'

'নিক ময়নিহান। তার সঙ্গে একবারই আমার দেখা হয়েছে। ইসরায়েলি পেইন্টার, ওয়াশিংটনে পড়তে এসেছিল। অত্যন্ত সুদর্শন। ওয়াশিংটনেই, একটা আর্ট এগজিবিশনে তার সঙ্গে পরিচয় হয় শার্লটের। সে সময় কঠিন সমস্যার মধ্যে ছিলাম আমরা এমএক্স বেসিং মোড নিয়ে।'

'তার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আপনার স্ত্রী বদলে গেলেন?'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দু'বছর আগের ঘটনা। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল একশো মিসাইল মিনিটম্যান-টু সাইলোতে মোতায়েন করবে। কিন্তু এটা ছিল তাদের মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। রাশিয়ার এসএস-এইটিনকে ঠেকাতে হলে আমাদের দরকার ইনডিপেনডেন্ট-লঞ্চ-কেপেবল সুপার-হার্ড সাইলো। সেজন্যেই সাউথ মাউন্টিনে নাওয়া-খাওয়া ভুলে রাতদিন কাজ করছিলাম আমরা যতটা সম্ভব কংগ্রেশন্যাল গাইড লাইনের ভেতর থেকে। আসলে কংগ্রেসকে আমরা চিট করছিলাম। শার্লট খেপে গেল, কারণ আমি তাকে কোন সময়ই দিতে পারছিলাম না। তখন কাজ করছি পনেরো মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট কী ভল্ট নিয়ে। আইডিয়াটা কারুরই পছন্দ হয়নি। শার্লটও ঘোর বিরোধী ছিল। কারণ ওই একটাই, আমি তাকে সময় দিতে পারছি না। আমার সঙ্গে যুক্তিতে না পেরে সে বদলে গেল। তারপর আমি রিপোর্ট পেলাম নিক ময়নিহানের সঙ্গে মেলামেশা করছে সে।'

'কি রকম মেলামেশা?'

'হোটেল-রেস্তোরাঁয় দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। সম্ভবত জানুয়ারিতে। বালিশে পেলাম আফটার শেভ লোশনের গন্ধ। বালিশ বদলাবার গরজও অনুভব করেনি শার্লট। সে চেয়েছিল যেন আমি জানি। আমাকে আঘাত না করে পারছিল না।'

এফবিআই এজেন্টরা চুপ করে থাকল।

'সস্তাদরের লোশন,' মৃদু কণ্ঠে বললেন লুকাস।

'তারপর কি হলো?'

'কি আবার হবে। আমি চড় মারি শার্লটকে। তবে আরও অনেক পরে, জুনে। শার্লটকে বলি, ময়নিহানকে আমি খুন করব।'

‘প্রতিক্রিয়া?’

‘শার্লট কাঁদল না, ক্ষমা চাইল না।’ মাথা নিচু করে রয়েছেন লুকাস। ‘বাড়িতেও প্রচুর কাজ করতাম আমি। কাগজ-পত্র এলোমেলো দেখলাম। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার।’

‘আপনার স্ত্রীর কাণ্ড?’

‘নয় তো কার?’

‘আপনি তাঁকে কিছু বলেননি?’

‘না। কি বলব? বললে সে স্বীকার করবে কেন? কি ঘটছে তা তো আমি বুঝতেই পারছিলাম। শার্লটকে এক্সপ্লয়েট করছিল ময়নিহান। এ-সব কাজ যেভাবে করা হয়। শার্লটকে নিজেদের দ.. । ভিড়িয়ে নেয় সে।’

‘কিন্তু ময়নিহান তো একজন ইসরায়েলি, আর ইসরায়েল আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফর গডস সেক, ওরা আর আমরা তো একই দলে।’

‘হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপারে। হয়তো কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য রকম। শার্লট বলতে পারবে।’ মুখ তুললেন লুকাস, চোখে আবেদন। ‘ওকে জেরা করার সময় যতটা পারা যায় নরম আচরণ করবেন, প্লীজ। সত্যি কথাটা হলো, আজও ওকে আমি ভালবাসি। দোষ তো একা আমার…’ শার্লটকে শেষ কবে দেখেছেন মনে পড়ল তাঁর। মাত্র দু'হপ্তা আগে। কিছুক্ষণ কথা হলো। মনে হলো সবকিছু স্বাভাবিক আছে। এয়ারফোর্সের কাজ ছেড়ে দিয়ে হপকিন্সে পড়াচ্ছেন তিনি। কী ভল্ট প্রজেক্ট সুষ্ঠভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। দু'জনেরই আগ্রহ ছিল, ফলে রাতটা তাঁরা একসঙ্গে কাটালেন। কিন্তু সকালে শার্লট খুব রাগ দেখাল। প্রজেক্টটা সফল হয়েছে, এটাই তার রাগের কারণ। বলল, তুমি এখনও ওটার একটা অংশ, তাই না? অশুভ ব্যাপারটা এখনও তোমাকে ক্ষমতা আর প্রেরণা যোগায়, তাই না? ঘরের জিনিস-পত্র ভাঙচুর করে চলে গেল শার্লট। তিনি বুঝতে পারলেন, শার্লটের রাগ যতটা না তার ওপর, তারচেয়ে বেশি নিজের ওপর। কেন? কি করেছে শার্লট? আর কি করেছে?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন লুকাস। ‘মেজর রানা! মেজর রানা! কোথায় তিনি?’

'ধোঁয়া!' চিৎকার করল পুসি। 'আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া!'

সবাই ওরা দেখতে পাচ্ছে, ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে উঠছে। প্রতিবেশীদের অনেকেই নিজেদের লনে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

'বুলিন, ধোঁয়া কেন?'

'ওটা একটা প্লেন,' বলল বুলিন। 'প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, পড়ে গেছে মাঠে, তাই ধোঁয়া উঠছে।'

বেসমেন্টে রয়েছে ওরা, সেলারের ছোট জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে বাইরের আকাশ। পুসি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাকে বাইরে গিয়ে দেখতে দেবেন?'

'না, লক্ষ্মী সোনা, সেটা উচিত হবে না। বাইরে এখন খুব গরম, আগুন জ্বলছে না! দমকল বাহিনীর লোকজন এসে আগুনটা আগে নেভাক, তারপর দেখা যাবে, ঠিক আছে?'

'কিন্তু লোকটা ভাল আছে তো?'

'কোন্ লোকটা?'

'যে প্লেনটা চালাচ্ছিল। ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই ভাল আছে। বিপদের সময় ওরা কি করে জানো না? একটা বোতামে চাপ দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে প্লেন থেকে।'

'আরেকটা পাবে? একটা ভেঙে গেলে আরেকটা পায় ওরা?'

'কি, প্লেন? হ্যাঁ, পাবে তো।'

এই সময় দমকল বাহিনীর ফায়ার এঞ্জিন সগর্জনে রাস্তা দিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। লিন্ডা হারমান একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ডদেহী বুলিনের দিকে। একদল সশস্ত্র লোক তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল, একটা দল এখানে তাদেরকে আটকে রেখেছে, আকাশে দেখা গেল অনেকগুলো জেট, তার মধ্যে অন্তত একটা মাঠে খসে পড়েছে—ঘটনাগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না। 'কে আপনি?' জানতে চাইল সে। 'কি চান আপনারা?'

'প্লীজ, লেডি,' বলল বুলিন। 'আমরা আপনাদের কারও কোন ক্ষতি

করব না। আপনারা যা খুশি তাই করুন, শুধু বাইরে বেরুতে পারবেন না। আমরা স্রেফ আপনাদের অতিথি। কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র। ঠিক আছে?'

'ওহ্, লর্ড। কেন? এ-সব কেন ঘটছে?'

'ঘটছে সবার ভালর জন্যে, মিসেস হারমান।'

এই সময় সদর দরজায় নক হলো। নিচে থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা। কে যেন বারবার নক করছে দরজায়।

পাথুরে জমিন যেখানে ফুলে আছে, পাহাড়ের গায়ে, তার নিচে রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছিল রানা, একটা হেলিকপ্টার ওকে উদ্ধার করে এনেছে। এই মুহূর্তে সরাসরি হোয়াইট হাউসের সঙ্গে কথা বলছে ও, অপরপ্রান্তে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা, 'ড্রাগন ফোর্সকে ধ্বংস করতে হলে আমার এখন আরও একটা সুইসাইড স্কোয়াড দরকার, তারপরও এয়ার সাপোর্ট লাগবে।'

'কিন্তু সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, মি. রানা। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

'মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা, 'দ্বিতীয় দফার আক্রমণে যারা মারা গেল, মারা যাবে জেনেই আমার সঙ্গে গিয়েছিল তারা। ডেল্টাকে আমি সেভাবেই ট্রেনিং দিয়েছি। কাজেই সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করতে সময় লাগবে না। আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখছি, যতক্ষণ না পজিশনটা দখল করতে পারি, একের পর এক আক্রমণ চলতেই থাকবে। একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তার মানে এই নয় যে আমরা ব্যর্থ হলাম। ড্রাগন ফোর্সের পজিশনটাই এমন যে আঘাতের পর আঘাত করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে...।'

'গো অ্যাহেড, মি. রানা। আপনাকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

যোগাযোগ কেটে দিতেই রানা শুনতে পেল প্যাট্রিক লুকাস ওর নাম ধরে ডাকছেন। বব ম্যালেটের পাশ থেকে ঘুরে দাঁড়াল ও, বলল, 'আমি এখানে, ড. লুকাস। কি ব্যাপার?'

'এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ল আমার। আগেই মনে পড়া উচিত

ছিল। জানলে আপনার হয়তো কাজে লাগবে...'

'বলুন, কি কথা?'

'ইতিমধ্যে তো শুনেছেন সাউথ মাউন্টিন রহস্য কার দ্বারা ফাঁস হয়েছে? এফবিআইকে আমি বলেছি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'ও আমার বাড়িতে রাখা ডকুমেন্টগুলোর ছবি তুলেছে বলে সন্দেহ করছি। দোষটা আমারই, সতর্ক হইনি।'

'আসল কথাটা বলুন, ড. লুকাস।'

'প্ল্যানিং পুরোপুরি শেষ হবার আগেই আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ও। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

রানার পাশে দাঁড়িয়ে মেজর ম্যালেটও কথাগুলো শুনছে। মাথা নাড়ল সে। রানা চুপ করে আছে।

'কী ভল্টের ডিজাইন তৈরি হবার আগেই আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে যায়। কাজেই সাউথ মাউন্টিন দখল করার প্ল্যান যে-ই করে থাকুক, ওটার কথা সে জানত না। জেনেছে মাত্র দু'হপ্তা আগে।'

' দু'হপ্তা আগে? দু'হপ্তা আগে কিভাবে জানল?'

'দু'হপ্তা আগে শার্লট আমার কাছে ফিরে আসে। বলল, সম্পর্কটা শেষই হয়ে গেছে, তবে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল বলে এসেছে। রাতটা আমার সঙ্গে বাড়িতে থাকে সে। ভল্টের ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে, সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত ফটো আর রিপোর্ট ছিল বাড়িতে। শার্লট দেখে থাকতে পারে।'

'বেশ, দেখল। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স লিক-এর কথা আমরা তো জানিই। আপনার কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন,' বলল রানা।

'কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন না?' রেগে যাচ্ছেন লুকাস। 'ওরা অনেক দেরিতে কী ভল্টের কথা জানতে পেরেছে। মাত্র দু'হপ্তা আগে। কিন্তু সাইলো দখল করার মূল পরিকল্পনা ওরা নিশ্চয়ই আরও অনেক আগে তৈরি করেছিল, তখন সে পরিকল্পনায় কী ভল্টের ব্যাপারে কিছু ছিল না। আমি বলতে চাইছি, সেক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে একজন ওয়েল্ডার থাকার কথা নয়। দু'হপ্তার মধ্যে একজন ওয়েল্ডার কোথায় পাবে ওরা? তাকে

তো কোথাও থেকে কিডন্যাপ করতে হবে, তাই না? কাজেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে ওয়েল্ডার খুঁজে বের করেছে বলে মনে হয়। চেষ্টা করলে আমরা জানতে পারব কে সে।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, প্যাট লুকাসের যুক্তি বুঝতে পেরেছে। কমান্ড পোস্টে এসে এফবিআই এজেন্ট তরুণ কাটারকে ডাকল ও। টেলিটাইপ থেকে বেরিয়ে আসা মেসেজগুলো ফাইল করছিল সে। সামনে এসে দাঁড়াতে কি চায় ব্যাখ্যা করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল কাটার। টেলিফোন গাইড খুলে ওয়েল্ডিং সার্ভিস দেয় এমন সব প্রতিষ্ঠানে ফোন করছে সে। একটা নাম ও ঠিকানা পাওয়া গেল, বার্কিটসভিল-এর উনিশ নম্বরের বাসিন্দা জেমস হারমান। ফোন করা হলো, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বার্কিটসভিল পুলিস স্টেশনের সঙ্গে কথা বলল কাটার। আধ ঘণ্টা পর একজন সার্জেন্ট ওখান থেকে জানাল, নতুন চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্যে আজ হারমানের যাবার কথা ছিল বুনসবরো-র বেকা প্ল্যান্টে, কিন্তু সেখানে সে যায়নি। কাটার জানতে চাইল, মি. হারমান কি অসুস্থ? সার্জেন্ট জানাল, বললে সে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে, বাড়িটা কাছাকাছি রাস্তায়।

না, নিষেধ করল রানা। রিসিভারটা কাটারের হাত থেকে নিয়ে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিল, 'সবাই তৈরি থাকুন, আপনাদের সাহায্য দরকার হতে পারে। বাড়িটার ওপর নজর রাখুন, তবে কাছাকাছি কেউ যাবেন না।' এরপর রানা ফোন করল বার্কিটসভিল স্কুলে, হারমানের মেয়েরা যেখানে পড়ে। না, তারাও আজ স্কুলে আসেনি।

'স্যার, কন্ডিশন রেড বলে মনে হচ্ছে,' বলল কাটার। 'আমার ধারণা হারমানকে পাহাড়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্ত্রী আর বাচ্চাগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে বাড়িতে, জিম্মি হিসেবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মেজর ম্যালেট, সেরা কয়েকজন অপারেটরকে তৈরি হতে বলুন।' কাটারকে একপাশে টেনে নিয়ে এল ও, নিচু গলায় বলল, 'মি. কাটার, ব্যাপারটা আপনাকে সামলাতে হবে। ডেল্টার অপারেটরদের নিয়ে যান, ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে পুলিস। তবে বাধ্য না হলে পুলিসকে কাছাকাছি ঘেঁষতে দেবেন না। বেশি লোক নিয়ে

গেলে সমস্যা হতে পারে।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'বাড়িটায় ড্রাগন ফোর্সের কেউ থাকলে তার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে, মি. কাটার।'

'ইয়েস, স্যার।' ঢোক গিলল কাটার।

'জিম্মি মুক্ত করার ট্রেনিং নিয়েছেন আপনি, নাকি নেননি?' জানতে চাইল রানা।

'ইয়েস, স্যার, নিয়েছি।'

'অলরাইট, গুড। মনে রাখবেন, বাড়িটায় দুটো বাচ্চা মেয়ে আর তাদের মা আছে। লোকগুলোকেও জ্যান্ত ধরতে হবে, ওদেরও কোন ক্ষতি হতে দেয়া চলবে না। বুঝতে পারছেন তো? তবে যদি দেখেন দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে, লোকগুলোকে দরকার নেই আমার।'

দরজায় এখনও নক হচ্ছে। 'কে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল বুলিন।

ঘাবড়ে গেছে লিন্ডা। 'আমি জা-জানি না।'

'প্লেনের পাইলট হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল পুসি।

টুসি বলল, 'আমি জানি। নিশ্চয়ই আমাদের ক্লাস টীচার। জানতে এসেছেন কেন আমরা স্কুলে যাইনি।'

লিন্ডার একটা হাত ধরে নিজের দিকে টানল বুলিন। 'কে?' হিসহিস করে উঠল সে।

'বুলিন, মামিকে তুমি ব্যথা দিচ্ছ,' বলল পুসি। 'মামি তো এখুনি কেঁদে ফেলবে। বুলিন, আমার মামিকে ব্যথা দিয়ো না।' সে কাঁদতে শুরু করল।

'কোন প্রতিবেশী হতে পারে,' বলল লিন্ডা।

'ঠিক আছে, দরজা খুলে দেখুন কে,' বলল বুলিন। 'কিন্তু সাবধান, উল্টোপাল্টা কিছু বলতে পারবেন না। দরজার পাশেই থাকব আমি। বাচ্চাদের সঙ্গে আমার সহকারী থাকবে, মনে থাকে যেন।' লিন্ডার হাতটা ছেড়ে দিল সে, তার পাঁজরে উজির নলটা চেপে ধরল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে লিন্ডা। দরজায় লাগানো কাঁচ মোড়া

জানালায় একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। সেটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কে?'

জবাব দিল পাশের বাড়ির মলি ইয়ং। 'লিন্ডা, কি ঘটছে কিছু জানো? তিনটে প্লেন ক্র্যাশ করেছে। অনেকে বলছে সাউথ মাউন্টিনে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। স্টেট পুলিস সব রাস্তা নাকি বন্ধ করে দিয়েছে। পাহাড়ে নাকি একটা হেলিকপ্টারও ক্র্যাশ করছে। ওদিকে প্রচুর সৈন্য দেখা গেছে...'

'আমি কিছু জানি না, মলি। টিভির নিউজে কিছু বলেনি।'

'পাহাড়ে গ্যাস-ট্যাস ছিল নাকি, লিক করেছে? কি ধরনের টেলিফোন স্টেশন ওটা, বলতে পারো?'

'কি জানি,' বলল লিন্ডা। 'বিপদের সম্ভাবনা থাকলে সরকার নিশ্চয়ই সাবধান করত।'

'আমার খুব ভয় করছে, লিন্ডা। বাড়িতে রিক নেই, গাড়িটা নিয়ে গেছে। এলাকা যদি খালি করতে বলে, তোমাদের গাড়িতে আমাদের নেবে? বাচ্চা দুটো আর...'

'মলি, চিন্তা কোরো না। পরিস্থিতি সেরকম হলে অবশ্যই তোমাদেরকে গাড়িতে তুলে নেব আমি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। এখন তুমি বাড়ি যাও। যদি কিছু শুনি, তোমাকে আমি জানাব।'

'ভুলে যাবে না তো?'

'আরে না, কি বলো!'

'ধন্যবাদ, লিন্ডা। তুমি আমাকে বাঁচালে, ভাই।' নিজের বাড়ির দিকে ছুটল মলি।

দরজা বন্ধ করে দিল লিন্ডা। পুসি জানতে চাইল, 'মামি, মিসেস ইয়ং কাঁদছেন কেন? উনি কি বুলিনকে ভয় পাচ্ছেন?'

'না, সোনা। উনি এমনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।' বুলিনের দিকে তাকাল লিন্ডা। 'ঠিক আছে তো?'

হাসল বুলিন। 'ধন্যবাদ, মিসেস হারমান। হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'কে আপনি?' জানতে চাইল পুসি। 'আপনি আমাদের পাড়ার কেউ নন। দূরে কোথাও থাকেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে থাকি,' বলল বুলিন।

সব সমস্যার সমাধান এনে দেয় ভদকা। একটা বারে বসে তাই খাচ্ছে বুচভ। কলম্বিয়ার কাছাকাছি, মেরিল্যান্ডে রয়েছে সে। মনে মনে হিসাব করছে। কে তাকে খুন করতে চাইতে পারে? কে আবার, অবশ্যই দাবিরদিন। সবচেয়ে কম উপকারে লাগছে, এমন একজন এজেন্টকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে সে। চাকরিচ্যুত করাটা কেমন দেখায়, সে পর্যায় পার হয়ে গেছে। এর আগে বহু এজেন্টের চাকরি খেয়েছে সে, বুচভেরও খেলে ব্যাপারটার মধ্যে কোন নতুনত্ব বা কৃতিত্ব থাকে না। উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে বুচভের জন্যে ফাঁদ পাতে সে। সম্ভবত কাকা ভ্লাদিমির পাপাভিচের সাহায্য নিয়ে হট ডগের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট পেনিট্রেট করতে হয়েছে তাকে, তারপর যোগাযোগ করার ভুয়া আয়োজন সাজায়।

কিন্তু বুদ্ধির বদৌলতে মারা যায়নি বুচভ, বেঁচে আছে। কিন্তু বেঁচে থেকেও দাবিরদিনের বিরুদ্ধে কিছুই তার করার নেই। দাবিরদিনকে রক্ষা করবে কাকা পাপাভিচ, প্রয়োজনে নিজের বিপুল প্রভাব আর ক্ষমতা খাটাবে। একই সঙ্গে হট ডগের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হলো। হট ডগ দুর্নামের ভাগীদার হলো। কেন, কি উদ্দেশ্যে? হট ডগকে যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তারা সম্ভবত ওপর মহলে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী উঠেপড়ে লেগেছে সেটা ধ্বংস করতে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্দেহ নেই, খোদ পাপাভিচ না হয়ে যায় না।

কি সর্বনাশ, ভাবল বুচভ। রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গ্রু-র একজন সিনিয়র জেনারেল তাকে টার্গেট করেছেন! সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি!

কাজেই পাগল না হতে চাইলে ভদকা খেতে হবে তাকে।

আরও খানিক পর বুচভ ভাবল, এখন যাদেরকে বিশ্বাস করা যায় তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম আসে সোফিয়ার। কাজেই সোফিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগ করা দরকার। পে বুদ থেকে ফোন করল সে। অনেকক্ষণ রিঙ হবার পর লাইনে এল সোফিয়া। 'ডার্লিং…'

'বুচভ, আমি হতভম্ব...'

'সোফিয়া, শোনো। আমার একটা উপকার করতে হবে। তোমার সাহায্য পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, ভবিষ্যতে যা বলবে শুনব। কি ঘটেছে বলা সম্ভব নয় এখন।'

'প্রলাপ বন্ধ করো, বুচভ। তুমি কি মাতাল? এভাবে কথা বলছ কেন?'

'সোফিয়া, কিছু একটা ঘটছে।'

'অবশ্যই ঘটছে। দাবিরদিন তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে চাইছে।'

'না, অন্য কিছু। আমাকে ওরা... ওরা চাইছে না, সোফিয়া!'

'আবার কোন মেয়েকে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, তাই না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'না! না! শোনো, এখন খুলে বলতে পারছি না। তবে দিন কয়েক দূতাবাস থেকে দূরে সরে থাকতে হবে আমাকে, যে ক'দিন না সব ঝামেলা কাটে।'

'তুমি শেষ, বুচভ। আমাকে জড়িয়ো না, প্লীজ। ওরা আমার ওপরও নজর রাখছে। তুমি তো যাচ্ছই, কিন্তু সব কিছু এমন এলোমেলো করে রেখে যাচ্ছ...'

'না, জন্মদাতা বাপের কিরে, কার্ল মার্ক্সের কিরে, কাউকে আমি ফাঁসিয়ে যাব না। আজ রাতে আমি আসতে পারছি না স্রেফ টেকনিক্যাল কারণে। শোনো, আজ রাতে ওয়াইন সেলারে সাইফার ক্লার্কের দায়িত্ব পালন করার কথা আমার।'

'বুচভ, আমি...'

'জানি, কাল রাতে ওখানে তুমি ডিউটি দিয়েছ। কিন্তু আজ যেহেতু বিশ্রাম নিয়েছ, স্বাভাবিকভাবে তুমিই আমার রিপ্লেসমেন্ট। আমি শুধু এই উপকারটা চাই তোমার কাছে। আমার ডিউটিটা আজ রাতে তুমি দাও। দাবিরদিনকে বলো, কাজে আটকে গেছি, ফোন করে তোমাকে থাকতে বলেছি ওয়াইন সেলারে।'

'বুচভ, আমি...'

'প্লীজ, ডার্লিং। প্লীজ। জর্জটাউনের সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয় খাওয়াব তোমাকে, কথা দিচ্ছি।'

'বুচভ...'

'সোফিয়া, আমি জানি আমাকে তুমি নিরাশ করতে পারবে না।'

সোফিয়া বলল, 'তুমি একটা গর্দভ, বুচভ।'

'সোফিয়া, তুমি সাহায্য না করলে...'

অবশেষে রাজি হলো সোফিয়া। 'ঠিক আছে।'

'আই লাভ ইউ, ডার্লিং।' বুচভ যোগাযোগ কেটে দিল। ভাবল, এখন তার উচিত দ্বিতীয় প্রেমিকা এমা শ্যারনের সঙ্গে কথা বলা। দেখা যাক তার জন্যে এমা কিছু পেয়েছে কিনা। এমা তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেলে দাবিরদিনের কাছে নিজেকে সে কাজের লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ফলে তাকে খুন করার ইচ্ছেটা দাবিরদিনের না-ও থাকতে পারে।

এমাকে ফোন করে পে বুদের নম্বর দিল বুচভ। তারপর অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পর হলেও, এমা ফোন করল। সে বলল, 'বুচভ, মাত্র এক সেকেন্ড সময় দিতে পারব।'

'ডার্লিং, আমি...'

'বুচভ, শাট আপ! মেরিল্যান্ডে বিশাল কিছু একটা ঘটছে, এতই বিশাল যে ওরা এমনকি আমাদেরকেও কিছু বলছে না। কমিটির সব ক'জন সিনেটর, সিনিয়র স্টাফ হোয়াইট হাউসে চলে গেছেন। নিউজ ব্ল্যাকআউট চলছে। কেউ মুখ খুলছে না। খুব—খুউবই সিরিয়াস ঘটনা।'

'মেরিল্যান্ডে?' জেট প্লেনগুলোর কথা মনে পড়ল বুচভের। 'কিন্তু ওখানে কি ঘটতে পারে?'

'জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বলব, বুচভ। এখন আমাকে যেতে হচ্ছে, লাভ। সত্যি, খুব সিরিয়াস...'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ধুস শালা, নিজের ভাগ্যকে গাল দিল বুচভ। তাকে আরও ভদকা খেতে হবে।

থোং ডাং লিলি অন্ধকার ভালবাসে, ভালবাসে অন্ধকার নিস্তব্ধতার ভেতর

স্থির-অটল পরিবেশ, পুরোপুরি একা হবার অনুভূতি। শুধু অন্ধকারেই তার অস্তিত্ব যেন পরিপূর্ণতা পায়।

মাইনিং শ্যাফটের দেয়ালগুলো যেন ভেতর দিকে কাত হয়ে রয়েছে। পাশ থেকে সঙ্গীর দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাচ্ছে লিলি। বোঝাই যায়, খুব ভয় পাচ্ছে ব্যারি।

তবে লিলির কাছে টানেল ভয়ের কোন ব্যাপার নয়, বরং উল্টাটাই সত্যি। তার কাছে টানেল মানে নিরাপত্তা। টানেলের ওপর, সারফেসে, তার ছেলে-মেয়েরা ছিন্নভিন্ন ও ছাই হয়ে গিয়েছিল নাপামের আঘাতে। ওখানে সে তার বাবাকে হারায়, মাকে হারায়। ওখানে তার ভাই বোবা হয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসীদের বোমায় তার সবুজ-শ্যামল গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। হেলিকপ্টারে চড়ে একদল নিষ্ঠুর লোক আসে তাদেরকে খুন করার জন্যে। গ্রামের সব লোককে খুন তো করেই, জঙ্গলে বিষাক্ত গ্যাসও ছড়ায়। কাজেই টানেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল লিলিকে। সেই থেকে অন্ধকারকে শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখে আসছে সে। অন্ধকারকে তার ভয় লাগে না। পা জোড়া পথ খুঁজে নিচ্ছে। দেয়ালগুলো কতদূরে, সিলিং কত উঁচুতে, না ছুঁয়েও অনুভব করতে পারছে। উঁচু-নিচু, মেঝেতে হাঁটতে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

টিম ব্যারির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। টানেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে। টানেলের গায়ে তার টর্চের আলো প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে, ছুটোছুটি করছে অযথা। লিলির দেশে টানেলের ভেতর কেউ কখনও আলো ব্যবহার করত না। আলো তাদেরই দরকার, অন্ধকারকে যাদের ভয়। লিলি আর তার দলের লোকজন আলোর বদলে হাত ব্যবহার করত। অনুভূতির ওপর নির্ভর করত তারা, পরিবেশ পরিবর্তনের ওপর খেয়াল রাখত, সামান্য যে-কোন গন্ধও ধরা পড়ত তাদের নাকে, শুনতে পেত অস্পষ্টতম যে-কোন শব্দ।

মা, লোকটার গন্ধ পাচ্ছ তুমি? তার মেয়ে জিজ্ঞেস করল। লোকটা ভয় পেয়েছে। তার শরীরে ভয়ের ঘাম।

হ্যাঁ, পাচ্ছি, জবাব দিল লিলি।

সামনে টানেল আরও সরু হয়ে গেছে।

'বোন, লিলি, এক মিনিট, প্লীজ,' ভিয়েৎনামীজ ভাষায় বলল ব্যারি। 'আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।' টানেলের মেঝেতে হাঁটু গাড়ল সে, নিভিয়ে দিল টর্চ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। ব্যারি হাতড়াচ্ছে, আওয়াজ পাচ্ছে লিলি। 'র‍্যাট সিক্স, দিস ইজ টীম আলফা,' রেডিও অন করে বলল ব্যারি। 'আমরা প্রায় সাতশো গজ ভেতরে চলে এসেছি, কিন্তু এখনও টানেল মেরির দেখা নেই। ডু ইউ কপি, র‍্যাট সিক্স?'

'হ্যাঁ, আলফা টীম, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।'

'র‍্যাট সিক্স, আমরা আরও সামনে এগিয়ে দেখতে চাই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, আলফা। আমরা তোমাদের ওপর নির্ভর করছি। তোমার পার্টনার কেমন আছেন?'

'বোন লিলির তো ভয়-ডর বলে কিছু নেই। নিজের সম্পর্কে এ-কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। আউট, সিক্স।'

'আউট, আলফা।'

আবার টর্চ জ্বালল ব্যারি। 'বোন, তুমি রেডি তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আবার এগোই চলো।'

'ভাই, তুমি এলে কেন? আমি বলি কি, তুমি নাহয় এখানে থেকে যাও, আমি একা এগোই। অস্বীকার করো না, ভাই, খুব আতঙ্ক হচ্ছে তোমার। শোনো, পথ আমি ঠিকই চিনে নিতে পারব। টানেলে আমি কখনোই হারিয়ে যাই না।'

'বোন, রেডিওর দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।'

'কি জানো, টানেলে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক, ভয় পাওয়াটা উচিতও। কিন্তু আতঙ্ক মানুষকে উন্মাদ করে তোলে। টানেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে খুব কম মানুষই জিততে পারে। জিততে না পারাটা নিন্দনীয় বা মর্যাদাহানিকর নয়। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলে এটা আমরা ঠেকায় পড়ে শিখেছি।'

'আমি আতঙ্কিত, এটা তোমার কথা।'

'বুঝতে পেরেই কথাটা বলছি আমি, ভাই ব্যারি।'

'না, এখনও আমি পাগল হইনি। শুধু তো হাঁটা, তাই না? আমি পারব। কোথায় যুদ্ধ, শুধু তো হাঁটা।' জোর করে হাসল ব্যারি।

'তাহলে চলো, ভাই আম্মরিকা।'

ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করে গম্ভীর হয়ে উঠল মেজর ভালকিন। তবু নিজের লোকজনকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে বলল, 'তোমরা খুব ভাল করেছ।' একজন প্রশ্ন করল, ওটাই কি শেষ আক্রমণ ছিল? সে বলল, 'না, আবার ওরা আসবে। বারবার আসতে থাকবে। আসল যুদ্ধটা সম্ভবত রাতে হবে।'

এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। সৈনিকদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। মিসাইল সাইলোর নিচে থেকে জেনারেল রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, টাইটেনিয়াম কাটার কাজও ভালভাবে এগোচ্ছে। সবাই যতটা ধারণা করছে, তারচেয়ে আগেই শেষ হবে কাজটা। বিশ-বাইশ জন সৈনিককে হারিয়েছে সে, এটাই সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি। তবে এখনও প্রচুর অ্যামুনিশন রয়ে গেছে। দুটো ব্যাপারে সত্যি উদ্বিগ্ন সে। কমান্ডোরা তার একটা লাইট মেশিন গান ধ্বংস করে দিয়েছে। আরেকটা ব্যাপার হলো, এয়ার অ্যাটাকের সময় স্টিঙ্গার মিসাইল বেশি ব্যবহার করা হয়ে গেছে। তার হাতে আর মাত্র সাতটা আছে। 'যথেষ্ট গল্প হয়েছে, এবার তোমরা মাটি খুঁড়তে যাও। কাদের পালা? রেড প্লাটুন?'

'ব্লু প্লাটুন,' কেউ একজন বলল। 'রেড প্লাটুন এরইমধ্যে নরক পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছে।'

কথাটা শুনে হেসে ফেলল সবাই।

'ঠিক আছে,' বলল ভালকিন। 'ব্লু প্লাটুন, তেরপলের ভেতর ট্রেঞ্চে চলে যাও। রেড প্লাটুন পেরিমিটারে রোদ পোহাতে পারো।'

'কিন্তু ব্লু প্লাটুন গুলি করে হেলিকপ্টার ফেলে দিল, তারা কোন পুরস্কার পাবে না?'

'ঝড়ে বক পড়েছে, রেড প্লাটুনের একজন চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল। 'এখন যাও মাটি খোঁড়ো, যতক্ষণ না হাতে ফোস্কা পড়ে।'

বাদ-প্রতিবাদে বাধা দিল ভালকিন। 'কি বললে? হেলিকপ্টার ফেলে

দিয়েছে? কই, আমি তো কোন 'কপ্টার ক্র্যাশ করতে দেখিনি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সবাই। তারপর একজন বলল, 'স্যার, আমরা একটা হেলিকপ্টারে গুলি করেছি। পাহাড়ের মাথা টপকে যায় ওটা, নিচের দিকে কোথাও ক্র্যাশ করে।'

ভালকিনের মনে পড়ল, অ্যাসল্টের শুরুতে মেডিকেল টীমের একটা 'কপ্টারকে টেক অফ করতে দেখেছিল সে। কিন্তু সেটার তো রেঞ্জের বাইরেই থাকার কথা। অবশ্যই গানশিপ ছিল না, তাদের পজিশন লক্ষ করে কোন গুলি ছোঁড়েনি। কিন্তু রণক্ষেত্রের ওপর কেন আসবে সেটা, একটা মেডিকেল টীমের 'কপ্টার? ব্যাপারটা তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। সৈনিকদের বলল, 'হেলিকপ্টারে যারা গুলি করেছ, আমার সামনে চলে এসো।'

ব্লু প্লাটুনের দশ-বারোজন লোক ঘিরে ধরল ভালকিনকে।

'একজন করে কথা বলবে। হড়বড় করে নয়, ধীরে ধীরে। প্রথম যে প্রসঙ্গটা তুলল, শুরু করো।'

'স্যার, এয়ার অ্যাটাকের শেষ দিকে একটা হেলিকপ্টারকে দেখলাম গাছপালা ছুঁয়ে উড়ে আসছে। আমরা ওটা একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পাই, কারণ এয়ার অ্যাটাকের কারণে সবাই আমরা আন্ডারকাভারে ছিলাম। স্বভাবতই,' হাতের রাইফেলটা দেখাল সে, 'এটা দিয়ে গুলি করি আমি।'

'কি ধরনের হেলিকপ্টার ছিল সেটা?'

'ইউএইচ-আইবি। হিউই, স্যার।'

'তোমার গুলি লেগেছিল?'

'মনে হয় লেগেছিল, স্যার।'

'ক'রাউন্ড?'

'স্যার?'

'কত রাউন্ড লাগাতে পেরেছ? কি ধরনের সাইট পিকচার পেয়েছিলে? ফুল, না সেমিঅটোমেটিকে ছিলে? ঠিক কি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে?'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে থাকল তরুণ সৈনিক।

'সত্যি কথা বলো। সব আমাকে জানতে হবে,' নরম সুরে বলল ভালকিন।

'স্যার, আমি খুব তাড়াহুড়ো করে গুলি ছুঁড়ি। লক্ষ্যস্থির করার সময় পাইনি, স্যার। সেমিঅটোমেটিকে ছিলাম, সম্ভবত সাত কি আট রাউন্ড গুলি করি।'

'কোন ক্ষতি হতে দেখেছ? রোটর ভেঙে যেতে দেখেছ? কোন ধোঁয়া দেখেছ?'

'না, স্যার...এত দ্রুত...'

'বাকি কার কি বলার আছে?' জানতে চাইল ভালকিন। 'আর কে লাগাতে পেরেছিলে?'

কয়েকজন হাত তুলল।

'ফুল-অটো, নাকি সেমি?'

সবাই সেমি, সবার গল্পই এক। একটা হেলিকপ্টার দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, রাইফেল তুলেই গুলি করা হয়। সাইটে সত্যিকার কোন স্পষ্ট পিকচার ছিল না।

'অথচ ওটা ক্র্যাশ করল?'

'ইয়েস, স্যার। চূড়া পার হয়ে গেল ওটা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু করল। তারপর আর এখান থেকে ওটাকে আমরা দেখতে পাইনি। তবে পাহাড়ের গোড়া থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাই।'

'পড়তে দেখেছ?'

'না, স্যার। পড়ে তো জঙ্গলের ভেতর। বিস্ফোরণ ঘটে কয়েক সেকেন্ড পর।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল ভালকিন। 'সার্জেন্ট!' ডাকল সে। 'দশজনকে নিয়ে একটা টীম গঠন করো। কিছু একটা ঘটছে, আমার ভাল ঠেকছে না। ঢাল বেয়ে নেমে দেখে আসুক ওখানে কোনও হেলিকপ্টার সত্যি ক্র্যাশ করেছে কিনা।'

নয়

বার্কিটসভিল, মেইন স্ট্রীট। একটা বাড়িতে রয়েছে ওরা। জেমন হারমানের বাড়ির উল্টো দিকে, দুশো গজ দূরে। জেমস কাটারের সঙ্গে রয়েছে চারজন ডেল্টা কমান্ডোর সদস্য। কাটার তাদের নাম জানে না, ডেল্টা ওয়ান, ডেল্টা টু বলে কাজ সারছে। ওদের সঙ্গে বার্কিটসভিলের একজন পুলিস অফিসার রয়েছে।

ডেল্টা ওয়ান বলল, 'ফ্লোরপ্ল্যান না পেলে ভেতরে ঢোকা উচিত হবে না। প্রথমে জানা দরকার কোথায় কি আছে, তা না হলে...'

তাকে বাধা দিয়ে পুলিস অফিসার বলল, 'বাড়িটা একশো বছরের পুরানো, তখনকার দিনে ফ্লোরপ্ল্যান তৈরি করা হত না।'

কাটার বলল, 'প্রতিবেশীদের কারও সাহায্য নেয়া যেতে পারে।' সবার মত তার হাতেও একটা বিনকিউলার রয়েছে। 'এখানে আনিয়ে ড্রইং বা ডায়াগ্রাম আঁকানো যায়।'

'পাশের বাড়িটা মি. রিক ইয়ং-এর,' পুলিস অফিসার বলল। 'কিন্তু তাঁকে এখন পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তাঁর স্ত্রীকে পাওয়া যায় কিনা দেখছি।' ফোন করার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

ক'মিনিট পরই মলি ইয়ং তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে চলে এল। 'এফবিআই,' নিজের পরিচয় দিল কাটার। 'এরা চারজন আর্মির ডেল্টা গ্রুপের সদস্য।' সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল সে। সবশেষে বলল, 'আপনাকে আমরা প্রতিবেশী মিসেস হারমান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব।'

মলির চোখ জোড়া পিরিচের মত হয়ে উঠল। 'পাহাড়ে কিছু একটা ঘটছে...এর সঙ্গে পাহাড়ের একটা সম্পর্ক আছে! লিন্ডা...কেন, লিন্ডার কি কোন বিপদ হয়েছে?'

'এখনও জানি না, মিসেস ইয়ং। আজ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। পাহাড়ে গ্যাস লিক করছে ভেবে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই, তাই ছুটে গিয়েছিলাম লিন্ডার কাছে। সে আশ্বাস দিয়ে বলল এলাকা ছাড়তে হলে আমাদেরকে গাড়িতে তুলে নেবে…।'

'কোথায় কথা হলো? আপনি তাঁর বাড়িতে ঢুকেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কাটার। 'তাঁকে কেমন দেখলেন? শান্ত? নার্ভাস?'

'না। দরজায় দাঁড়িয়ে কথা হলো। শান্তই তো মনে হলো। কিন্তু কেন, কি হয়েছে তার?'

'মিসেস হারমান বা তার মেয়েরা কি অসুস্থ? মেয়ে দুটো আজ স্কুলে যায়নি। এ-ব্যাপারে তিনি আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না তো!'

'মিসেস ইয়ং, আপনি এখানকার পুলিস সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা চাই আপনি মিসেস হারমানের বাড়ির একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেবেন। ইতিমধ্যে আমি তাঁর বাড়িতে নক করি, দেখি কি ব্যাপার।'

'সাবধান কিন্তু,' বলল ডেল্টা থ্রী।

দরজায় আবার নক হতে ঘাবড়ে গেল বুলিন। প্রথমে নিজের লোকদের দিকে তাকাল, তারপর লিন্ডা আর বাচ্চাগুলোর দিকে। কে হতে পারে? 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আগের মতই। মনে রাখবেন, মিসেস হারমান, কোন রকম চালাকি করলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার সঙ্গীরা মেয়ে দুটোর সঙ্গে থাকছে।'

'প্লীজ, আমার মেয়েদের কোন ক্ষতি করবেন না, প্লীজ!' করুণ সুরে বলল লিন্ডা।

'চালাকি না করলে কারও কোন ক্ষতি হবে না,' বলল বুলিন। সেলারে নামার সিঁড়ির ধাপে হাঁটু গাড়ল সে, মিশে থাকল অন্ধকারে, হাতের সাইলেন্সার লাগানো উজি প্রবেশপথটা কাভার দিচ্ছে। লিন্ডাকে দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে দেখল সে।

দরজা খুলে লিন্ডা জানতে চাইল, 'কে আপনি?'

'আপনি কি মিসেস হারমান?'

'হ্যাঁ।'

স্পোর্টস কোট, টাই, কালো রেনকোট পরা এক লোককে দেখতে পেল বুলিন। বয়েস হবে সাতাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। লোকটা বলল, 'আমি জেমস কাটার, রবিনসন রিফ্রিজারেটর কোম্পানীতে আছি। শুনুন, কীডসভিল-এর একটা প্ল্যান্টে কাজ করছি আমরা। বেলা দুটোয় আপনার স্বামীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, কিন্তু তিনি যাননি। ভাবলাম…'

'দুঃখিত, মি. কাটার। হারমান মিড্‌ল্‌টাউনে গেছে। ওখানকার হাইস্কুলের হিটিং সিস্টেমে কি একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে। সত্যি আমি দুঃখিত…'

'না, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি। আমি যদি একটু বসে কাজটার কথা ব্যাখ্যা করে বলি আপনাকে…'

উজিটা কাঁধে তুলল বুলিন, ট্রিগারে আঙুল। লোকটা ভেতরে ঢুকলেই গুলি করবে সে।

'মি. কাটার, এ বছর আপনার ফ্লু হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা। 'কি বলব, আমার দুই মেয়েই আক্রান্ত হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, দুটো বাচ্চাই অসুস্থ, ঘর-দোরের অবস্থা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে আছে।'

'ঠিক আছে, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। তবে আপনার স্বামীকে বলবেন কাল সকালে আমি ফোন করব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এলেই বলব তাকে।' দরজা বন্ধ করে দিল লিন্ডা।

নিঃশব্দে জানালার সামনে চলে এল বুলিন। উঁকি দিয়ে দেখল নীল একটা গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে লোকটা। ছুটে বাড়ির পিছনে চলে এল সে, বাঁক ঘুরে পাড়া ছাড়তে দেখল গাড়িটাকে, রুট সেভেনটিন ধরে শহর ত্যাগ করছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বুলিন। লোকটা বোধহয় সত্যি কথাই বলে গেল।

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল কাটার। 'বাড়িটায় আছে ওরা। আমার

অনুভূতি সে-কথাই বলছে।'

'ক'জন?' জানতে চাইল ডেল্টা থ্রী।

'তা বলতে পারব না। এদিকে আপনারা কতটুকু এগোলেন?'

ডায়াগ্রামটা কাটারের সামনে রাখা হলো। বাড়িটায় তিনটে বেডরুম দেখা যাচ্ছে। তাছাড়াও আছে লিভিং ও ডাইনিং রুম, কিচেন, নিচের তলায় প্যান্ট্রি। সিঁড়ি উঠে গেছে লিভিং রুম আর পিছনদিকের ডাইনিং রুম থেকে। মাত্র পাঁচজন লোক বাড়িটা দখল করার জন্যে যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা যেখানে জানা যাচ্ছে না। কাটার বলল, 'কোনটা ভাল হবে? ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ, নাকি সরাসরি হামলা?'

'হামলা করলে মহিলা আর তার বাচ্চা দুটো মারা পড়তে পারে,' বলল ডেল্টা ফোর। হাতঘড়ি দেখল সে। 'সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'কারও কোন আইডিয়া নেই?' জানতে চাইল কাটার। সবাই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে দেখে আবার বলল, 'সেক্ষেত্রে মেজর রানার পরামর্শ নেয়া যাক।'

ফোনে সব শোনার পর রানা বলল, 'মিসেস ইয়ং-এর বাড়িতে একটা স্মোক গ্রেনেড ছুঁড়ুন, তারপর দমকল বাহিনীকে ডাকুন। মি. কাটার, আপনি ডেল্টা থ্রীকে নিয়ে ট্রাকে থাকুন, ঢুকে পড়ুন লনে। সবাই রেনকোট পরে যাবেন। ধোঁয়া বেরুবে পাশের বাড়ি থেকে, কিন্তু আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন মিসেস হারমানের বাড়িতে। মিলার আর রক বাড়ির পিছন দিক থেকে ভেতরে ঢুকবে। কিচেনে ঢোকার সময় আগুন-আগুন বলে চিৎকার করবে ওরা, সবাইকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে বলবে। অস্ত্র থাকবে রেনকোটের ভেতর। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

শার্লট কাদামাটি দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি করছে। ওটাকে মূর্তি বলে চেনা কঠিন, দেখে মনে হচ্ছে একটা কলাগাছ, মাথা থেকে ঝুরি বেরিয়েছে। তার উপকরণও শুধু কাদামাটি নয়, প্লাস্টিক থেকে শুরু করে তামা-পিতলও আছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তি বা কলাগাছ কি আকৃতি নেবে বলা আরও কঠিন, নির্ভর করে তার মুড আর সততার ওপর।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তার। সদর দরজায় নক হচ্ছে। বাড়িতে একা সে, কাজেই স্টুডিও থেকে বেরুতে হলো। তবে দরজা পর্যন্ত গেল না, করিডরে বেরিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'দরজা খোলাই আছে।'

স্টুডিওতে ফিরে এসে আবার কাজে মন দিল শার্লট। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু, ভেতরে ঢুকল তিনজন ভদ্রলোক। দু'জনের পরনে বিজনেস স্যুট, অপেক্ষাকৃত তরুণের পরনে আর্মি ফেটিগ। সবারই নির্লিপ্ত চেহারা, মুখে হাসি নেই। কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, নিজেরাই পরিচয় দিল। দু'জন এফবিআই অফিসার, অপরজন ডেল্টা কমান্ডো গ্রুপের কমান্ডিং অফিসার—মাসুদ রানা।

পরিচয় দেয়ার পর রানা বলল, 'আপনার কি ব্যক্তিগত ল'ইয়ার আছে, মিস শার্লট?'

'একজন এজেন্ট আছে,' বলল শার্লট।

'এক কথা হলো না।'

'বাবাকে ফোন করলে তিনি হয়তো একজন লইয়ার পাঠিয়ে দেবেন।'

'আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, মিস শার্লট। সময়ের গুরুত্ব খুব বেশি, সহযোগিতা করলে নিজেরই উপকার করবেন আপনি,' বলল রানা।

'আসুন একটা ব্যাপারে একমত হই,' বলল শার্লট। তাকে মোটেও উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত দেখাচ্ছে না। 'আমাকে আরও কিছুক্ষণ কাজ করতে দেবেন আপনারা। টেপ চালু করুন, আমি কাজ করতে করতে কথা বলি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আশা করি বুঝতে পারছেন যে আপনি গুরুতর বিপদের মধ্যে আছেন?'

'আমি সব সময় গুরুতর বিপদের মধ্যেই ছিলাম,' জবাব দিল শার্লট। অসম্ভব সুন্দরী সে, চেহারায় আভিজাত্য আছে।

'আমাদের কাছে তথ্য আছে...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে শার্লট বলল, 'আপনি যেখানে শেষ করতে চান, আমি সেখান থেকে শুরু করি, কেমন? তাতে করে সময় বাঁচবে।

'ঠিক আছে।'

বড় করে শ্বাস টানল শার্লট। 'হ্যাঁ, কাজটা আমি করেছি। ও যা বলছে, সব সত্যি। করেছি আমি।'

'আপনি ফরেন এজেন্টকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছেন···

হেসে উঠল শার্লট। 'ফরেন এজেন্ট···শুনতে সেকেলে লাগে। তথ্য? আমি ওদেরকে সব কিছু দিয়েছি।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'ছোট একটা ক্যামেরা ছিল আমার কাছে। ওটা দিয়ে ছবি তুলেছি। মাঝে মধ্যে সমস্ত কাগজ-পত্র লাইব্রেরীতে এনে জেরোক্স কপি করেছি। ও তো আমার জন্যে সব পানির মত সহজ করে দেয়। এতটুকু সতর্ক ছিল না। কাগজ-পত্র সব চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখত। কে জানে, হয়তো সত্যি আমাকে ভালবাসত ও।'

রানা কথা বলছে না।

ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল শার্লট। 'তবে মজার ব্যাপারটা হলো, ও-সব আমি আমাদের নিজের দলের একজনকে দিয়েছি। সে একজন ইহুদি। ইসরায়েল তো আমাদের দলেই। কাজেই আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন আপনারা। আমাকে জেলে ভরে চাবিটা ডেড-লেটার বিন-এ ফেলে দিন। কেমন আইডিয়া?'

'আপনি বরং প্রথম থেকে শুরু করুন।'

'হাতে দশ ঘণ্টা সময় আর কয়েক বোতল খুব ঠাণ্ডা হোয়াইট ওয়াইন আছে?' জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'সময় আছে দশ মিনিট,' বলল রানা। 'আর বললে বড় জোর গরম কফির ব্যবস্থা করা যায়।'

'তাহলে কাজ থাক,' বলল শার্লট। তারপর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল।

বার্কিটসভিল ভলান্টিয়ার ফায়ার ডিপার্টমেন্টের বিরাট লাল ট্রাকটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফায়ারম্যানরা। ডেল্টা থ্রী তাদের করণীয় ব্যাখ্যা করছে। 'আপনাদেরকে ঢুকতে হবে ডানদিকের বাড়িটায়। শুধু ডানদিকের বাড়িটায়। যেটা থেকে ধোঁয়া বেরুবে।'

'ধোঁয়াটা কি বিষাক্ত?' একজন দমকল কর্মী জানতে চাইল।

'ধোঁয়া দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তিনতলায় কয়েকটা বাটিতে রাখা একটা কেমিক্যেল পুড়বে, ক্ষতিকর নয়। ওখানে ঢুকে আপনারা কাভার নেবেন। পাশের বাড়িতে কিছু গোলাগুলি হবে, কাজেই সাবধান। ঠিক আছে?'

ফায়ারম্যানরা উত্তেজিত, তবে হাসাহাসি করছে। ব্যাপারটা তাদের মজার একটা অ্যাডভেঞ্চার বলে মনে হলো। কাটারের কাছে ফিরে এসে ডেল্টা থ্রী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তৈরি, মি. কাটার?'

দমকল কর্মীদের মত কাটারও কালো স্লিকার আর হেলমেট পরেছে, হাতে একটা কুঠার। সঙ্গে নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পয়েন্ট ৩৫৭ অটোমেটিকও আছে, গত এগারো মাস ব্যবহার করা হয়নি। ডেল্টা থ্রী নিজের অস্ত্র চেক করছে। তার কাছে ব্যাকআপ হিসেবে রয়েছে কোল্ট .৪৫ অটোমেটিক। আর রয়েছে এইচঅ্যান্ডকে এমপি-৫, সঙ্গে ত্রিশ রাউন্ডের ম্যাগাজিন। অস্ত্রগুলো রেনকোটের ভেতর লুকানো থাকবে। রেনকোটের নিচে দু'জনেই তারা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে।

'বাড়িটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে!' দমকল কর্মীদের একজন উত্তেজিত গলায় বলল, তার চোখে বিনকিউলার।

বাকি সবাই ফায়ার এঞ্জিনে উঠছে।

ব্যারি ভাবছে, আমার খুব বিপদ। 'বোন...' ডাকল সে।

'ইয়েস?' অন্ধকার থেকে সাড়া দিল লিলি।

'একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

বসে পড়ল ব্যারি, চিন্তা করছে। টর্চের অস্থির আলো তাকে বলে দিচ্ছে, সামনে আরও সরু হয়ে গেছে টানেল, ধনুকের মত বেঁকে গেছে, মোচড় খেয়েছে ঘন ঘন। জিনিসটা নাড়ির মত। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। পা ফেলতে ও চোখ খোলা রাখতে সমস্যা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে মন আর মাথা, দুটোর ভেতর অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে সে, বীভৎস সব দৃশ্য ভেসে

উঠছে চোখের সামনে। অন্ধকার সম্পর্কে আগে আসলে ভাবেনি সে, অন্তত এ-ধরনের অন্ধকার সম্পর্কে।

সময়টা এখন রাত নয়। ব্যারিকে লড়তে হয়েছিল রাতে। রাত কোন সমস্যা ছিল না। কারণ সে-সব রাতে স্থানের বিস্তৃতি ছিল । হাত বাড়ালে বাতাসের স্পর্শ পাওয়া যেত। মুখ তুললে আকাশ দেখা যেত, যতই আবছা হোক। রাতকে সঙ্গী করা যায়, এমনকি ব্যবহারও করা যায়।

কিন্তু এই অন্ধকার আক্ষরিক অর্থেই নিশ্ছিদ্র ও নিবিড়। মান বা মাত্রা আলাদা করা যায় না। কোথাও কম কোথাও বেশি তা নয়, সব জায়গায় একই রকম ঘন কালো। মনে হলো, তার পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়। এগোতে চেষ্টা করলে সে পাগল হয়ে যেতে পারে।

অথচ তার পক্ষে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। টিম ব্যারি ডেল্টা, পিরামিডের চূড়ায় অবস্থান করে। ডেল্টা কালচারে, কোন কোন ক্ষেত্রে, আপস নেই। তুমি ডেল্টা হলে কোন ব্যাপারেই না বলতে পারো না।

কিন্তু এখন তাকে না-ই বলতে হবে। তার বয়েস সাঁইত্রিশ, প্রচুর মেডেল পেয়েছে, দুনিয়ার সেরা সৈনিকদের একজন বলে স্বীকৃতি আছে। অথচ অন্ধকার টানেল তাকে কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছে।

হোলস্টার থেকে .৪৫-টা বের করল ব্যারি। চেম্বারে একটা শেল আছে। সেফটি ক্যাচ নামাল সে। তারপর মাজলটা মুখে পুরুল। তেল তেলে একটা স্বাদ পেল সে। আঙুল দিয়ে ট্রিগার খুঁজে নিল।

'ভাই? ভাই ব্যারি?' ডাকল লিলি।

ব্যারি কথা বলল না।

'ভাই ব্যারি, এ কাজ করো না,' ভিয়েতনামিজ ভাষায় বলল লিলি। 'তুমি বড় টানেলটায় ফিরে যাও। অপেক্ষা করো ওখানে। আমি একা যতটা পারি এগোই। যদি কিছু পাই, ফিরে আসব তোমার কাছে। তারপর ওদেরকে ডাকব। তবে এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলব না। কেউ কোন দিন জানবে না।'

'তোমার খুব সাহস, বোন,' বলল ব্যারি। 'কিন্তু আমি কাপুরুষ। অন্তত এখানে আমি কাপুরুষ।'

'নিজেকে ক্ষমা করতে শেখো, ভাই। এটাই টানেলের শিক্ষা।

নিজেকে ক্ষমা করো।'

লিলিকে দেখতে পাচ্ছে না ব্যারি। তবে তার উত্তাপ ও গন্ধ পাচ্ছে। তার পাশে নিজেকে বোকা মনে হলো। পিস্তলটা অসম্ভব ভারী হয়ে উঠছে। ওটা নিচু করল সে, সেফটি ক্যাচ অফ করে হোলস্টারে গুঁজল। 'আমি অল্প একটু পিছিয়ে যাই, কেমন? সামনে এগোনো আমার পক্ষে সত্যি আর সম্ভব নয়, বোন।'

'ঠিক আছে, ভাই ব্যারি,' বলল লিলি। ঘুরে এগোল সে, একাই আরও গভীরে হারিয়ে যাবে।

'মামি! মামি!' চিৎকার করছে পুসি। 'মলি আন্টিদের বাড়িতে আগুন লেগেছে!'

ছুটে জানালার সামনে চলে এল বুলিন। সত্যি তাই, পাশের বাড়ির ওপরতলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ দেখল সে। তারপর সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল।

'বুলিন, মলি আন্টি কি মারা যাবে?'

'না, লক্ষ্মী সোনা, কেউ মারা যাবে না।'

'দমকল এসে মলি আন্টিকে বাঁচাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল লিন্ডা। 'দমকল আসার আওয়াজ পাচ্ছি।'

সবাই তারা লিভিং রুমে জড়ো হয়েছে। আবার জানালার পাশে দাঁড়াল বুলিন। শুধু ধোঁয়াই দেখতে পাচ্ছে, আর কিছু না। 'মহিলা কি ধূমপান করেন?' জানতে চাইল সে।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল লিন্ডা। 'না, গত বছর ছেড়ে দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল বুলিন। সঙ্গী দু'জন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'তোমাদের অস্ত্র বের করো,' বলল সে। 'আমার ধারণা, হামলা হতে যাচ্ছে। তুমি কিচেনে চলে যাও।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল লিন্ডা। 'ওহ্ গড, আমাদের মেয়েদের রক্ষা করো! প্লীজ, আপনারা আমার মেয়েদের...'

টুসি কাঁদতে শুরু করল। পুসির চেয়ে বড় সে, কি ঘটছে তা হয়তো

বুঝতে পারছে। অস্ত্র সে পছন্দ করে না, কারণ টেলিভিশনে দেখেছে এই অস্ত্র দিয়েই মানুষকে মেরে ফেলা হয়। দুই মেয়ে আর তাদের মায়ের দিকে তাকাল বুলিন। কি করা যায় ভাবছে সে। বাচ্চা আর মহিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার কাজ নয়। একপা দু'পা করে এগিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল পুসি। এক ঝটকায় তাকে কোলে তুলে নিল বুলিন।

'তুমি যেয়ো না, বুলিন। প্লীজ, চলে যেয়ো না। দমকলের লোকেরা তোমাকে যেন মেরে না ফেলে,' আবদার করছে পুসি, ঠোঁট ফোলাচ্ছে।

'বুলিনের কিছু হবে না, লক্ষ্মী,' বলল বুলিন। 'বোনের সঙ্গে দোতলায় উঠে যাও তুমি, কেমন? যা-ই ঘটুক, তোমরা তোমাদের কামরায় থাকবে, ঠিক আছে? যাও, দৌড় দাও!'

সিঁড়ি বেয়ে ছুটল পুসি, টুসির হাত ধরে আছে। লিন্ডার দিকে তাকাল বুলিন। 'আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনাকে ঝুঁকি নিতে হবে।'

'আপনাদের পরিচয় কি? এ-সব কি ঘটছে?'

'ওরা আসছে,' জানালা থেকে বুলিনের এক সহকারী বলল। 'আমি কি গুলি করব?'

'না, না। এমন হতে পারে ওরা হয়তো সত্যি ফায়ারম্যান। সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে উঠে যাও, দু'দিকের যে-কোন একদিকে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি থাকবে, লক্ষ রাখবে কোনদিক থেকে আসে। তুমি...' দ্বিতীয়জনের দিকে হাত তুলল বুলিন। '...পিছনে, কিচেনে চলে যাও। ওরা এলে...'

লোকটা তার সাব-মেশিন গান কক করল।

'দরজার কাছে যান আপনি,' কর্কশ সুরে লিন্ডাকে নির্দেশ দিল বুলিন। লিন্ডা ঘুরতেই তার পিঠে উজি ঠেকিয়ে খোঁচা মারল। জানালার পাশে চলে এল সে, উঁকি দিল বাইরে। হোস পাইপ লম্বা করছে দমকল কর্মীরা, আরেকটা দল কুঠার নিয়ে ছুটছে পাশের বাড়ির দিকে, মুখে মাস্ক। আরও দু'জন লোককে দেখল বুলিন, ট্রাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে আসছে এ-বাড়ির দিকে, পরনে ভারী স্লিকার। তাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সে। 'ভেতরে কেউ আছেন? সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে!' দরজায় ঘুসি মারছে তারা।

*

চিৎকার করে বা দরজায় ঘুসি মেরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চৌকাঠে হেলান দিল ডেল্টা থ্রী, হাত থেকে ফেলে দিল কুঠার, চট করে একবার কাটারের দিকে তাকাল। কাটার নিজের হাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যেন স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা তার নয় বা কোত্থেকে এল জানে না। 'মার্ক ইওর টার্গেট,' বিড়বিড় করল ডেল্টা থ্রী, তারপর বেল্টে আটকানো স্পীকার বাটনে চাপ দিল। রেডিও মাইক রয়েছে তার কলারে। মেসেজ পাঠাল সে, 'ডেল্টা ইউনিট, দিস ইজ থ্রী—গ্রীন লাইট, গ্রীন লাইট, গ্রীন লাইট!'

তারপর দরজা ভাঙার জন্যে কবাটে লাথি মারল ডেল্টা থ্রী।

কিচেন থেকে ভেসে আসা গুলির আওয়াজ পেল বুলিন। জানালার কাঁচ ও কাঠ ভাঙার শব্দ হলো। লোক্জন চিৎকার করছে। তার সঙ্গীর গলা চিনতে পারল সে। 'অ্যাটাক! অ্যাটাক!' তারপর আবার গুলি করল। লিন্ডাকে নিজের দিকে টেনে নিল বুলিন, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো দরজা। দমকল কর্মীর ছদ্মবেশে দু'জন সশস্ত্র লোক ঢুকল ভেতরে। লোকগুলোর দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। তারপর গুলি করল। এক পশলা বুলেট পিছন দিকে ঠেলে দিল ওদেরকে, ওদের দিকে লিন্ডাকে ছুঁড়ে দিল সে, তারপর ঘুরেই সিঁড়ির দিকে ছুটল।

পড়ে গেলেও, গুলি করছে ওরা। একটা বুলেট ছুটে এল বুলিনের দিকে। বাহুর ওপর দিকে লাগল সেটা, আছাড় খেলো সে, ঠোঁট কেটে গেল। আক্রোশে চিৎকার করে উঠল, শরীরটা মুচড়ে তাকাতেই দেখল সরাসরি তার সামনে হামাগুড়ি দিচ্ছে লিন্ডা, চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক। আবার গুলি করল সে, লিন্ডার মাথার ওপর দিয়ে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ঘরের আসবাব। কাভারিং ফায়ার দেয়ার জন্যে ওপরতলা থেকে নিচের ল্যান্ডিঙে নেমে এসেছে তার সঙ্গী, এলোপাতাড়ি গুলি করছে। কিন্তু বুলিন কোন টার্গেট পাচ্ছে না। কার গুলিতে সে আহত হয়েছে তা-ও বুঝতে পারছে না। ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। একবার পা পিছলাল, হাত বেয়ে নেমে আসছে গরম রক্ত। আগেও গুলি খেয়েছে

সে, তবে এরকম ঘাবড়ে যায়নি। অবশ্য এই বুলেটটা তার হাড় ভেঙে ফেলেছে। প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে সে, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। উজিটা অক্ষত হাতে নিতে চাইল সে, কাভারিং ফায়ার সময় পাইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ জানালায় মানুষ দেখতে পেল সে। ওখান থেকে দ্রুত গুলি করছে ওরা, সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে তার সঙ্গী গুলি খেয়ে পড়ে গেল, ধাপ বেয়ে গড়াচ্ছে লাশটা। ঘুরল বুলিন, উজি ছেড়ে দিল, হাত চলে গেল কোমরে গোঁজা পিস্তলে।

'আমার মেয়েরা!' ফোঁপাচ্ছে লিন্ডা। 'আমার মেয়েরা! খোদা, ওদেরকে তুমি বাঁচাও!'

'ধরুন ওকে!' চিৎকার করল ডেল্টা থ্রী। 'আমার আশা ছেড়ে দিন।'

কাটার অক্ষত। প্রথম দফায় তিনটে বুলেট লেগেছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট। সাইলেন্সার লাগানো থাকায় উজির নাইন এমএম অ্যামুনিশনের ভেলোসিটি অনেক কম, মনে হলো ঘুসি খেলো। ডেল্টা থ্রীর ভাগ্য অতটা ভাল নয়। একটা বুলেট তার পায়ে লেগেছে। প্রচুর রক্ত ঝরছিল, তারপরও পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি করতে পারে সে—প্রকাণ্ডদেহী লোকটাকে গুলি করেছে ধাপের ওপর, আর দ্বিতীয় লোকটাকে ল্যান্ডিঙের ওপর ফেলে দিয়েছে।

'ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল কাটার। প্রকাণ্ডদেহী লোকটাকে ধাওয়া করতে সাহস পাচ্ছে না সে।

'ওর পিছু নিন!' ধমক দিল ডেল্টা থ্রী। 'আমি ঠিক আছি, যান!'

খালি স্মিথ থেকে সিলিন্ডার বের করল কাটার। শেল ইজেক্ট করার পর সিলিন্ডারে একটা স্পীডলোডার ভরল, ছ'টা শেল একটা মেটাল ডিস্কে সাজানো রয়েছে। ডিভাইসের রিলিজ নব ঘোরাল সে, ১২৫-গ্রেইন ফেডারেল ম্যাগনাম স্থান পেল চেম্বারে। সিলিন্ডার বন্ধ করল সে। 'এটা ধরুন,' বলে .৪৫-টা ডেল্টা থ্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বড় করে শ্বাস নিল। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি।'

খপ করে তার হাত ধরে ডেল্টা থ্রী বলল, 'সাবধানে, মি. কাটার! বাচ্চাগুলোর কথা ভুলে যাবেন না!'

মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাকে টপকাল কাটার, লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোথাও লেগেছে?'

'আমার মেয়েরা! খোদা, প্লীজ, আমার মেয়েরা…'

'আপনি আহত হয়েছেন?'

'না। আমার মেয়েরা ওপরে আছে। প্লীজ, ওরা যেন… ।'

'শুনুন, ক্রল করে বাইরে বেরিয়ে যান। বাইরে ডাক্তার আছেন।'

'আমার মেয়ে দুটোকে, প্লীজ…'

'উতলা হবেন না। যা বলছি শুনুন। বেরিয়ে যান… ।'

'মি. কাটার!' বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে এল।

'ইয়েস?' দাঁড়িয়ে পড়ল কাটার।

'কিচেনের লোকটা মারা গেছে, তার সঙ্গে ডেল্টা টুও। ডেল্টা ওয়ানকেও গুলি লেগেছে। আপনি একা।'

'বুঝলাম,' বলল কাটার। 'স্টেট পুলিসদের ডেকে পাঠান।' ধাপ বেয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে এল সে, উঁকি দিয়ে হলের ভেতর তাকাল, স্মিথটা সামনে ঠেলে দিয়ে টার্গেট খুঁজছে। অনেকগুলো দরজা দেখতে পাচ্ছে সে, কোনটা খোলা, কোনটা বন্ধ, বেশিরভাগই অন্ধকার। নিজেকে বোঝাল, নিয়ম হলো সশস্ত্র লোককে খোঁজার সময় একা হলে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে নেই। তার আসলে ব্যাকআপ না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু বাচ্চা মেয়ে দুটোর কথা ভেবে তার মন মানছে না। সে বলল, 'আমি এফবিআই এজেন্ট জেমস কাটার। গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে। আত্মসমর্পণ করো।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

রক্তক্ষরণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে বুলিন, মনে হলো এখুনি জ্ঞান হারাবে। আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসছে চোখ, ঝিমুনি চলে আসছে। লিন্ডা আর হারমানের বেডরুমে রয়েছে সে, কোণঠাসা অবস্থায় দরজার পাশে। চেক সিজেড-সেভেনটিফাইভ পিস্তলটা দুর্বল বাম হাতে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। ডান হাতটা কোন কাজেই আসছে না, চুরমার হয়ে গেছে ওদিকের কাঁধ। নিজের রক্তের ওপর বসে আছে সে। মাথায়

প্রচণ্ড ব্যথা। ভয় পাচ্ছে না, তবে মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে।

'এখনও সময় আছে। আত্মসমর্পণ করুন,' আবার চিৎকার শোনা গেল।

চিৎকারটায় হাসির খোরাক আছে। এই পরিস্থিতিতে কি করতে হয় জানা আছে তার। শত্রু এলাকায় ধরা পড়তে নেই। জেরার মুখে পড়ার চেয়ে নরকবাসও ভাল। ইন্টারোগেশনের সময় তুমি হয়তো বেঈমানী করে বসবে।

তবে বুলিন ভাবছে, আরও একজনকে নয় কেন? আমার লোকদের মারল যারা, তাদের আরও একজনকে কেন সে মারবে না? ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে। এসো, মি. পুলিসম্যান, এসো।

দরজার সামনে চলে এল সে। হলের শেষ মাথায় কেউ একজন আছে মনে হলো। আশপাশে আরও লোক আছে, সন্দেহ নেই। তবে শেষ মুহূর্তে মাত্র একজন হলেই চলবে তার। এই সময় সাইরেনের আওয়াজ পেল সে, বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি থামল। জানালা দিয়ে লাল আর নীল আলোর আভা ঢুকছে। হলের শেষ মাথায় ওটা মানুষ তো? নাকি মানুষের মত দেখতে অন্য কিছু? হাতের সিজেড তুলল সে। ছায়ায় গুলি করছি না তো? ট্রিগার টানল সে।

কাটারের পিছনে দেয়ালে লাগল বুলেটটা, ধুলো-বালিতে ভরে গেল কাঁধ আর মাথা। আরও দুটো গুলি হলো। পিছিয়ে এল কাটার। পরমুহূর্তে লাফ দিল সামনে, একের পর এক গুলি করছে। এক পাশের একটা দরজা পর্যন্ত পৌঁছুল সে, ইতিমধ্যে ছ'টা গুলি করা হয়ে গেছে। সিলিন্ডার খুলে আবার লোড করতে হচ্ছে তাকে। এখন আর লোকটা গুলি করছে না। লোড করার পর হলের শেষ মাথার দিকে তাকাল। ওদিকে কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার।

'মামি,' কচি একটা গলা শুনতে পেল কাটার। 'মামি, তুমি কোথায়?'

শুনেও না শোনার ভান করল কাটার। সে জানে, এখন একটু অন্যমনস্ক হওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। তার অস্থির দৃষ্টি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখের কোণে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়তেই বন করে

খানিকটা ঘুরে গুলি করল সে।

গুলি করার পর কাটারের মনে হলো সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কর্ত্রী, বাচ্চাগুলোর মা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। তার কি দোষ, সে তো সিঁড়িতে কোন আওয়াজ পায়নি! মহিলাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল সে। সর্বনাশ, একি হলো!

ছুটে এল কাটার। লিন্ডা পড়ে গেছে, তার পাশে হাঁটু গাড়ল সে। একটাই গুলি লেগেছে, ঠিক কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। চোখ বুজে পড়ে আছে লিন্ডা। বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা করা হলো না, পায়ের আওয়াজ পেল কাটার। ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। ছোট্ট একটা মেয়ে। আবছা অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। টলমল করতে করতে এগিয়ে আসছে। 'মামি…।'

'সরে যাও! পিছিয়ে যাও!' চিৎকার করছে কাটার। কারণ মেয়েটার পিছনে বড় একটা আকৃতি দেখতে পাচ্ছে সে, আরেকটা অন্ধকার দোরগোড়া থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল, হাতে পিস্তল।

ডাইভ দিল কাটার। মেয়েটাকে নিয়ে মেঝেতে পড়ল সে। 'শুয়ে থাকো! শুয়ে থাকো!' মেয়েটার আর্তচিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা। পড়ার সময় দেয়ালে ঠুকে গেছে তার মাথা। চোখের সামনেটা ঝাপসা লাগছে। হাত থেকে পড়ে গেছে অস্ত্রটা। অনুভব করল তার নিচে ছটফট করছে মেয়েটা। অস্পষ্ট হলেও আরও একটা আওয়াজ পেল সে। পায়ের আওয়াজ।

লোকটা তার পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা চিৎকার করছে, 'মামি। মামি! আমার মামি মারা গেছে!'

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল কাটার। তারপর মুখ তুলল সে। লোকটার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। কাটার মিনতি করল, 'মেয়েটাকে যেতে দাও! ফর গড'স সেক, মেয়েটাকে যেতে দাও।'

ঘুরে দাড়াল বুলিন। ফিরে যাচ্ছে সে।

'সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাও,' মেয়েটাকে বলল কাটার। 'এক ছুটে নেমে যাও!'

তারপর সে গুলির আওয়াজ পেল। নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিজের

মাথায় গুলি করেছে বুলিন।

শার্লট বলল, 'দাম্পত্যজীবনের শেষদিকটায় আমরা সুখী ছিলাম না। প্যাট মিথ্যে কথা বলত। আমিও বলতাম। শেষদিকে আমিই বেশি বলতাম। তবে শুরুটা সে-ই করে। আর তার মিথ্যেগুলোও ছিল গুরুতর। এক সময় ভাবতে বাধ্য হলাম, এ আমি কাকে ভালবেসেছি? তার আইকিউ কয়েক হাজার হতে পারে, কিন্তু তাতে কি? সে তো সারাক্ষণ শুধু বোমা নিয়ে চিন্তা করছে। ও গড! তারমানে ওর একটা মিসট্রেস আছে, তাই না? আমার সতীন, একটা ডাইনী—বোমা। প্যাট কখনও তাকে ত্যাগ করবে না। প্যাটকে কাছে রাখতে হলে তাকেও আমার কাছে রাখতে হবে। কাজেই আমি···আশা করি বুঝতে পারছেন, মেজর রানা, কেন আমি স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম? কেন আমাকে দখল করতে পারল ময়নিহান?'

আবার মূর্তি তৈরির কাজে হাত দিল শার্লট। তবে কাজ করতে করতে প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছে।

'নিক ময়নিহানের সঙ্গে আপনার প্রথম কবে পরিচয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'বছর আগে। তবে তারিখ কে মনে রাখে।'

'মাসটা কি জানুয়ারি ছিল?'

'না। তখন গরম যাচ্ছে। না—হ্যাঁ, জানুয়ারিই ছিল। প্যাট ওয়াশিংটনে খুব ব্যস্ত তখন। কমিটি না গ্রুপ, তার সব সময় খেয়ে ফেলছে। কংগ্রেস এমএক্সগুলোকে সাইলোতে রাখার অনুমতি দিয়েছে বা ওই ধরনের কিছু একটা হবে।'

'জানুয়ারির এগারো তারিখ?'

'হতে পারে।' হাত থেমে গেল শার্লটের। 'আইডিয়াটা আমার ছিল, ময়নিহানের নয়। ইসরায়েলের নাগরিক সে। সম্ভবত এয়ারফোর্সে ছিল। দূতাবাসের লোকজনকে চিনত। আইডিয়াটা মাথায় কেন এল, জানেন? প্যাট লুকাসকে আমি আঘাত করতে চাইছিলাম।'

'আপনার আইডিয়ার কথা শুনে নিক ময়নিহানের প্রতিক্রিয়া কি

হলো?'

'না, সে প্রথমে আগ্রহ দেখায়নি। বলল, স্রেফ বোকামি হবে। কারণ ইসরায়েলের বড় ধরনের মিসাইল নেই। এ-কথাই বলল সে। আমি বললাম, কিন্তু তথ্যগুলো খুবই মূল্যবান। ইসরায়েল কোন না কোনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। ইহুদিরা তো চিরকালই চালাক।'

'কাজেই সে রাজি হলো?'

'অবশেষে। বুঝতেই পারছেন, তথ্যগুলো তাকে দিতে আমার খারাপ লাগেনি। কমিউনিস্টরা তো পাচ্ছে না, পাচ্ছে ইসরায়েল। ওরা তো আমাদেরই দলে।'

'বলে যান।'

'দূতাবাসে গিয়ে কথা বলল ময়নিহান। ওরা বলল, ঠিক আছে, কি ধরনের তথ্য দেখতে রাজি আছে তারা। দূতাবাসের এক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতেও চাইল। তবে দূতাবাসে নয়। আমাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে, ইসরায়েলি কনসুলেটে।'

'তারপর?'

'গেলাম আমি। ইসরায়েলি কনসুলেটে মোসাডের একজন অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করলেন। খুবই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব, তবে কথা-বার্তায় দারুণ অমায়িক। আমাকে তিনি বললেন, আমি কি জানি, কি করতে যাচ্ছি? বললেন, তিনি চান না আমি কোন বিপদে পড়ি। আরও বললেন, ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, আমাকে তারা খুব বেশি সাহায্য করতে পারবেন না।'

'তারপর?'

'আমি কি তখন এ-সব কেয়ার করি? কাজেই শুরু করে দিলাম তথ্য পাচারের কাজ।'

'হুম। নিক ময়নিহান সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দিন, মিসেস লুকাস। আপনাকে আমি মিসেস লুকাস বলতে পারি তো?'

'অসুবিধে কি, বলুন।'

'ময়নিহানের কোন ছবি আছে আপনার কাছে, মিসেস লুকাস?'

'আছে, তিনটে ছবি আছে। সে দেখতে কিন্তু মোটেও সুন্দর নয়।

সরি, না, কোন ছবি নেই। আমার কাছে শুধু তার তিনটে মূর্তি আছে। বুঝতে পারিনি আপনি ফটোগ্রাফের কথা বলছেন। মূর্তিগুলো দেখলেও তার চেহারা সম্পর্কে কোন ধারণা পাবেন না। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট।'

'তাঁর সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

'কি বলব, ঠিক যেমন চেয়েছি সে তার চেয়ে বেশি ছিল তো কম নয়। তার শুধু একটাই ত্রুটি ছিল।'

'কি সেটা?'

'সেজন্যে অবশ্য তাকে দায়ী করা যায় না।'

'কি সেটা?'

'সে প্যাট লুকাস নয়।'

রানা বা এফবিআই অফিসাররা কথা বলল না।

শার্লটই আবার মুখ খুলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, বড় বেশি নিখুঁত ছিল ময়নিহান। টু মাচ সেক্সি।'

'ময়নিহান আপনাকে ছেড়ে চলে যায়?'

'ভার্জিনিয়ায় দারুণ এক ছুটি কাটানোর পর, এই কিছুদিন আগে। একটা ইন থেকে। সত্যি অবাক কাণ্ড।'

'কেন, অবাক কাণ্ড কেন?'

'কি করে বোঝাই। বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাতে সে রাগ করে। পরদিন চলে যায় সে। বলল, যথেষ্ট হয়েছে, সে তার স্ত্রীর কাছে ইসরায়েলে ফিরে যাচ্ছে।'

'ক'দিন আগের ঘটনা?'

'দু'হপ্তার মত হবে। ঠিক মনে নেই। তারিখ কে মনে রাখে।'

'তারপর থেকে আপনি একা?'

'এমন কি প্যাটের সঙ্গে ঘর করার সময়ও আমি একা ছিলাম,' বলল শার্লট।

'মোসাড অফিসার সম্পর্কে বলুন, কনসুলেটে যার সঙ্গে কথা হলো।'

'খুবই বুদ্ধিমান তিনি, ব্যবহারটাও তেমনি মধুর। কনসুলেটের সবাই দেখলাম তাঁকে সম্মান করছে। ব্যাপারটা শেষ হবার পরও তাঁর কথা ভুলতে পারি না আমি। শেষ দিন তিনি আমাকে সেভেনটি-থার্ড স্ট্রীটে

একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন…'

'মাফ করবেন, মিসেস লুকাস?'

'ইয়েস?'

'আপনি সেভেনটি-থার্ড স্ট্রীটের কথা বললেন।'

'হ্যাঁ।'

'নিউ ইয়র্ক আমার খুব পরিচিত শহর। আপনি ভুল করছেন, ওটা হবে এইটি-ফোর্থ স্ট্রীট।'

রানার কঠিন গলা শার্লটকে হতভম্ব করে তুলল। 'ঠিক আছে, ঠিকানা ভুল করে ফেলেছি। কে মনে রাখে এ-সব? তাতে কি এসেই বা যায়? না, আমি দুঃখিত। ওটা সেভেনটি-থার্ড স্ট্রীটই ছিল। আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। মেডিসন আর পার্ক স্ট্রীটের মাঝখানে ওটা। খুব পুরানো বাড়িটা, পাথর দিয়ে তৈরি। মাথায় ইসরায়েলের পতাকা। ভেতরে গোল্ডা মেয়ার, মেনাচিম বেগিন আর শিমন পেরেসের ছবি আছে।' শার্লট দেখল, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'বিল্ডিংটা খুব ভালভাবে চিনি আমি। বাড়িটা পাথরের তৈরি, ঠিক আছে; তবে এইটি-ফোর্থে, মেডিসন আর ফিফথ-এর মাঝখানে, মিউজিয়ামের কাছাকাছি। ওই বিল্ডিঙে আমাকে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কাজে যেতে হয়েছে।'

'কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শার্লট।

রানা বলল, 'শুনুন, কাজটা কিন্তু তেমন কঠিন নয়। মানে, বাড়ি ভাড়া করা। এক সকালে পতাকা উড়িয়ে দিল। ভেতরে কিছু ছবি টাঙাল। কয়েকজন লোককে রাখা হলো, দেখে মনে হবে যে যার কাজে খুব ব্যস্ত। আপনি বেরিয়ে আসার এক ঘণ্টা পর সবাই তারা কেটে পড়ল। ব্যস।'

মাথাটা ঘুরে উঠল শার্লটের। প্যাট, ভাবল সে, প্যাট। বলল, 'ওহ্

গড, তারমানে কি ওরা আমাকে বোকা বানিয়েছে?'

'হ্যাঁ, মিসেস লুকাস। বোকাই বানিয়েছে আপনাকে।' রানার চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠল।

কেঁদে ফেলল শার্লট। কোন শব্দ করল না। শুধু চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল, 'ওহ্ প্যাট। ওহ্ জেসাস! এ তো আমি মহা সর্বনাশ করে ফেলেছি!'

দশ

মালভূমির ডেল্টা কমান্ডো হেডকোয়ার্টার থেকে একের পর এক শুধু দুঃসংবাদই আসছে। প্রথমে জানা গেল ওয়েন্ডার জেমস হারমানের বাড়ি থেকে টেরোরিস্টদের গ্রেফতার ও জিম্মি উদ্ধার অপারেশন সফল হয়নি। হারমানের বাচ্চা দুই মেয়ে টুসি ও পুসিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, তার স্ত্রী লিন্ডা হারমান এফবিআই এজেন্ট জেমস কাটারের গুলিতে আহত হয়েছে। কাটার ভুল বুঝে গুলি করে, তবে দোষটা তার নয়। মিসেস হারমানকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল সে, জানত না তার নির্দেশ মানা হয়নি। টেরোরিস্টদের একজন মনে করে মিসেস হারমানকে গুলি করে সে। নেহাতই ভাগ্যের জোর, গুলিতে লিন্ডার শুধু পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেছে। বার্কিটসভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে, আশা করা যায় দ্রুত সেরে উঠবে। মেয়ে দুটো তার সঙ্গে কেবিনেই আছে, ওদের দেখাশোনা করছে প্রতিবেশী মিসেস মলি ইয়ং। তবে টেরোরিস্টদের একজনকেও জ্যান্ত ধরা সম্ভব হয়নি, তিনজনই মারা গেছে, তার মধ্যে একজন আবার আত্মহত্যা করেছে। রিপোর্ট পাবার পর হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ দিয়েছে রানা, টেরোরিস্টদের ফায়ার আর্ম পরীক্ষা করে সিরিয়াল নম্বরগুলো এফবিআই হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে, দেখতে হবে তারা কিছু বলতে পারে কিনা। স্থানীয় সরকারী

ডাক্তাররা লাশগুলোও পরীক্ষা করবেন। তার আগে সার্চ করতে হবে বডি, চেক করতে হবে কাপড়-চোপড়।

তারপর খবর এল, ইন্ডিয়ানায় খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ায় রেঞ্জারদের প্লেন দক্ষিণে সরে গিয়ে টেনিসি থেকে ফুয়েল নেবে, অর্থাৎ ওদের পৌঁছুতে সময় লাগবে আরও বেশি। একই সঙ্গে খবর এল থার্ড ইনফ্যানট্রির দ্বিতীয় দলটা মেরিল্যান্ডের বাইরে ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে। ট্রাফিক জ্যাম লাগার কারণ হলো, শহর ছেড়ে লোকজন সব পালাচ্ছে।

পেন্টাগন অ্যানালিস্টরা ড্রাগন ওয়ানের পাঠানো অদ্ভুত মেসেজটার অর্থ এখনও উদ্ধার করতে সফল হননি। ড্রাগন ফোর্সের পরিচয় জানতে না পারায় শ্যাফট-এর রিসেট করা ডোর কোড ভাঙতে পারছেন না প্যাট্রিক লুকাস। মালভূমিতে আগেই ফিরে এসেছে রানা, খানিক পর প্যাট্রিক লুকাসের সাবেক স্ত্রী শার্লটকে নিয়ে এফবিআই এজেন্টরাও এখানে পৌঁছেছে। তাঁকে রাখা হয়েছে আলাদা একটা কামরায়, ড. লুকাসের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি। পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউস থেকে বারবার জানতে চাওয়া হচ্ছে সাউথ মাউন্টিন দখলদার মুক্ত করার জন্যে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। প্রথমবারের হামলায় নিজেদের কি ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসাব পেয়েছে রানা—আহত হয়েছে পঁয়ত্রিশজন, মারা গেছে পঞ্চান্নজন। আহতদের চিকিৎসা চলছে ফিল্ড হসপিটালে।

মেজর বব ম্যালেটকে ডেকে পরবর্তী হামলার প্রস্তুতি নিতে বলল রানা। ঠিক হলো, থার্ড ইনফ্যানট্রির দ্বিতীয় দল ও রেঞ্জাররা পৌঁছুতে দেরি করলে ডেল্টা কমান্ডোই অ্যাসল্ট শুরু করবে, ব্যাক আপ হিসেবে থাকবে থার্ড ইনফ্যানট্রির প্রথম দলের অবশিষ্ট সদস্যরা।

ছ'টা বাজে। হাতে সময় আছে আর ছ'ঘণ্টা।

ড. লুকাসের সঙ্গে কথা বলা দরকার, জানা দরকার এফবিআই অফিসাররা শার্লটের কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে পারল কিনা, কিন্তু রানার আর অফিসে ঢোকা হলো না।

'মেজর রানা! মেজর রানা!' কে যেন চিৎকার করছে।

ঘাড় ফেরাল রানা। কমিউনিকেশনের একজন অফিসার। 'হ্যাঁ, বলুন।'

'স্যার!' অফিসার উত্তেজিত, হাঁপাচ্ছে। 'পাহাড়ের উল্টোদিক থেকে পনেরো মিনিট পরপর র‍্যাট সিক্সের রিপোর্ট করার কথা। আধ ঘণ্টা হলো ওরা কোন সাড়া দিচ্ছে না।'

'আপনি ওদের ডেকেছেন?'

'ইয়েস, স্যার। কোন সাড়া নেই।'

মাইক্রোফোনটা নিল রানা। 'র‍্যাট সিক্স, দিস ইজ ডেল্টা। ডু ইউ কপি?'

অপরপ্রান্ত থেকে কেউ কথা বলছে না। আরও কয়েকবার ডাকল রানা। তারপর অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে আর কে আছে?'

'স্যার, র‍্যাট সিক্স টীম ছাড়া আর কেউ নেই। তবে পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে স্টেট পুলিস, কাজেই কাছে পিঠে ওদের দু'একজন থাকতে পারে।' একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে পরীক্ষা করল রানা। রেডিওর সামনে এসে রুট ফরটিতে মোতায়েন করা স্টেট পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল। রুট ফরটি এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, ওখানে স্টেট পুলিস অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার বসিয়েছে। 'নাইনটি ভিক্টর, দিস ইজ ডেল্টা সিক্স, ডু ইউ রিড?'

জবাব এল, 'ডেল্টা সিক্স, উই কপি।'

ম্যাপে চোখ রেখে কথা বলছে রানা। 'মোজার রোডে তোমাদের একজন লোক থাকার কথা না?'

'ইয়েস, স্যার; ওই রাস্তা বেশ কিছুক্ষণ হলো সীল করে দেয়া হয়েছে।'

'নাইনটি-ভিক্টর, তুমি তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারো?'

'ইয়েস, স্যার। একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ।'

কয়েক মিনিট পার হলো, শোনা গেল নতুন একটা গলা। 'ডেল্টা সিক্স, দিস ইজ টোয়েনটিটু-ভিক্টর, মোজার রোড রোডব্লক থেকে বলছি—সাউথ মাউন্টিন থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'ইয়েস, টোয়েনটিটু-ভিক্টর, আই কপি। ওহে, আধ ঘণ্টার মধ্যে

কোন আওয়াজ পেয়েছ?'

'ঠিক যা ভেবেছি, স্যার।'

'কি সেটা, টোয়েনটিটু-ভিক্টর?'

'স্যার, ঠিক যেখানে হেলিকপ্টারটা বিধ্বস্ত হয়েছিল, আধ ঘণ্টা আগে ঠিক সেখানেই বিস্ফোরণের বিকট শব্দ হয়েছে। দশ থেকে বিশ সেকেন্ড গান ফায়ারের আওয়াজও পেয়েছি। আর কিছু জানি না, স্যার।'

র‍্যাট সিক্স টীমের কাছে প্রচুর বিস্ফোরক থাকার কথা, মনে পড়ল রানার। মাইক্রোফোন ধরা হাতটা শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল ওর।

'ডেল্টা সিক্স?'

রানা সাড়া দিচ্ছে না। ঘুরল, এক মাইল দূরে পাহাড়টার দিকে তাকাল। মনে মনে ড্রাগন ফোর্সের লীডারকে অভিশাপ দিচ্ছে ও। ড্রাগন ওয়ান আবার ওকে হারিয়ে দিয়েছে। র‍্যাট সিক্সকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে লোকটা। এখন র‍্যাট টীম আলফাকে ধ্বংস করার জন্যে টানেলে লোক নামাবে। হয়তো এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে তার একটা দল।

'স্যার, র‍্যাট সিক্স টীমের পজিশন চেক করার জন্যে এখান থেকে কয়েকজনকে পাঠাব আমরা?'

'না,' বলল রানা। এখন আর লোক পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। টানেলে ওর র‍্যাট টীম আলফা শেষ হয়ে গেছে। কিছু যদি করতেই হয়, টানেলে ঢুকতে হবে এবার নিজেকেই।

ধীরে ধীরে ফিরে আসছে টিম ব্যারি। প্রতিটি পদক্ষেপ স্বস্তি এনে দিচ্ছে তার মনে, অথচ জানে উল্টোটা হওয়া উচিত। ব্যাপারটাকে যেভাবেই দেখা হোক, তার এই ফিরে আসা মানে তো হেরে যাওয়া—স্রেফ কাপুরুষতা। নিজেকে সে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ভয় পেয়ে টানেল জয় করতে রাজি হয়নি। অন্য সবার কাছে তো বটেই, নিজের কাছেও তার আর কোন মর্যাদা বলে কিছু থাকল না। এই মুহূর্তে তার এই কাপুরুষতার কথা লিলি ছাড়া আর কেউ জানে না, তবে এক সময় ঠিকই জানবে। তখন সে মুখ দেখাবে কিভাবে?

এই টানেলটার নাম বেটি। বেটি এই মুহূর্তে ক্রমশ চাওড়া হতে শুরু

করেছে। দু'পাশে মাঝে মধ্যে শাখা টানেল দেখা যাচ্ছে, এগুলো কোনদিকে গেছে তার জানা নেই। তারপর ভাবল, তার ফেরার পথ ঠিক আছে তো? সে হারিয়ে যায়নি? আসার পথে টানেলটা কি এরকম চওড়া দেখেছিল? হ্যাঁ ওই তো, সামনের বাঁকে নুড়ি পাথরের একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। বাঁকটা ঘোরার সময় টর্চটা নিভিয়ে দিল সে। ছি, এই ভাল লাগার অনুভূতি মেনে নেয়া যায় না। তার মনে পড়ল, এই অনুভূতিটা ভিয়েতনাম থাকতেও হত তার। সেটা ছিল সম্ভবত একাত্তর সাল, তখন তাকে কিশোরই বলা যায়, ফোর্সে মাত্র যোগ দিয়েছে। ওদের রণক্ষেত্রটা ছিল ছোট্ট একটা জঙ্গল, প্রতি রাতে সেখানে ওরা আক্রান্ত হত। এক রাতে রিলিফ কলাম শত্রুপক্ষের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে গেল। সে-সময় ঠিক এই অনুভূতি হয়েছিল তার। এখনও সে আকাশের বা তাজা বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে না, কিংবা তারাও দেখতে পাচ্ছে না, সময় সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই, তবে নিশ্চিতভাবে জানে যে অন্ধকার টানেলের আরও গভীরে ঢুকছে না।

ইচ্ছে হলো শিস দেয়। কিন্তু বাঁক ঘোরার পর একটা শব্দ ঢুকল তার কানে। সামান্য একটু খসখসে আওয়াজ, যেন পাথরের গায়ে কিছু একটা ঘষা খেলো। কি ব্যাপার, র‍্যাট সিক্স কি আরও লোক পাঠিয়েছে টানেলে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যারি। সর্বনাশ, একা ফিরে আসার কি ব্যাখ্যা দেবে সে এখন যদি কোন অফিসারের সাথে দেখা হয়ে যায়? আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে? কয়েকশো ফুট পিছিয়ে এসেছে সে, কোন অজুহাতই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তবু কি বলা যায় ভাবছে ব্যারি। একটা কিছু তো বলতে হবে। হঠাৎ একটা আইডিয়া ঢুকল মাথায়। রেডিও! বলতে হবে প্রিক-এইটিএইট কাজ করছে না, তাই বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, নতুন একটা রেডিও সেট নিয়ে আবার লিলির কাছে ফিরে যাবে।

চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর একটা টানেল তৈরি হলো, সরাসরি আঘাত করল তার চোখে।

'ওহে, র‍্যাট সিক্স, তোমরা দেখছি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। কি ব্যাপার, র‍্যাট সিক্স, দেখতে এসেছ আমরা কেমন করছি? রেডিওটা কাজ

করছে না, বুঝলে। ফিরে এসেছি ক্লিয়ার লাইন··· শোনো, সামনে আমরা বহুদূর এগিয়ে গেছি···'

আরও একটা আলো আঘাত করল তাকে। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেল সে। শুনতে পেল কারা যেন বিড়বিড় করছে। তারপর অস্পষ্ট ধাতব শব্দ ঢুকল কানে।

'কি ঘটছে এখানে, র‍্যাট সিক্স? বলে ফেলো, কেন এসেছ তোমরা?'

লোহার মত শক্ত একটা হাত তার মাথার চুল খামচে ধরল। আরেকটা হাত ঘুসি মারল নাকের ওপর। তারপর দু'হাত দিয়ে ঠেলে টানেলের গায়ে নিয়ে আসা হলো তাকে। চিবুকে হাতের তালু রেখে চাপ দেয়ায় ব্যারির গলা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল সবটুকু। সে দেখতে পেল না, একটা কমব্যাট ব্লেড এগিয়ে আসছে গলাটার দিকে। গলাটা কাটা হলো দ্রুতবেগে, দক্ষ হাতের নিখুঁত কাজ। ব্লেডের স্পর্শ পেয়েই ব্যারি বুঝতে পারল ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে। সে ভাবল, এক সেকেন্ড সময়ও কি পাব না? সে মারা যাচ্ছে, এমপি-ফাইভে পেঁচানো আঙুল ট্রিগার টেনে দিল। গর্জে উঠল অস্ত্রটা, চার রাউন্ড গুলি মাটিতে বিঁধল। ইতিমধ্যে তার গলা কাটার কাজ শেষ হয়ে এলেও, আশপাশ থেকে কয়েকজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করছে তাকে।

টেরোরিস্টদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করার পর একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এফবিআই হেডকোয়ার্টারে। অনেকগুলো কপি—একটা যাবে পেন্টাগনে, একটা হোয়াইট হাউসে, একটা কমান্ডিং অফিসার মাসুদ রানার কাছে। শেষ কপিটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে এফবিআই এজেন্ট জেমস কাটার।

ফ্যাবরিক ন্যাশনাল এফএএল একটা, ৭.৬২ এমএম নেটো বা ৩০৮, সিরিয়াল নম্বর ১৪৮৮৮০৩-২১৩; একটা নাইনএমএম উজি, এটাও ইসরায়েলি ম্যানুফ্যাকচারারের লাইসেন্স নিয়ে ফ্যাবরিক ন্যাশনাল তৈরি করেছে, সিরিয়াল নম্বর ১০৯৪৫৮৭৩-৩৮৭৭১, সঙ্গে সাত ইঞ্চি লম্বা সাইলেন্সার; একটা ব্রিটিশ এলটুএথ্রী, স্টার্লিং বলা হয়, নাইন এমএম,

সিরিয়াল নম্বর ১২৯৮৪৮-৫৫৫; সর্বশেষ অস্ত্র একটা চেক সিজেড-৭৫, সিরিয়াল নম্বর তুলে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রিপোর্ট পাঠানো হলেও, এগুলো ট্রেস করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। সারপ্লাস অস্ত্রের ওয়্যারহাউস পৃথিবীর কোন্ দেশে নেই।

কাপড়চোপড় চেক করেও কিছু পায়নি কাটার। তিনজনের কারও সঙ্গেই প্রিয়জনদের ফটো, বাইবেল, ওয়ালেট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যেন কোন কালে কোথাও লোকগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। কাপড়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির নাম নেই। বুটগুলো মিলিটারি সারপ্লাস মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। ওয়েল্ডার হারমানের বাড়িতে টেরোরিস্টদের দস্তানা পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে হেভী পারকা, কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া যায়নি।

বাকি থাকল বডি।

নগ্ন তিনটে লাশ তেরপল দিয়ে ঢেকে বার্কিটসভিল ফায়ার ডিপার্টমেন্টের উঠানে ফেলে রাখা হয়েছে। ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে, একটু পরই চলে আসবেন। তার আগে কাটার নিজে একবার দেখে নিচ্ছে।

ওপরতলায় যে লোকটা মারা যায়, অর্থাৎ যে আত্মহত্যা করেছে, তার লাশটাই সবেচেয়ে বীভৎস। মুখে চেক পিস্তল ভরে ট্রিগার টেনে দেয় সে। বুলেটটা মাথার পিছনের খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে চুপসে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে মাথাটা। তার ডান কাঁধটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ডেল্টা থ্রীর একটা বুলেট এর জন্যে দায়ী। কাটার বিস্ময় মানল, এরকম আঘাত নিয়ে লোকটা চলাফেরা করছিল কিভাবে? সিঁড়ি বেয়ে যখন ওপরতলায় উঠছিল সে, এই লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ব্যাটা সুপারম্যান ছিল নাকি? শত্রু হলেও, লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা জাগছে কাটারের মনে। ইচ্ছে করলে তাকে গুলি করতে পারত। কিন্তু করেনি। আচ্ছা, আত্মহত্যা করার সময় লোকটা কি হাসছিল? তা না হলে সাদা দাঁত বেরিয়ে থাকবে কেন? গর্ব? অহমিকা?

বাকি দু'জন টেরোরিস্ট অনেক বেশি গুলি খেলেও, দেখতে অতটা বীভৎস নয়। একজনের বুকে আধুলি আকৃতির তিনটে গর্ত, আরেকজনের

সারা গায়ে এগারোটা গর্ত। সবাই তারা রোগা-পাতলা, শুধু প্রথম লোকটা প্রকাণ্ড। তবে কারও শরীরেই এক ছটাক অতিরিক্তি চর্বি নেই, পেট চ্যাপ্টা, হাতে ও পায়ে ফুলে আছে পেশী। কারও বয়েসই ত্রিশ পেরোয়নি। ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশন্যাল, সন্দেহ নেই। তিনজনেরই বাহুর ওপর দিকে শুকনো ক্ষত দেখা যাচ্ছে। কি ব্যাপার? এগুলো কি হতে পারে? একজনের শুধু বাহুতে নয়, কব্জী আর বুকেও ওরকম শুকনো ক্ষত দেখা যাচ্ছে। উলকি ছিল নাকি? হ্যাঁ, তাই হবে। কেউ একজন খুব যত্নের সঙ্গে ওদের উলকি তুলে ফেলেছে।

আরও একটা জিনিস চোখে পড়ার মত। প্রত্যেকেই শ্বেতাঙ্গ, তবে রোদে পুড়ে গেছে চামড়া, ঠিক জেলেদের মত। আরেকবার পরীক্ষা করতে আরও শুকনো ক্ষত পাওয়া গেল লাশগুলোর গায়ে। এগুলো চিনতে পারা গেল সহজেই। তারমানে আগেও এরা গুলি খেয়েছিল, অপারেশন করার পর বুলেট বের করা হয়েছে, তারপর সেলাই করা হয়েছে ক্ষত। বোঝা যাচ্ছে, কঠিন পাত্র ছিল লোকগুলো।

লাশ পরীক্ষা শেষ, তবু কাটারের মনটা খুঁত খুঁত করছে। আরও কি যেন দেখার আছে, কিন্তু কি? তারপর সে ধরতে পারল, প্রথম লোকটার হাসি আর বাকি দু'জনের সাদা দাঁত তাকে বিরক্ত করছে। দাঁত দাঁতই, তাকে বিরক্ত করবে কেন? না, মানে, ওগুলো বড় বেশি সাদা মনে হচ্ছে না? অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাত বাড়াল কাটার। শুকনো মুখের ভেতর আঙুল ভরল সে। শুকনো ঠোঁট, তারপর শুকনো জিভ অনুভব করল আঙুলের ডগায়। তারপর দু'আঙুলে ধরে টান দিল দাঁতে।

হ্যাঁ, ওগুলো নকল দাঁত। কাটারের হাতে বেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাকি লাশগুলো চেক করল সে। অদ্ভুত ব্যাপার! সবার মুখেই নকল দাঁত!

প্যাট্রিক লুকাস লিখছেন।

প্রভিজ্নাল আর্মি অভ আস??? কোড//টুয়েলভ ডিজিট//সাপ্রেসড ইন্টিজার//সিল্যাবিফিকেশন করেসপন্ডেন্স???? ভাওয়েল রিপিটিশন সিগনিফিকেন্স??? 12=12=12// সিম্পল ইন্টিজার

ইকুইভ্যালেন্ট??12=12=12= টুয়েলভ????

তারপর লিখলেন—

এ=ওয়ান, বি=টু, সি=থ্রী। পুরো একটা স্কীম তৈরি করার পর বুঝতে চাইলেন কি দাঁড়াচ্ছে। কিছুই দাঁড়াচ্ছে না।

১২ সংখ্যাটা নিয়ে আবার মাথা ঘামাচ্ছেন। ৪-টে ৩-য়ে ১২ হয়, ২-টা ৬-য়ে ১২ হয়, ৩-টা ৪-য়ে ১২ হয়…১-টা ১২-তে ১২ হয়। বারো, ভাবছেন তিনি, বারো। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২—প্রতিটি সংখ্যা একটা ইউনিট হতে পারে… ।

হঠাৎ করে একটা বেল বেজে উঠল। চমকে উঠলেন ড. লুকাস। 'এর মানে কি?' চিন্তায় বাধা পড়ায় সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েছেন তিনি। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের পুরো দলটাও লাফ দিয়ে উঠেছে।

জবাব দিল এক তরুণ কমিউনিকেশন এক্সপার্ট, 'এর মানে হলো প্রায়োরিটি ওয়ান, স্যার। আমাদেরকে জানানোর মত কিছু একটা পেয়েছে ওরা।'

ফ্ল্যাশ টেলিটাইপের দিকে এগোলেন লুকাস, তার আগেই মেজর বব ম্যালেট ওখানে পৌঁছে গেছে। মেশিন থেকে ইনফরমেশনটা বেরুতেই পড়ে ফেলল সে, রানার দিকে একবার তাকিয়ে ইশারায় অনুমতি নিল তারপর সারমর্ম ব্যাখ্যা করল, 'ড্রাগন ওয়ান যে মেসেজ পাঠিয়েছিল, তার অরিজিন্যাল সোর্স খুঁজে পেয়েছে ওরা। পাবার পর সাইকোলজিস্টরা তাঁর প্রেরণার উৎস, মানসিক উন্মাদনার প্রকৃতি ও মাত্রা অর্থাৎ লোকটা কি ধরনের কতটুকু কি করার সামর্থ্য রাখে ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারছেন। সেই সঙ্গে বলে দিচ্ছেন আমাদের কি করা উচিত।'

'তাই?' ড. লুকাস প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না। 'ওয়াশিংটন থেকে সমস্যার সমাধান আসছে?'

মেশিন এখনও সচল, ব্যাখ্যা সহ তথ্য আসছে আরও। বিশ লাইন বেরিয়ে আসতেই রোলার থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন বব ম্যালেট। পড়ছেন তিনি, লুকাস জানতে চাইলেন, 'বলুন, বলুন!'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ড্রাগন ওয়ানের পাঠানো মেসেজটা চেনা চেনা লাগছিল,' বলল মেজর ম্যালেট। 'কথাগুলো আসলে জন ব্রাউনের।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'জন ব্রাউন'স রেইড,' আবার বলল ম্যালেট। 'সিভিল ওঅর-এর আগে। মনে করে দেখুন। মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের একটা কী ইনস্টলেশন দখল করে নিয়েছিলেন তিনি। মনে পড়ে?'

'আঠারোশো উনষাট,' বললেন লুকাস। 'হার্পার ফেরিতে। জায়গাটা এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে, তাই না? জন ব্রাউন বিশ-বাইশ জনের একটা দল নিয়ে ফেডারেল গোলাবারুদের গুদাম ও মাসকিট ফ্যাক্টরি দখল করে নেন। ওই একই বছর, আরও কিছু লোক নিয়ে, একটা ফেডারেল মিসাইল সাইলোও দখল করেন তিনি। অন্য ভাষায় স্ট্র্যাটিজিক মাসকিট।'

'এই একই উদ্দেশ্য ছিল,' বলল রানা। 'বড় একটা যুদ্ধ শুরু করা—শুভশক্তির লাগাম ছেড়ে দিয়ে অশুভশক্তিকে বিতাড়ন। এখনও, তখনকার মত, জায়গাটার বাইরে একদল এলিট ট্রুপ রয়েছে, তাকে থামাবার জন্যে বেয়োনেট উঁচিয়ে এগোতে হবে আমাদের।'

'মেসেজের উৎস সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন লুকাস।

'জন ব্রাউনকে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার চার্লসটন জেলহাউসে ইন্টারোগেট করা হয়। তারিখটাও আমার মনে আছে। আঠারোশো উনষাট সালের সতেরোই অক্টোবর। বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জেরা করার সময় তিনি যে ভাষণ বা বিবৃতি দেন, ড্রাগন ওয়ানের পাঠানো মেসেজটা তারই একটা অংশ।'

'রিপোর্টটা আপনি পড়বেন?' জিজ্ঞেস করলেন লুকাস।

সিআইএ সাইকোলজিস্ট-এর তৈরি করা রিপোর্টটা ম্যালেট পড়তে শুরু করল, 'ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখা বা মিল দেখিয়ে তুলনা করা মাত্রা ছাড়ানো মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। এ-ধরনের মানুষ সাধারণত অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়, কারণ বাস্তবতা বিবর্জিত কাল্পনিক জগতে বাস করে তারা, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবল উৎসাহে মানুষকে নাচাতে ভালবাসে। এদের ইচ্ছাশক্তি, উগ্রতা, তাক লাগানোর প্রবণতা এত বেশি যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সুপরিচিত

উদাহরণ হিসেবে অ্যাডলফ হিটলার, জন ব্রাউন স্বয়ং, জোসেফ স্ট্যালিন, চেঙ্গিস খান, কয়েকজন রোমক সম্রাট ও পিটার দা গ্রেটের নাম করা যায়। সাধারণ লক্ষণ হলো, অতিমাত্রায় আক্রমণাত্মক আচরণ, স্বরচিত উদ্ভট সিস্টেমকে নিখুঁত একটা আদর্শ হিসেবে প্রচার করা। এদের বেশিরভাগই ভগ্ন পরিবারের ফসল, বাবা হয় বর্তমান ছিলেন না, নয়তো ছিলেন নির্লিপ্ত। এদের আইকিউ খুব ভাল হয়, যে-কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম। এদের প্রায় সবাই যা কিছু করে সবই সঙ্কীর্ণ নিজ স্বার্থে। টেকনিক্যাল বা স্ট্র্যাটিজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে, সমাধানও দ্রুত বের করে ফেলে; তবে কাণ্ডজ্ঞানের নিদারুণ অভাব। নতুন কিছু বা আধুনিকতার ঘোর বিরোধী। প্রচণ্ড রকম আত্মপ্রেমিক, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিষ্ঠুরও বটে; কথায় জাদু আছে। ইতিহাস বলে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়াটাই এদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। তাদের পক্ষে দুনিয়াটাকে বদলে দেয়া সম্ভব বলে মনে করে, এবং তা করতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে নিজের ও পরিবারের ধ্বংস ডেকে আনে। আপস করতে একেবারেই অক্ষম।'

ম্যালেট থামার পর রানা মন্তব্য করল, 'সবই বলা হয়েছে, শুধু বলা হয়নি কিভাবে তাকে কিল করা যায়।'

রিপোর্টের ওপর চোখ রেখে ম্যালেট বলল, 'সিআইএ-র সন্দেহ, লোকটা আমেরিকান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওদের ধারণা তার সঙ্গের লোকগুলোও তাই, আমেরিকান—সম্ভবত রিজার্ভ গ্রীন বেরেট ইউনিট, কোনভাবে তার দ্বারা সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। আরও বলছে, নিশ্চয়ই ক্রিমিনালদের কোন সংগঠন বিপুল কালো টাকা দিয়ে সাহায্য করছে তাকে।'

'কোন পরামর্শ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফ্রন্টাল অ্যাটাক। বারবার আঘাত হেনে ওদেরকে পঙ্গু করে দিতে হবে।'

'তাহলে আরও নতুন বডি ব্যাগ পাঠাতে বলুন,' বললেন লুকাস, আপনমনে মাথা নাড়ছেন। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'আমি কিন্তু লোকটাকে পাগল ভাবতে রাজি নই। আমার দৃষ্টিতে এ

লোক ভয়ানক ধুরন্ধর।' মনের গোপন ভয়টা অবশ্য তিনি প্রকাশ করছেন না। এই যে মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা ইতিহাস থেকে তুলে আনা হয়েছে, এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ধোঁকা দেয়ার ব্যাপার আছে; লুকাসের বরং মনে হচ্ছে, ইতিহাস থেকে নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জীবন থেকে তোলা হয়েছে। অন্তত তাঁর স্মৃতি সেরকমই একটা আভাস দিচ্ছে। এই যেমন জন ব্রাউন। জন ব্রাউনের কথা কে প্রথমে ভেবেছিল? একটা নিউক্লিয়ার এন্ডগেমসে মিসাইল সাইলো দখল করার দুঃসাহস কে রাখে, নিজের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনিই তো তার বইতে লিখেছিলেন—জন ব্রাউন।

লুকাস ভাবলেন, এই শালা শুয়োরের বাচ্চা আমার বইটা পড়েছে।

রানা কথা বলে ওঠায় তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। 'সিআইএ-র সঙ্গে আমিও একমত নই। লোকটা বা তার সঙ্গীরা আমেরিকান হতে পারে না। আমি এইমাত্র কাটারকে ফোন করেছি। বার্কিটসভিলের লাশ তিনটে পরীক্ষা করেছেন তিনি। সবগুলো লাশের দাঁতই নকল।'

তথ্যটা হজম করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় দিল রানা।

'দাঁত দেখে জাতীয়তা জানা প্যাথলজিস্টদের জন্যে খুব সহজ কাজ। ওগুলো বদলাবার একটাই কারণ থাকতে পারে, ধরা পড়লে বা মারা গেলে তারা কোন দেশের নাগরিক তা যেন প্রকাশ না পায়। এরা সাইকো নয়, চরম ডানপন্থী নয়, বিদ্রোহী কোন ইউনিট থেকেও আসেনি। ওরা ফরেন এলিট ইউনিট, একটা মিশন নিয়ে এসেছে।'

'এখন তাহলে আমরা কি করব, মেজর?' মেজর ম্যালেট জানতে চাইল।

'আমার তরফ থেকে এয়ারফোর্সকে নির্দেশ দিন, আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার এয়ার অ্যাটাক শুরু করতে হবে,' বলল রানা। 'ডেল্টা কমান্ডো ফোর্স আবার হামলা শুরু করবে। তবে গোটা এক্সারসাইজটাই হবে আমাকে কাভার দেয়ার জন্যে—ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে টানেলের মুখে পৌঁছুতে চাই আমি।'

'আপনি টানেলে ঢুকবেন, মেজর, র‍্যাট টীম সিক্স নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জানার পরও?' মেজর ম্যালেট হতভম্ব।

'নয়তো কি, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমার অনুপস্থিতিতে এদিকটা আপনি সামলাবেন। রেঞ্জার আর থার্ড ইনফ্যানট্রির বাকি সদস্য পৌঁছুলে দেরি করবেন না, ফুল ফ্রেজেড আক্রমণ চালাবেন—বার বার। আপনার সহকারী হিসেবে থাকবেন লেফটেন্যান্ট গুচম্যান।' ড. লুকাসের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি কোড ভাঙার চেষ্টা করুন, প্লীজ। পাহাড়টা দখল করেও কোন লাভ হবে না, আপনি যদি দরজা খোলার ব্যবস্থা না করতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন প্যাট্রিক লুকাস।

দ্বিতীয় এয়ার অ্যাটাকে অংশ নিল এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ। ফলাফল দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি রানা, ঝাঁক থেকে নিজের গানশিপ নিয়ে বেরিয়ে এল, পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে চলে এল উল্টোদিকে, সঙ্গে মেজর সিলার্স ছাড়াও কয়েকজন অফিসার রয়েছে, আর আছে ক্যাপটেন হোপ লন্ডন। লন্ডন রানার সঙ্গে টানেলে ঢুকবে।

রওনা হবার আগে কোমরের হোলস্টারে একটা টরাস পিটি-নাইনটিটু নাইনএমএম অটোমেটিক ভরেছে রানা, ম্যাগাজিনে পনেরো রাউন্ড বুলেট। এটা ছাড়াও ওর সঙ্গে রয়েছে টুয়েলভ গজ শটগান—মসবার্গ ফাইভহানড্রেড। ব্যারেলটা বিশ ইঞ্চি লম্বা, ম্যাগাজিনে আটটা বুলেট ধরে। লেগ পাউচে আরও বারোটা শেল ভরে নিয়েছে।

লন্ডনের সঙ্গে রয়েছে হেকলার অ্যান্ড কোচ এমপি-ফাইভ, তাতে ভরেছে ত্রিশ রাউন্ডের নাইনএমএম ক্লিপ। একটা নাইট ভিশন গগলস পরেছে সে, স্কুবা-ডাইভিং মাস্কে ফিট করা এক সেট বিনকিউলারের মত দেখতে, ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ দিয়ে লন্ডনের মাথায় আটকানো, বেল্টে গোঁজা খুদে ব্যাটারি থেকে শক্তি পাবে। এ-ধরনের গ্লাসের সঙ্গে রানার পরিচয় নেই, থাকলে লন্ডনকে পরতে নিষেধ করত। নাইট ভিশনের এই গ্লাস তাপ পেলে কমলা আভা ছড়াতে শুরু করে, অন্ধকার টানেলে মনে হবে আগুন জ্বলছে, ফলে তাকে গুলি করে ফেলে দেয়া খুব সহজ।

নিজের ফ্ল্যাক জ্যাকেটটা পরে নিয়েছে লন্ডন, ওটার সঙ্গে আগেই আটকানো হয়েছে একটা রেডিও রিসিভার। সেটটায় একজোড়া

হেডফোন আছে, ঠোঁটের সামনে হ্যান্ড-ফ্রী মাইক। বই আকৃতির ধূসর কাদা অর্থাৎ সি-ফোরও নিয়েছে পকেটে।

নাইট ভিশন গগলস নেয়নি রানা, তবে জ্যাকেটের পকেটে ছোট অথচ ভারী যন্ত্রপাতি নিয়েছে। শাবল, কোদাল, গ্রেনেড ইত্যাদি তোলা হয়েছে 'কপ্টারে। বড় একটা লাল ব্যান্ডানা বেঁধেছে রানা কপালে। টানেলের ভেতর প্রচণ্ড গরম লাগবে, জানে ও, ব্যান্ডানা থাকায় চোখে ঘাম পড়বে না।

হেলিকপ্টার গানশিপ ল্যান্ড করল সি-ফোর ফাটিয়ে উন্মুক্ত করা টানেলের মুখে। ওদেরকে ব্রিফ করল মেজর সিলার্স। একটা কেস খুলে পুরানো ম্যাপ বের করে বলল, 'চার নম্বর টানেলের ম্যাপ এটা, উনিশশো বত্রিশ সালের। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভাল করে পিছন দিকটায় তাকান. একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন? ওখানটায় রেললাইন ছিল। পুরানো কিছু লাইন এখনও খুঁজে পাবেন। কিছু কিছু বিল্ডিঙের ভিতও দেখা যায়। সে যাই হোক, এই শ্যাফটটা ধরে খুব বেশি হলে পাঁচশো ফুট এগোতে পারবেন আপনারা, তারপর দেখতে পাবেন সাইড টানেল। ওই সাইড টানেলগুলোই মাইনিং শ্যাফটগুলোকে এক করেছে। গভীর মাইনিং শ্যাফট পাঁচটা, —মেরি, বেটি, ক্রিস্টি, ডরোথি, ডোনা। বেটি, ক্রিস্টি আর ডরোথির কথা ভুলে যেতে পারেন, কারণ ওগুলো সম্ভবত ধসে পড়েছে। তবে মেরি আর ডোনাকে আজও আপনাদের পাবার কথা। ওগুলোর একটা ধরে আপনারা হয়তো এক হাজার ফুট এগোতে পারবেন। এক হাজার ফুটের পর বাঁক পাবেন, বেশিরভাগই পানিতে ডোবা। এঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, পানির ওপর দিয়ে হাঁটা যাবে। টানেল এরপর উঁচু হয়ে গেছে।

'আপনাদের টার্গেট করোগেটেড মেটাল দিয়ে তৈরি এগজস্ট শ্যাফট, সাইলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই শ্যাফটগুলোর কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলে আমাদেরকে জানাবেন, দু'মিনিটের মধ্যে একটা ডেল্টা ইউনিটকে টানেলে ঢুকিয়ে দেব আমরা।'

র‍্যাট টীম আলফা সম্পর্কে মেজর সিলার্স কিছু বলল না। রানা বা লন্ডনও কোন প্রশ্ন করল না। র‍্যাট সিক্স নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কাজেই লিলি বা ব্যারি কোন খবর পাঠাতে পারেনি। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন করে শুরু হবার পরও তাদের কোন সাড়া নেই। ওদের কপালে কি ঘটেছে জানতে হলে টানেলে ঢুকতে হবে।

ভেতরে ঢোকার পর সাবধানে এগোল রানা, ওকে অনুসরণ করছে লন্ডন। সাইড টানেল পর্যন্ত পৌঁছুতে কোন অসুবিধে হলো না। র‍্যাট টীম আলফা অর্থাৎ লিলি আর ব্যারি গেছে মেরি টানেল ধরে, কিন্তু তা রানার জানার কথা নয়; লন্ডনকে নিয়ে ডোনাকে অনুসরণ করল ও। দ্বিতীয় র‍্যাট টীম সিক্স অর্থাৎ মেজর সিলার্সকে রিপোর্ট করা হলো কেমন এগোচ্ছে ওরা। অন্ধকার এখানে আলকাতরার মত কালো, তবে দু'জনের হাতেই টর্চ জ্বলছে। বাতাস এখানে এত ঠাণ্ডা, ওরা যেন কবরের ভেতর রয়েছে। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে টানেল, ছাদও নেমে আসছে। এরপর শ্যাফট, পাথর কেটে মসৃণভাবেই তৈরি করা হয়েছে, নেমে গেছে এক প্রস্থ সিঁড়ির মত, দেয়ালগুলো কর্কশ নয়। শ্যাফটের ভেতর দিয়ে নেমে গেছে রেললাইন, মাইনাররা এক সময় এই লাইনের ওপর ট্রেন ঠেলত। কিন্তু শ্যাফট থেকে আবার টানেলে নেমে আসার পর দেয়ালগুলো কাছে সরে আসছে। রানার টর্চের আলো সরাসরি সামনে। লন্ডন এদিক ওদিক আলো ফেলছে। 'এখুনি নার্ভাস হবার কোন কারণ নেই,' তাকে অভয় দিল রানা।

লন্ডন কিছু বলছে না। তার নাইট ভিশন গগলস মাথাটাকে চেপে ধরেছে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। টানেলে আগে কখনও ঢোকেনি সে, একটু ভয় ভয় তো করবেই। কে জানে, ভয় পাচ্ছে বলেই কি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার? এই টানেলে বহু লোক মারা গেছে, তাই না? পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। তা হোক, মারা তো গেছে। রানার অনুমতি না নিয়েই মেজর সিলার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে। রেডিও অন করে বলল, 'মেজর সিলার্স, স্যার, ডু ইউ কপি?'

'উই কপি। কোন সমস্যা, লন্ডন?'

'না-না, সমস্যা না। এখনও ডোনা ধরে এগোচ্ছি আমরা, শ্যাফট থেকে নেমে আসার পর। কিন্তু সিলিং নেমে আসছে। সামনে পথ পাব

বলে মনে হচ্ছে না।'

'তোমার রেডিও বন্ধ করো,' টানেলের বাইরে থেকে নির্দেশ দিলেন মেজর সিলার্স। 'কমান্ডার মেজর রানাকে এয়ার অ্যাটাক সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে।'

'স্যার,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল লন্ডন, 'আপনাকে রিপোর্ট করবেন মেজর সিলার্স।'

'গো অ্যাহেড,' নিজের সেট অন করে বলল রানা।

'দ্বিতীয় এয়ার অ্যাটাক সফল হয়নি,' রিপোর্ট করল মেজর সিলার্স। 'তবে হতাহতের সংখ্যা শূন্য।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পনেরো মিনিট পর আবার যোগাযোগ করব আমরা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একটা বাঁক ঘুরে এগোল ওরা। সামনে দেয়াল দেখে আলো ফেলল রানা, হতাশায় কালো হয়ে গেল চেহারা। 'ডোনার এখানেই ইতি।' সামনে নিরেট পাথর, টানেলের কোন অস্তিত্বই নেই।

'কি হবে এখন, স্যার?' ফিসফিস করে জানতে চাইল লন্ডন। 'আমরা কি পাথর খুঁড়ে এগোব?'

'পাথর খুঁড়ে? খাড়া আধ মাইল খুঁড়লে তবে যদি সাইলোয় পৌঁছানো যায়, তা কি সম্ভব?'

'তাহলে?'

কুঁজো হয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে, টানেলের মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা; চিন্তা করছে। লন্ডন তার এমপি-ফাইভ, ফ্ল্যাক জ্যাকেট আর মাথা থেকে নাইট ভিশন গগলস খুলে ফেলল, টর্চের আলো ফেলল টানেলের শেষ মাথায়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে, দেয়ালটা পরীক্ষা করছে। না, পাঁচিলটা সত্যি নিরেট, কোথাও কোন ফাঁক বা ফাটল নেই। রেডিও অন করল সে, বলল, 'দিস ইজ র‍্যাট টীম ওমেগা, ডু ইউ কপি?'

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল, টানেলের বাইরে থেকে মেজর সিলার্স কোন সাড়া দিচ্ছেন না।

'মেজর সিলার্স, স্যার, সাড়া দিন!'

কোন সাড়া নেই।

'মেজর সিলার্স…' আবার শুরু করল লন্ডন, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে।

'থামো!' ধমক দিল রানা, গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। 'এত চেঁচাচ্ছ, কানে কিছু ঢুকল?'

'কি? কি?'

'টানেলের কোথাও গুলি হলো,' বলল রানা।

'গুলি…হ্যাঁ, ওই তো আবার!' হাঁপাচ্ছে লন্ডন। 'কে? কাকে?'

'সাবধান, লন্ডন,' বলল রানা, গলা খাদে নামাল। 'টানেলে শত্রু আছে। আলফা টীমও আছে।' শটগানটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চেম্বার শেল ভরল। 'প্রতিপক্ষ আমাদেরকে খুঁজছে, লন্ডন। এখন আমরাও ওদেরকে খুঁজতে বেরুব। বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র উপায়। তুমি তৈরি তো?'

জার্মান মেশিন পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে নিল লন্ডন। 'আমি তৈরি, স্যার।' নাইট ভিশন গগলসটা পরে নিল আবার। গগলসের ওপর ল্যাম্পটা থেকে ইনফ্রারেড রশ্মি বেরুচ্ছে—সামনের দৃশ্য সবুজাভ হয়ে উঠল, সে যেন পানির তলায় রয়েছে। রানার দিকে ফিরল সে, ওর কাঠামোটাকে মনে হলো শিখায় মোড়া একটা আকৃতি। লন্ডন উত্তেজিত বোধ করছে, ঠোঁটে কাঁপা কাঁপা হাসি। 'ইয়েস, স্যার, আমি তৈরি।'

'এটা একটা ওয়েন ওয়ে টানেল,' বলল রানা। 'আমাদের কৌশলটা হবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করেই পিছিয়ে আসা, এভাবে বারবার। আমাদের লক্ষ্য হবে ওদের লোক সংখ্যা কমানো। তা না হলে এক সময় ঠিকই ওরা আমাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলবে। ভুলো না, এই টানেলের মাথা মাত্র একটা।'

'ঠিক আছে, স্যার।' লন্ডনের চোখের সামনে কি যেন একটা ঝিক করে উঠল, একটু পর বুঝতে পারল—রানার দাঁত।

টানেল মেরিতে রয়েছে লিলি, সে-ও গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তবে আওয়াজটা টানেলের বাইরে হলো, নাকি ভেতরে কোথাও, তা সে

বুঝতে পারেনি।

মা, মেয়ে তাকে বলল, ওরা তোমাকে ধরতে আসছে।

জানি, বলল লিলি, আসতে দাও ওদের। লিলি আত্মবিশ্বাস হারায়নি, কারণ র‍্যাট টীম ওমেগার মত তার টানেল শেষ হয়ে যায়নি। তার অটল বিশ্বাস, সামনে কিছু আছে।

বেল্ট থেকে একটা এম-টোয়েনটিসিক্স ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড বের করল লিলি, ডিমের মত মসৃণ। টানেলের মেঝেতে বসে পায়ের টেনিস জুতো জোড়া খুলল, ফিতে রেখে দিয়ে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল ওগুলো। লূপ তৈরি করে গ্রেনেডের লিভারে পরাল, লিভারটাকে জড়িয়ে রাখার জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি ফিতেটাকে আঁটসাঁট হতে দিল না। তারপর, সাবধান ও রুদ্ধশ্বাসে, আলতোভাবে টান দিল পিনে। অনুভব করল, ফিতের টান পড়ছে লিভারে। ছুরি দিয়ে ফিতেটা কাটতে শুরু করল সে। এক সময় ফিতেটা চুলের মত সরু হয়ে গেল, একটু টান লাগলেই ছিঁড়ে যাবে। স্থির হাতে, অত্যন্ত সাবধানে, টানেলের মাঝখানে গ্রেনেডটা নামিয়ে রাখল। লিলি জানে, লোকগুলো যদি এক লাইনে টানেল ধরে আসে, আলো না জ্বেলে, গ্রেনেডটায় লাথি মারবে তারা। লাথি বা ধাক্কা খেলেই কাত হয়ে যাবে ওটা, জুতোর ফিতে ছিঁড়ে যাবে, আর তারপরই···

দুশো গজ সামনে এভাবে আরও একটা গ্রেনেড বসাল লিলি। তারপর ঘুরে টানেলের আরও ভেতর দিকে রওনা হলো।

প্রথমে ওদেরকে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল লন্ডনের। সে কিছু দেখেনি বা অনুভবও করেনি। রানাও দেখেনি, তবে হয়তো বাতাস থেকে কোন গন্ধ পেয়েছে, কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করে দেয়। ঝট করে কনুই দিয়ে লন্ডনের পাঁজরে খোঁচা দিল ও। লন্ডনের ইলেকট্রো-অপটিক দৃষ্টিপথে কিম্ভূতকিমাকার কিছু আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল, সবুজ টানেল ধরে তার দিকে ছুটে আসছে, উজ্জ্বল ঘন রঙের সচল মূর্তি একেকটা, প্রতি মুহূর্তে আকৃতি বদলাচ্ছে। মর শালারা, মর! অভিশাপ দিতে দিতে সে-ই প্রথমে গুলি করল, এমপি-ফাইভ থেকে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে। চো

লেন্স থাকায় ট্রেসারের তৈরি রেখা দেখতে পাচ্ছে না, ইনফ্রারেডে ধরা পড়ছে হিট সোর্স, বহুগুণ বড় হয়ে। যেন কোন পাগল লোকগুলোর গায়ে হড় হড় করে রঙ ঢেলে দিচ্ছে। গান পাউডারের গন্ধ তীব্র হয়ে উঠল। লন্ডনের চেম্বার খালি হয়ে গেছে।

পিছন ফিরেই ছুটল লন্ডন, উন্মাদের মত হাসছে। তার পাশে রানাও ছুটছে। ওদের পিছনে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকগুলো।

'শুয়ে পড়ো!' চিৎকার করল রানা। দেয়ালে কিছু একটা ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে ও। লন্ডন শুচ্ছে না দেখে পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল রানা, তারপর নিজে ডাইভ দিল। তখনও শূন্যে রয়েছে ওরা, বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। খুব কাছে ফাটল, লন্ডনের কানের কাছে, আওয়াজটা এত জোরে লাগল, মনে হলো পর্দা ফেটে গেছে। নাইট ভিশন গ্লাসের সামনে নীল রঙের আকস্মিক প্লাবন দেখতে পেল লন্ডন। আওয়াজ আর আলোর পর এল ধাক্কাটা, লন্ডনকে তুলে আছাড় মারল দেয়ালের সঙ্গে। ব্যথা অনুভব করল না, তবে বুঝতে পারল সারা শরীর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

বসতে পারল লন্ডন, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছে না।

'কি হলো, লন্ডন, গুলি করো!' খুব কাছ থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল সে। নাইট গগলস বিস্ফোরণের ধাক্কায় তির্যকভাবে ভেঙে গেছে, ফলে ইনফ্রারেড রশ্মিতে রানার অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে, লাল আভায় তৈরি যেন এক দেবতা, ক্রোধ আর আক্রোশে অস্থির, স্বর্গীয় মহিমায় ভাস্বর; বাকি অর্ধেক রক্ত-মাংসের মানুষ, একজন সৈনিক, মৃত্যুভয় থাকলেও দায়িত্ব পালনে আপসহীন, বুলেট বৃষ্টির মাঝখানে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে, গুলি করছে থেমে থেমে।

রানার মসবার্গ খালি হয়ে গেল। তবে এরই মধ্যে বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে জার্মান অস্ত্রে নতুন একটা ক্লিপ ভরে নিয়েছে লন্ডন, রানা থামতেই গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। পাল্টা গুলি আসছে, তবে থেমে থেমে। টানেলের গায়ে লাগায় কয়লার গরম টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। হাঁটুর ওপর সিধে হলো সে, ম্যাগাজিন বদলাচ্ছে।

'গ্রেনেড,' বলল রানা। তাকাতেই লন্ডন দেখল, জ্যাভলিন ছোঁড়ার ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, কুণ্ডলী ছাড়াল শরীরটা, পরমুহূর্তে সটান পড়ে গেল টানেলের মেঝেতে। খুব কাছ থেকে আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে আসতে শুনল লন্ডন। বোকার মত তাকিয়ে থাকায় মাশুল দিতে হলো তাকে। গ্রেনেডটার বিস্ফোরণ চাক্ষুষ করল সে, চোখ দুটো কানা হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ গুলি করল, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সে, চিৎকার করছে, 'স্যার, অন্ধ হয়ে গেছি! স্যার, আমাকে লেগেছে···'

খপ করে ধরে টানছে রানা তাকে, টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনছে টানেলের আরও ভেতরে। এই মুহূর্তে কোন গুলি হচ্ছে না। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল লন্ডন, রানার ঘর্মাক্ত মুখটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। 'স্যার, কতজনকে···?'

'অন্ধকার, কি করে বলি।' মসবার্গে দ্রুত ক্লিপ ভরছে রানা। 'তৈরি হও, লন্ডন। হয় ওরা আসবে, না হয় আমরা যাব।'

পায়ের আওয়াজ শুনে লিলি আন্দাজ করল সংখ্যায় ওরা পাঁচজনের বেশি হবে না। নিঃশ্বাসের ভারী আওয়াজ শুনে ধারণা করল সবার সঙ্গেই ভারী ইকুইপমেন্ট আছে, আর ব্যস্তও খুব। তারপর শোনা গেল প্রথম গ্রেনেডটার বিস্ফোরণ, দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, সবগুলো বাঁক ঘুরে শব্দটা তার কাছে পৌঁছুল। চিৎকার আর গোঙানির আওয়াজও শুনতে পেল সে। খানিক পর নতুন একটা শব্দ ঢুকল কানে, পায়ের শব্দ। ওরা আসছে।

নার্ভাস হয়ে পড়ল লিলি। ঘুরে টানেলের আরও ভেতর দিকে এগোচ্ছে। মেয়ে বলল, তাড়াতাড়ি করো, মা! তোমার দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফাটবে না, ওরা পেয়ে গেছে। শুনছ না, হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ছুটল লিলি। কিন্তু সামনের টানেল নিচু হয়ে গেছে, ক্রল করে এগোতে হলো তাকে। এভাবে কতক্ষণ এগিয়েছে বলতে পারবে না, এক সময় থেমে কান পাতল। লোকগুলোর কোন আওয়াজ এদিকে আসছে না। তারমানে কি সে এখন নিরাপদ?

মা, সাবধান। নিরাপদ কিনা বুঝতে হলে অপেক্ষা করতে হবে।

লিলি নড়ছে না। সময় বয়ে চলেছে। কি ওটা? কোন গন্ধ নাকি? বাতাসে কোন আলোড়ন? কেন তার মনে হচ্ছে সে একা নয়? বেল্ট থেকে ছুরিটা হাতে নিল সে। সময় বয়ে চলেছে। সে নড়ছে না।

তারপর আবার শোনা গেল সেই শব্দ। ভারী ইকুইপমেন্ট নিয়ে এগিয়ে আসছে লোকগুলো। ওদের সামনে নিচু আর সরু হয়ে আসছে টানেল, ফলে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে তারা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে। একজনের গলা বড় বেশি চড়া। হঠাৎ সবাই থেমে গেল। পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

নড়তে যাচ্ছিল লিলি। কিন্তু নড়ল না।

মেয়ে বলল, অপেক্ষা করো, মা। এখন যদি নড়ো, স্রেফ মারা পড়বে। অপেক্ষা করো।

কফিনের ঢাকনির মত অন্ধকার তাকে চেপে ধরছে। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা চোখা পাথর নিতম্বে খোঁচা মারছে। পেশীগুলো আড়ষ্ট, ব্যথা করছে। একটা বাহুতে পেশী আঁকড়ে গেছে। খুলি চুলকাচ্ছে। ঢিল পাবার জন্যে নীরব চিৎকার শুরু করেছে গোটা শরীর।

যুদ্ধের আগে নিজের গ্রামটা কি রকম সুন্দর ছিল কল্পনা করছে লিলি। নয় ভাই আর এক বোনের পরিবার তাদের। গ্রামটা ছিল থাহান দিয়েন বনভূমির ভেতর। আমেরিকানদের বোমা পড়ার আগে স্বর্গ ছিল জায়গাটা। যুদ্ধ শুরু হলো, ওদেরকেও ঢুকতে হলো টানেলে। টানেলে বসে সে তার মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে বলত, অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো, একদিন তুমি ঠিকই সূর্যের মুখ দেখতে পাবে। আমরা সবাই একদিন রোদে বেরুব। তখন ধান ফলাব, তরকারির বাগান করব, ফল ফলাব।

শুনছ, মা? কথা বলছে মেয়ে। না, শুনতে পাবে না। অনুভব করতে হবে। মাত্র একজন, মা।

লিলি অনুভব করছে। লোকটা খুবই চতুর। চতুর আর দক্ষ। তার মত খালি পায়ে রয়েছে। সাপের মত নিঃশব্দে আসছে। কোন ব্যস্ততা নেই, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। লোকগুলো যখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তর্ক করছিল, সেই ফাঁকে একা এগিয়ে এসেছে। খুঁজছে তাকে, শিকার করবে। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড সাহসী লোক। সম্ভবত ওদের মধ্যে সে-ই সেরা। এ

লোক টানেল ভালবাসে। এখন তাকে দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারের ভেতর আরও একটু বেশি ঘন অন্ধকার। তার শরীরের উত্তাপ অনুভব করতে পারছে লিলি। তারপর নিঃশ্বাসের উত্তাপ পেল। পেল ঘামের গন্ধ। ক্রল করে এগিয়ে আসছে লোকটা, ছোরা তুলে আঘাত করল লিলি। নরম মাংসে গেঁথে গেল ফলাটা। পরমুহূর্তে জোড়া লেগে গেল দুটো শরীর। ছোরা ধরা হাতটা মুক্ত রাখছে লিলি, বের করে নিয়ে আবার গাঁথল। আবার, আবার।

লোকটা স্থির হয়ে গেল। নিঃশ্বাসও ফেলছে না। গরম রক্তে ভিজে গেছে লিলির শরীর। ক্রল করে কিছু দূর এগোবার পর ক্লান্তি লাগল, চোখ বুজে শুয়ে থাকল সে। কোথাও কোন শব্দ নেই। মুখ থেকে টানেলের ছাদ মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কাঁদে।

আর ঠিক তখনই শব্দটা কানে ঢুকল। একটা ফোঁটার শব্দ। এক ফোঁটা পানির শব্দ। তারপর আরেক ফোঁটা পড়ল। হাত বাড়াতেই জমে থাকা খানিকটা পানিতে ভিজে গেল আঙুল। গড়ান দিয়ে সেদিকে এগোল লিলি, মেঝেতে মুখ নামিয়ে চোঁ-চোঁ করে পানি খেলো। তৃষ্ণা মেটার পর বেল্টের পাউচ থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল।

আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। বন্ধ করার পর আবার খুলল। টানেলের ছাদে একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। লিলি বুঝতে পারল, ওটা আরেকটা টানেল, তবে অস্বাভাবিক ছোট। খুশির খবর হলো, ছোট হলেও ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে।

লন্ডন ভাবল, নিয়তি ন্যায়বিচার করছে না। শরীরের দু'জায়গায় গুলি খেয়েছে সে। চিৎ হয়ে শুয়ে ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে। তারপর ভাবল, টানেলের ভেতর শালারা কতজন নেমেছে? তারা সবাই প্রতিবার ওকেই কেন টার্গেট বানাচ্ছে?

'ভাল শিক্ষা পাচ্ছে ওরা, কি বলো, লন্ডন?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

ব্যথাটা এতবেশি, লন্ডন জবাব দিতে পারল না। যুদ্ধটা যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটছে। দীর্ঘক্ষণ কোথাও কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই, হঠাৎ ঝাঁক

ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে দেয়ালে লাগছে, ওরাও পাল্টা গুলি করছে, তারপর গ্রেনেড ফাটার আগে দ্রুত পিছু হটে আসা। এবারটা নিয়ে কতবার হলো? তিন, নাকি চারবার? কতজনকে মেরেছে ওরা? সঙ্গে আর ক'টা গ্রেনেড আছে?

'তবে দুঃসংবাদ হলো, লাইনের শেষ মাথায় চলে এসেছি আমরা,' বলল রানা। ওদের পিছনে টানেল নেই, নিরেট দেয়াল। 'এ-যাত্রায় বোধহয় বাড়ি ফেরা হলো না হে।'

লন্ডন কথা বলছে না। এমপি-ফাইভ আগেই খুইয়েছে সে। হাতে এখন অটোমেটিক, তবে গুলি করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, হাতটা সারাক্ষণ কাঁপছে। 'স্যার, আমার স্ত্রী…যেন খবর পায়, বলতে হবে আমি ওকে ভালবাসি…'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, লন্ডন। কি বলেছি ভুলে যাও, আমি ঠাট্টা করছিলাম। প্রিয়জনরা অপেক্ষা করছে, বাড়ি ফিরব না মানে!'

লন্ডন আর কিছু বলল না।

অন্ধকারে খসখসে শব্দ আছে, কিন্তু কোন টার্গেট নেই। পরিস্থিতিটা ভয়াবহ, প্রতিপক্ষ গুলি না করলে ওরা গুলি করতে পারছে না। শুয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না পৃথিবী ধ্বংস হয়।

লন্ডন নাইন মিলিমিটার ব্রাউনিংটা তুলল। ম্যাগাজিনে তেরোটা বুলেট আছে। এগুলোই তার শেষ পুঁজি।

ওরা কাছে চলে আসছে, শব্দ শুনে বোঝা গেল। আয় শালারা, মনে মনে ডাকছে লন্ডন। মরবই যখন, তোদেরকে নিয়ে মরি, আয়।

এগারো

গুলি করছে রানা। ওর পাশ থেকে গুলি করছে লন্ডনও, কুকুরের মত ঘেউ

ঘেউ করছে তার পিস্তল। অটোমেটিকের পাল্টা গুলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে টানেলের শেষ প্রান্তের দেয়ালে লেগে ছিটকে ফিরে আসছে। কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি থেমে গেল। 'লন্ডন,' ফিসফিস করল রানা, 'সংখ্যায় ওরা কমে আসছে।' লন্ডন সাড়া দিল না। অন্ধকারে হাত বাড়াল রানা, বুঝতে পারল গোলাগুলির সময় কখন কে জানে মারা গেছে সে। কোন শব্দ করেনি, রক্তক্ষরণে মারা গেছে।

সামনে থেকে ধাতব শব্দ ভেসে এল, প্রতিপক্ষ অস্ত্র চেক করছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল রানার। একবারের চেষ্টায় ওদের সব ক'টাকে মেরে ফেলতে পারে ও। লন্ডনের সঙ্গে প্রচুর সি-ফোর থাকার কথা। গড়িয়ে লন্ডনের পাশে চলে এল ও। ফিল্ড প্যাকের পকেটে পাওয়া গেল সি-ফোর, আকারে মোটা একটা বই। সি-ফোর কাদার মত নরম, সেটাকে ফাটা একটা ফুটবলের আকৃতি দিল। সঙ্গে আর একটা মাত্র গ্রেনেড আছে, ফিউজ অ্যাসেম্বল খুলে নিয়ে ডিমটা ফেলে দিল। লন্ডনের আরেক পকেট থেকে প্রাইম কর্ড কয়েল বের করল। দ্রুত হাত চলছে, একটা বোমা তৈরি করছে রানা। সময় খুব কম, কারণ প্রতিপক্ষ জানে নিঃসঙ্গ শিকার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। 'সাহস থাকলে এগিয়ে এসে মারো আমাকে,' চিৎকার করে বলল রানা, ওদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। এক সঙ্গে তিনটে অটোমেটিক গর্জে উঠল, ওর আশপাশে আর পিছনের দেয়ালে লাগল বুলেটগুলো। হাতে তৈরি বোমাটা ছুঁড়ে দিল রানা, টার্গেট খুব দূরে নয়, জানে এই বিস্ফোরণে সে-ও মারা যাবে। ক্রল করে পিছিয়ে আসছে, যদিও দেয়ালটা কাছেই।

ছোট জায়গার ভেতর বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা পাথর, বাতাস আর ধুলোকে গরম করে তুলল, খসে পড়ল প্রাচীন টানেলের সিলিং, রানা অনুভব করল বিপুল আবর্জনার ভেতর চাপা পড়ে যাচ্ছে ও। শুধু মাথার ওপর সিলিং নয়, টানেল ধসে পড়ছে। জ্যান্ত কবর হয়ে যাচ্ছে ওর।

খিদে পেলেও কিছু খাবার কথা ভাবছেন না প্যাট্রিক লুকাস। তাঁর একটাই চিন্তা—দরজা। ওটা খুলতে হলে বারো ডিজিটের কোড জানতে হবে। তবে জানা কথা, ড্রাগন ওয়ান কোডটা বদলে ফেলেছে—লঞ্চ কন্ট্রোল

সেন্টারের ভেতর কমপিউটর টার্মিনাল থেকে কাজটা করা খুব সহজ। বদলে কি করেছে? কমপিউটর প্রোগ্রামটা তিনি নিজে তৈরি করেন, লিমিটেড-ট্রাই ক্যাপাসিটি। প্রথম তিন বার যদি সঠিক কোড হিট না করে, কমপিউটর ধরে নেবে কেউ অনধিকার চর্চা করছে, ফলে এলোমেলো সংখ্যার সমষ্টি নিয়ে নতুন একটা কোড সৃষ্টি হবে, যেটা ভাঙতে আরেকটা কমপিউটরের সময় লাগবে একশো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা।

কৌতুকটা হলো, নিজের তৈরি সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাঁকে। তিনি তাঁর বইতে জন ব্রাউনের কথা লিখেছেন, সেই জন ব্রাউন সেজে একজন শত্রু তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। আর তাঁর স্ত্রী? শার্লট কি করেছে? তাঁর আইডিয়া, অন্তর্দৃষ্টি, ভবিষ্যদ্বাণী, সব পাচার করে দিয়েছে ওই লোকের কাছে। তিনি যা জানেন, ওই লোকও তাই জানে।

শিউরে উঠলেন তিনি, শীত করছে। হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন। ৬ঃ৩৪.৩২। ৬ঃ৩৪.৩৩। আর ছ'ঘণ্টাও নেই। লোকটা নিজেকে জন ব্রাউন মনে করে। জন ব্রাউন লিখতে নয়টা হরফ লাগে। প্যাট্রিক লুকাস লিখতে লাগে বারোটা হরফ। মিলছে না।

মেজর ভালকিন ওপরে, গ্রাউন্ডলেভেলে রয়েছে, তার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই ফোনে কথা বলছেন জেনারেল। বাকি সময় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে হারমানকে কাজ করতে দেখছেন। ইতিমধ্যে টাইটেনিয়ামে গভীর একটা গর্ত তৈরি করে ফেলেছে হারমান, গর্তের একটা ধাপে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। 'আর কতক্ষণ লাগবে, হারমান?' জানতে চাইলেন জেনারেল।

'কি করে বলি,' কাজ থামিয়ে জবাব দিল হারমান। 'আপনিই বলেছেন ব্লকটা ডায়ামিটারে দুশো চল্লিশ সেন্টিমিটার। আমি সম্ভবত তিন ভাগের এক ভাগ কাটতে পেরেছি। আরও ধরুন দুই কি তিন ঘণ্টা।'

'হুম্!'

কয়লা আর মাটি সরিয়ে কবর থেকে বেরুল রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। আবর্জনার স্তূপে বসে নিজেকে পরীক্ষা করল, শরীরে জ্বালা আছে, তবে গুরুতর কোন ক্ষত নেই। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো

নিঃশ্বাস। খসখস আওয়াজটা কিসের? ঠাণ্ডা বাতাসও লাগছে হাতে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে যাবে, কিসে যেন বাধা পেল। হাতড়াতেই হাতে ঠেকল শটগানটা। মাটিতে গেঁথে আছে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে আনল। টর্চটাও খুঁজে পেল ও।

টানেল ধসে পড়েছে, কাজেই বেরুবার পথ নেই। টর্চের আলোয় কালো দেয়াল দেখা যাচ্ছে। তাহলে খসখসে আওয়াজটা কিসের? আর বাতাস? বাতাসের স্পর্শ কোথায় বেশি, অনুভব করার জন্যে আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। দেয়ালে ঠেকে গেল হাত। আলো ফেলে দেখে সরু একটা ফাটল তৈরি হয়েছে দেয়ালের গায়ে। বেল্ট থেকে ছোরাটা বের করে ফাটলে ঢোকাবার চেষ্টা করল। ঢোকানোর পর চাঁড় দিচ্ছে। খসে পড়ছে মাটি, ফাটলটা বড় হচ্ছে।

ফাটলের ওদিকে আরেকটা টানেল। একটা ইঁদুরকে লাফ দিতে দেখল রানা।

এফবিআই অফিসাররা মিসেস শার্লটকে জেরা করছে। এফবিআই আর পেন্টাগন হেডকোয়ার্টার থেকে অসংখ্য ছবি আনা হয়েছে, সেগুলো দেখতে দেয়া হয়েছে তাকে। নিক ময়নিহানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল তার, সে-ই তাকে ইসরায়েলি কনসুলেটে নিয়ে যায়। এখন জানা গেছে, সেটা ইসরায়েলি কনসুলেট ছিল না। সেখানে যে ভদ্রলোক শার্লটকে সাক্ষাৎ দান করেন, ছবিগুলোর মধ্যে তিনি আছেন কি?

ছবির দিকে শার্লটের তেমন মনোযোগ নেই। বারবার জানতে চাইছে, গোপন তথ্য পাচার করায় দেশ এবং প্যাট্রিক লুকাসের কতটুকু ক্ষতি করেছে সে? ভয়ানক কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। কি সেটা? প্যাট কোথায়? রক্তপাত ঘটেছে? মানুষ মারা গেছে? অনেক মানুষ?

'আপনি ছবি দেখে বলুন তাকে চিনতে পারছেন কিনা ' কঠিন সুরে বলল একজন অফিসার। 'ইসরায়েলি কনসুলেটে যাকে দেখেছেন তার পরিচয় জানাটা সাংঘাতিক জরুরী। হ্যাঁ, ড. লুকাস বিপদের মধ্যে আছেন। রক্তপাতও ঘটেছে। আরও··· মিসেস শার্লট, গুরুত্বটা আপনি বুঝতে পারছেন না—দুনিয়াটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

ছবিগুলোর ওপর চোখ বুলাল শার্লট। তারপর বলল, 'এরা সবাই আমেরিকান?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল শার্লট। 'এদের মধ্যে তিনি নেই। আপনারা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন।'

'মানে?'

'জানেন না, আমি একজন আর্টিস্ট?' হাসছে শার্লট। 'কাগজ-কলম দিন, ভদ্রলোকের চেহারা এঁকে দিই। এটাই তো সহজ, তাই না?'

কাগজ-কলম এনে দেয়া হলো, দ্রুত হাতে স্কেচটা এঁকে ফেলল শার্লট।

এফবিআই অফিসাররা হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। একজন বলল, 'মিসেস শার্লট, আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো? এই ভদ্রলোককেই আপনি দেখেছেন? ইনিই আপনাকে ইসরায়েলি কনসুলেটে অভ্যর্থনা জানান?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নয় বছর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আছি,' বলল একজন অফিসার। 'এই ভদ্রলোক যখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন, আমার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর নজর রাখা।'

আরেকজন অফিসার গম্ভীর সুরে বললেন, 'তুমি এখুনি একবার হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

'কে ভদ্রলোক?' জানতে চাইল শার্লট।

প্রৌঢ় অফিসার বললেন, 'সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, ফার্স্ট ডিরেক্টোরেট-এর হেড।'

শার্লটের বিশ্বাস হচ্ছে না। 'আ-আমি...' শুরু করেও থেমে গেল সে। তারপর বলল, 'নাম? ভদ্রলোকের নাম কি?'

'তাঁর নাম ভ্লাদিমির পাপাভিচ।'

মেজর বব ম্যালেট খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবশিষ্ট রেঞ্জাররা এসে

পৌঁছেছে, পৌঁছেছে ন্যাশনাল গার্ডের দ্বিতীয় দলও। আক্রমণ শুরু করার আগে পজিশন নিতে হবে, লেফটেন্যান্ট গুচম্যানকে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে থামলেন প্যাট্রিক লুকাস, মুখ তুলে বাইরে তাকালেন। 'এত হৈ-চৈ কিসের?'

লোকজন ছুটোছুটি করছে, বেল বাজছে ঘন ঘন।

একজন হেলিকপ্টার পাইলট বলল, 'আপনি শোনেননি? লোকগুলোর পরিচয় জানা গেছে। বলছে, ওরা নাকি রাশিয়ান।'

লুকাস শুনতে পেলেন মেজর ম্যালেট কাকে যেন বলছে, ওরা স্পেটসনাজ সাইলো সিজার টীম। কিন্তু আর সবাই বলছে, না-না, তা কি করে হয়! নিজেদের দেশ কেন তারা ধ্বংস করতে চাইবে?

তারপর সবাই চুপ হয়ে গেল। লুকাস দেখলেন, প্রত্যেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'ড. লুকাস, প্লীজ, একটু এদিকে আসবেন? এটার মানে কি, বুঝিয়ে বলবেন আমাদের?' মেজর ম্যালেট এগিয়ে এসে ড. লুকাসের হাতে হলুদ একটা টেলিটাইপ শীট ধরিয়ে দিল। লেখাটা দ্রুত পড়তে শুরু করলেন তিনি।

'এফবিআই হেডকোয়ার্টারের ধারণা, সাউথ মাউন্টিন দখলদার বাহিনীর লীডার হলেন ভ্লাদিমির পাপাভিচ—কর্নেল-জেনারেল, জিআরইউ। সিআইএ-র রেকর্ড বলছে, জিআরইউ বা সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে গত এক যুগ ধরে তাঁর দায়িত্ব ছিল আমেরিকার স্ট্র্যাটিজিক ওঅর-ফেয়ার কমপাউন্ড পেনিট্রেট করা। জেনারেল স্টাফ একাডেমির ইন্টেলিজেন্স ফ্যাকাল্টি থেকে গ্র্যাজুয়েট হন তিনি, তারপর মিলিটারি-ডিপ্লোম্যাটিক একাডেমিতে ভর্তি হন, ইংরেজি শেখেন মিলিটারি ইন্সটিটিউট অভ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ বছর কাজ করার পর আবার তাঁর ট্রেনিং শুরু হয়—ভর্তি হন কিয়েভ হাইয়ার মিলিটারি কমান্ড স্কুলে, তারপর যোগ দেন সেকেন্ড কারকভ হাইয়ার মিলিটারি এভিয়েশন অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং-এর স্পেশাল ফ্যাকাল্টিতে। শেষ দিকে জেনারেল স্টাফ একাডেমিতেও ছিলেন দু'বছর। জাতিসংঘে

সোভিয়েত মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন বারো বছর। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তিনিই একমাত্র হাই-র‍্যাঙ্কিং সোভিয়েত কমান্ড স্টাফ, যিনি নিজের নাম পরিবর্তন করেন। উনিশশো বিরাশি সালের নভেম্বর মাসে ভ্লাদিমির পাপাভিচ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের হেডকোয়ার্টারকে জানান যে এখন থেকে তাঁর নাম হবে শুধু ভ্লাদিমির পাপা। ভিচ-টা কেন বাদ পড়ল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তাঁর সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য হলো, স্মৃতি নামে একটা সংগঠনের সম্ভাব্য স্পনসর হিসেবে তাঁর নাম দু'বার প্রস্তাব করা হয়। স্মৃতি সম্পর্কে জানা গেছে, ওটা ডানপন্থী চিন্তাবিদদের একটা সংগঠন, গ্লাসনস্ট ও গর্বাচেভের ঘোর বিরোধী। স্মৃতিকে নিয়ে আমাদের অ্যানালিস্টরা খুব চিন্তিত, তবে এ-সম্পর্কিত তথ্য খুবই কম পাওয়া গেছে। এই রিপোর্ট অসমাপ্ত।'

কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন ড. লুকাস।

'এটা কি কোনও ধরনের অভ্যুত্থান?' জানতে চাইল ম্যালেট। 'সোভিয়েত মিলিটারি বা ওই উন্মাদদের সংগঠন স্মৃতি রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করতে চাইছে, আর সেজন্যে একটা নিউক্লিয়ার বোমার ট্রিগারে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত আঙুল রাখা দরকার?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ড. লুকাস। 'না, অভ্যুত্থান নয়। এটা স্রেফ সহজ একটা লজিক, বলা ভাল স্ট্র্যাটিজিক লজিক।' তিক্ত হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। 'ব্যাপারটা একদম সহজ। এই পাপাভিচ হিসাব কষে বের করেছে কিভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ জেতা যায়।'

কাউকে কোন প্রশ্ন করতে হলো না, ড. লুকাস নিজেই ব্যাখ্যা করছেন। ভ্লাদিমির পাপাভিচ বিশ্বাস করে যে এমএক্স একটা ফার্স্ট স্ট্রাইক উইপন, আর ওটা পুরোপুরি অপারেশন্যাল হয়ে ওঠার পর অজুহাত আর সুযোগ পেলেই যুক্তরাষ্ট্র বোতাম টিপে দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব যুক্তিতেও কথাটা সত্যি। এই মিসাইলগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে সেই পর্যায়েই নিয়ে এসেছে। এমএক্স লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ আর সাইলো-বিধ্বংসী হওয়ায়, কমান্ড-কমিউনিকেশন-কন্ট্রোল সিস্টেমের ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা মনে রেখে, সোভিয়েত ফার্স্ট স্ট্রাইক সামলাতে পারবে না জেনে, ওগুলো

তারা ব্যবহার করতে বাধ্য। হয় ব্যবহার করতে হবে, নাহয় পরাজয় মেনে নিতে হবে, এবং পাপাভিচের ধারণা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করবে। এটা তার প্রথম পজিশন।

তার পজিশন থেকে সে দেখতে পাচ্ছে যুদ্ধটা অনিবার্য। ওদের সংগঠন 'স্মৃতি' বিশ্বাস করে নিউক্লিয়ার ওঅর হতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সিস্টেম অপারেশন্যাল হয়ে উঠলেই সেটা শুরু হবে—আর ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে। অস্ত্রে সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকায় প্রথম আঘাত যুক্তরাষ্টই হানবে। জিতবেও তারা। আর নয়তো এখনই শুরু করতে হয় যুদ্ধটা, আজ রাতে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে, এবং তাতে তারা অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া জিতবে।

ব্যাপারটা এভাবে ঘটবে। পাপাভিচ আমেরিকানদের এমএক্স রাশিয়াকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে এই মিসাইলটার টার্গেটিং সিস্টেম বুঝতে হবে প্রথমে। ওই দশটা ওঅরহেড তাক করা আছে থার্ড ও ফোর্থ জেনারেশন হার্ড টার্গেটে। লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ বলে এগুলো আকারে ছোট, একে একে ধ্বংস করে দেবে তিনটে লং-রেঞ্জ রাডার ইনস্টলেশন, সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স কমান্ড, মস্কোর ত্রিশ মাইল দূরে একটা ডীপ লীডারশিপ বাঙ্কার—উদ্দেশ্য রাশিয়াকে নেতৃত্বহীন করা—এবং পাঁচটা সাইবেরিয়ান মিসাইল সাইলো। এই সাইলোগুলো আঘাত এসে পৌঁছুনোর আগেই খালি হয়ে যাবে। কারণ হলো, রাডারে দশটা ওঅরহেডকে ছুটে আসতে দেখামাত্র রাশিয়ানরা পাগল হয়ে যাবে, যতগুলো বোতাম আছে সব একসঙ্গে টিপে দেবে বিগ ব্যাঙ! আমেরিকানদের দশটা ওঅরহেডের মেগাটনেজ হলো মাত্র পঁয়ত্রিশ, ইনস্টলেশন যেগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ধ্বংস করবে, মানুষ মারবে খুব বেশি হলে ত্রিশ হাজার। সাত থেকে নয় মিনিট পর রাশিয়া আমেরিকার ওপর হামলা করবে চার হাজার মেগাটন নিয়ে—টার্গেট করবে যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো শহর আর মিসাইল সাইলো, রাডার কমিউনিকেশন সিস্টেম একটাও বাদ যাবে না, মানুষ মারবে কমপক্ষে তিনশো মিলিয়ন। দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে ফার্স্ট স্ট্রাইকের ঝুঁকি নিতে রাশিয়ার কাউকে রাজি করাতে পারেনি পাপাভিচ। কাজটা সে

অনেক বুদ্ধি কষে নিজেই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে সাহায্য করছে স্মৃতি নামে ডানপন্থীদের একটা সংগঠন। কাশলেন ড. লুকাস, বললেন, 'প্ল্যানটা, আমি বলব, ব্রিলিয়ান্ট। ব্যাপারটা যখন শেষ হবে, পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসবে সে, একটা 'কপ্টার তাকে তুলে নেবে। কোথাও নিশ্চয়ই একটা সাবমেরিন অপেক্ষা করবে, রাশিয়ায় সে ফিরবে আধুনিক জার হিসেবে...'

'প্রাণ নিয়ে আমেরিকা থেকে পালানো অত সহজ কাজ হবে না,' বলল বব ম্যালেট। 'পাপাভিচ রাশিয়ার একটা মিসাইল কম্পাউন্ড দখল করল না কেন?'

'কারণ এটাই দুনিয়ার একমাত্র ইনডিপেনডেন্ট-লঞ্চ-কেপেবল সাইলো। শুধু এটা দখল করতে পারলেই নিজে আঙুল রাখতে পারবে বোতামে।'

'তার সঙ্গের লোকগুলো কারা?' কে যেন জিজ্ঞেস করল।

'সিআইএ বলছে স্পেটসনাজ, সোভিয়েত স্পেশাল ফোর্সেস। ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে জিআরইউ, রেগুলার আর্মি নয়, এবং মনে রাখতে হবে পাপাভিচ এক সময় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের খুব বড় একটা পদে ছিল। আফগানিস্তানে তারা সাইলো দখল করার বিশেষ ট্রেনিং পেয়েছে। এটাই নকল দাঁত আর রোদে পোড়া চামড়ার রহস্য, নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিল ওরা। এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় স্টিঙ্গার কোত্থেকে পেয়েছে। আমরাই আফগানিস্তানে ওগুলো পাঠিয়েছিলাম। আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছে ওরা।'

মেজর ম্যালেট মাথা নেড়ে বলল, 'আমি একটা বড় ফাঁক দেখতে পাচ্ছি, ড. লুকাস। আমাদের রাডারে যখন ধরা পড়বে রাশিয়ানদের পাখিগুলো ছুটে আসছে, আমরা কি তখন বসে থাকব? আমরাও তো পাগল হয়ে যাব, যেখানে যত বোতাম আছে সব টিপে দেব, তাই না? তখন কি হবে? সবাই আমরা মারা যাব। আমরাও, ওরাও। তাতে পাপাভিচের কি লাভ?'

'অনেক আগে থেকে একটা কথা বলছি আমি, কিন্তু আমার কথায়

কেউ কান দিচ্ছে না। আমি বলতে চাইছি, আরও কিছু একটা ঘটবে। এমন কিছু, যে কারণে আমরা বোতাম টিপতে পারব না। অন্তত সাত থেকে নয় মিনিট আমাদেরকে অচল করে রাখা হবে।'

আবার কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'আমরা অর্ধেক অপারেশন সম্পর্কে জানি,' বললেন ড. লুকাস। 'বাকি অর্ধেকের কথা এতক্ষণ জানতাম না আমি, এখন আন্দাজ করতে পারছি। সাইলো দখল করার পর একটা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে পাপাভিচ। যার কাছে পাঠিয়েছে তার দায়িত্ব অপারেশনের বাকি অর্ধেক সফল করা। কী ভল্টের কারণে পাপাভিচ তাকে আঠারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেছে।'

'তার কাজটা কি হতে পারে?' জানতে চাইল ম্যালেট।

'হয়তো মাথা কেটে ফেলা,' বললেন ড. লুকাস। 'আর সবগুলো মাথাই ওয়াশিংটনে আছে। আপনি বরং এখুনি এফবিআই হেডকোয়ার্টারকে সব কথা জানান। পাপাভিচ প্রথমে সাউথ মাউন্টিন থেকে মিসাইল ছুঁড়বে, তারপর ডিসিতে একটা বোমা ফাটাবে।'

পেটটা ভর্তি হয়ে আছে ভদকাতে, সিঁড়ি বেয়ে এমা শ্যারনের ফ্ল্যাটে উঠছে বুচভ। ভোরবেলা এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিল, রাতে আবার ফিরে আসছে। দুশ্চিন্তা আর ভয় কাটিয়ে উঠেছে, ভদকার কল্যাণে নয়, এমার আশ্বাসবাণীতে। ফোনে এমা তাকে জানিয়েছে, পিলে চমকানো একটা তথ্য আছে তার কাছে। বুচভ তাই সাংঘাতিক খুশি। দাবিরদিনকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এরকম একটা তথ্যই তার দরকার।

নক করতেই দরজা খুলে দিল এমা। ভেতরে ঢুকে তাকে আলিঙ্গন করল বুচভ, প্রলাপ বকছে, 'এমা, লক্ষ্মী এমা, তুমি ছাড়া আমার কে আছে, বলো? তুমি সুন্দরী, তুমি দেবী, তুমি...'

'আমি রানা এজেন্সির একজন এজেন্টও।' এমা হাসছে না।

হো-হো করে হেসে উঠল বুচভ। 'ওহ, এমা, তোমার ঠাট্টারও কোন তুলনা হয় না...'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বিতীয় দরজার দিকে তাকাল এমা।

'শামিম, আহাদ, বেরিয়ে এসো।' বুচভের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, ডার্লিং। জীবন মাঝে মধ্যে সত্যিই খুব টাফ। লোক তুমি মন্দ নও, কিন্তু তারপরও তো নোংরা স্পাই, তাই না?' পাশের কামরায় চলে গেল সে। ওই কামরা থেকে আগেই চারজন লোক বেরিয়ে এসেছে, ঘিরে ফেলেছে বুচভকে।

'আমি শামিম আহমেদ,' স্যুট ও হ্যাট পরা প্রৌঢ় এক লোক বলল। 'আমরাও এসপিওনাজ জগতে আছি। আপনার পাশের ওই সোফাটায় বসুন, কমরেড বুচভ।' কথা না বলে ধপ করে বসে পড়ল বুচভ। 'যা জিজ্ঞেস করব, সঠিক জবাব দেবেন, প্লীজ। আপনি ভ্লাদিমির পাপাভিচ নামে কাউকে চেনেন?'

'চিনি।'

'এই মুহূর্তে দুনিয়ার এক নম্বর মানুষ সে। ওয়াশিংটন থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা মিসাইল সাইলোতে বসে আছে, ঘটাতে যাচ্ছে বিগ ব্যাঙ। সঙ্গে আছে আফগানিস্তান ফেরত এলিট গ্রুপ। ওরা দশটা ওঅরহেড ছুঁড়বে। আচ্ছা, স্মৃতি নামে একটা সংগঠনের কথা কখনও শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি,' বলল বুচভ, অনুভব করছে যে তাঁর ইচ্ছা বা প্রতিরোধ শক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। 'ওরা শান্তি আর গর্বাচেভের বিরোধী।'

'হ্যাঁ। পাপাভিচ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিল, পরে স্মৃতির সদস্য হয়। সে যাই হোক, সাউথ মাউন্টিন থেকে মিসাইল তো ছোঁড়া হবেই, কিন্তু আরও কিছু করা হবে বলে এফবিআই সন্দেহ করছে। সম্ভবত মাথা কাটা হবে। আর আমেরিকার দামী মাথা সবগুলো রয়েছে ওয়াশিংটনে। কাজেই আমরা ধারণা করছি, আপনাদের কমরেড পাপাভিচ আজ রাতে একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাবে। এখানে, ওয়াশিংটন ডিসিতে। আর হয়তো এক বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে। বাই বাই হোয়াইট হাউস, জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ, পেন্টাগন ওঅর রূম, সিআইএ, এনএসএ। বাই বাই ঘুমন্ত দুই মিলিয়ন নাগরিক।'

'ওহ্ গড!' শীত করছে, তাসত্ত্বেও কপালের ঘাম মুছল বুচভ। 'এ-সব আপনারা জানছেন কিভাবে? কতটুকু সত্যি?'

'জানছি এফবিআই থেকে, ওখানে আমাদের একজন স্পাই আছে। এখন প্রশ্ন হলো, একটা বোমা কোথায় তিনি পাবেন? নিউক্লিয়ার বোমা তো আর কিনতে পাওয়া যায় না। তাহলে?'

ঢোক গিলল বুচভ। সত্যি যদি নিউক্লিয়ার বোমা ফাটে, তাহলে এরা এখানে কি করছে? পালাচ্ছে না কেন? 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

শামিম আহমেদ হাসল। 'ন্যাকামি করার আগে ভুলে যাবেন না যে এমা আর আপনি সোভিয়েত দূতাবাসে চাকরি করেন, আর এমা বহু বছর ধরে আমাদের হয়ে কাজ করছে। গুজবটা আপনি যেমন শুনেছেন, আমরাও তেমনি শুনেছি—সোভিয়েত দূতাবাসে একটা এক কিলোটন নিউক্লিয়ার ডিভাইস আছে। ওটাকে রাখা হয়েছে জিআরইউ-এর নিয়ন্ত্রণে, যদি কখনও কাজে লাগে ভেবে। স্রেফ একটা বোতাম টিপলেই বিস্ফোরিত হবে। এখন প্রশ্ন হলো, সোভিয়েত দূতাবাসে এমন বোকা বা সাহসী কেউ আছে কি, যে বোতামটা টিপবে—সে-ও মারা যাবে জানার পরও?'

হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল, নিজের অজান্তেই মাথা ঝাঁকাল বুচভ। 'হ্যাঁ, সেরকম এক লোককে আমি চিনি। ডেপুটি রেসিডেন্ট, জিআরইউ অ্যাপারাটাস, ভ্লাদিমির পাপাভিচের ভাইপো—দাবিরদিন।'

'সম্ভবত স্মৃতির আরেকজন সদস্য?'

'হ্যাঁ। বোমাটা আছে সিঁড়ির নিচে, কোড সেলে, আমরা যেটাকে ওয়াইন সেল বলি। দূতাবাসের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ওটা। কাল রাতে আমার বান্ধবী সোফিয়া ওখানে সাইফার ওয়াচে ছিল। দাবিরদিন বোমাটা ফাটাতে চাইলে সোফিয়া একা তাকে বাধা দিতে পারবে না।'

'আজ সকালেই ওটা ফাটানো হত, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটায় আঠারো ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া হয়,' বলল শামিম আহমেদ। 'আজ রাতে, মধ্যরাত, ফাটানো হবে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বলল বুচভ। 'এ-ও বুঝতে পারছি কেন ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। আজ দুপুরে দাবিরদিন আমাকে স্পোর্টসনাজ ছোরা দিয়ে খুন করতে চেয়েছিল, কারণ আমি মারা গেলে

সাইফার ডিউটিতে যেতে হবে তাকেই যে আগের রাতে ডিউটি দিয়েছিল—এটাই নিয়ম। আগের রাতে ডিউটি দিয়েছিল সোফিয়া। সোফিয়াকে যদি আবার ডিউটি দিতে হয়, বোতাম টিপতে দাবিরদিনের কোন সমস্যাই হবে না।'

'এই সোফিয়া কি এখন ওখানে আছে?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে ফোন করে আমার জায়গায় ডিউটি দিতে অনুরোধ করেছি।'

'এখন আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, কমরেড বুচভ,' বলল শামিম আহমেদ। 'আপনাকে আপনার দূতাবাসে যেতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে দাবিরদিন যাতে বোমাটা ফাটাতে না পারে।'

'হোয়াট!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বুচভ।

নতুন টানেলে ঢোকার পর কতবার যে বাঁক ঘুরতে হলো, রানা হিসাব রাখতে পারছে না। টানেল কোথাও ধনুকের মত বেঁকে গেছে, আবার কোথাও ধাপ বেয়ে উঠতে হচ্ছে। মিনিট আর ঘণ্টাগুলো কিভাবে পার হয়ে যাচ্ছে বলতে পারবে না ও। আদৌ কোথাও যাচ্ছে, নাকি টানেলের নির্দিষ্ট একটা অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারবার, তা-ও বুঝতে পারছে না। কোথাও কোথাও টানেলের মেঝে এত খাড়া, পাঁচিল বললেই হয়, আঁচড়াআঁচড়ি করে ওপরে উঠতে হলো। তবে আশার কথা এই যে সামনের দিক থেকে বাতাস আসছে।

ক্লান্তিতে পা আর চলে না। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। বসতে যাবে, এক ফোঁটা পানি পড়ল হাতে। মাথার ওপর টর্চের আলো ফেলতেই মরচে ধরা মেটাল পাইপটা দেখতে পেল। টানেলের ছাদ ধরে ওপর দিকে উঠে গেছে ওটা। বিশ্রাম নেয়া হলো না, পাইপটা অনুসরণ করল ও। এত মোটা পাইপ কি কারণে বসানো হয়েছে কে জানে। খানিক দূর এগোতেই পাইপের গায়ে একটা গর্ত দেখা গেল, এত বড় যে অনায়াসে ভেতরে মাথা ঢোকানো সম্ভব। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতর। ক্রল করে এগোচ্ছে, যদিও জানে না এই পাইপ ওকে কোথায় নিয়ে যাবে। পাইপের ছাদ ওর

নাক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবে, সে উপায় নেই। শটগানটা শরীরের নিচে রাখতে হচ্ছে, ফলে ব্যথা পাচ্ছে এগোবার সময়। এগোচ্ছেও আধ ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। কতকালের পুরানো পাইপ, ভেতরে ইঁদুর থাকতে পারে, ভাবতেই সারা শরীর রী-রী করে উঠল।

এক সময় সময়ের হিসাব গুলিয়ে ফেলল রানা। মনে হলো গোটা জীবনটাই এই পাইপে কাটছে। তারপর হঠাৎ পাইপ থেকে বেরিয়ে এল ও, বেরিয়েই দেখতে পেল সামনে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন।

কালো ও দীর্ঘকায়, একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে রয়েছেন তিনি, চারদিকে মেশিনের যান্ত্রিক গুঞ্জন, নিচে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঈশ্বর বিশাল। তাঁর কোন দয়া নেই, কোন অবয়ব নেই। তিনি মসৃণ ও ঠাণ্ডা হিম।

ঈশ্বর একটা মিসাইল।

টাইটেনিয়াম ব্লকের মাঝখানে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে, গর্তের একটা ধাপে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ওয়েল্ডার হারমান, গর্তের কিনারা থেকে প্লাজমা আর্কের তৈরি শিখার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন জেনারেল ভ্লাদিমির পাপাভিচ। তিনজন সশস্ত্র সৈনিক কড়া নজর রাখছে হারমানের ওপর। হঠাৎ টেলিটাইপ খটখট আওয়াজ শুরু করল। মেসেজ পাঠানো শেষ হতে অন্য একজন সৈনিক হলুদ কাগজটা ছিঁড়ে নিল, এগিয়ে এসে দিয়ে গেল জেনারেলকে।

মেসেজটা পড়ে ফোনের দিকে এগোলেন তিনি, মেজর ভালকিনকে জানালেন, 'সবাইকে বলে দাও ল্যাংগুয়েজ ডিসিপ্লিন বজায় রাখার আর কোন দরকার নেই। আমেরিকানরা আমাদের পরিচয় জেনে ফেলেছে।' রিসিভার রেখে দিয়ে কমান্ড ক্যাপসুলের একজন গার্ডকে ডেকে রুশ ভাষায় নির্দেশ দিলেন তিনি। হঠাৎ সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, কথা বলছে রুশ ভাষায়।

টেলিটাইপ শীটটা সবাইকে শোনাবার জন্যে পড়তে শুরু করলেন জেনারেল। 'ভ্লাদিমির পাপাভিচ, জিআরইউ-এর ফার্স্ট ডেপুটি, এতদ্বারা

আপনাকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে সাউথ মাউন্টিন সাইলো কমপ্লেক্স থেকে সঙ্গী-সাথী সহ নিজেকে প্রত্যাহার করে নিন। নিচের শর্তগুলো প্রস্তাব হিসেবে দেয়া হলো।

'১: আপনাকে সহ বাইশ নম্বর স্পেটসনাজ ব্রিগেডের সমস্ত লোককে নিরাপদে সোভিয়েত রাশিয়ায় চলে যাবার অনুমতি দেয়া হবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এখনও আপনাদের পরিচয় জানেনি এবং আপনাদের অপারেশনের মাত্রা সম্পর্কে কোন ধারণা পায়নি।

'২: আপনারা যারা আহত হয়েছেন তাদের সবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে, এবং যত দ্রুত সম্ভব রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হবে।

'৩: কোন রকম ইন্টেলিজেন্স ইন্টারোগেশন বা ডিব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে না।

'৪: প্রথম শর্ত যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, আপনাদের পছন্দ মত অন্য যে-কোন দেশে আপনাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার সব ব্যবস্থা করা হবে।

'৫: আপনি বা আপনার কোন লোক যদি রাজনৈতিক আশ্রয় চান, যুক্তরাষ্ট্র সরকার সানন্দে তা দিতে রাজি আছে। কাজ, বাসস্থান, নতুন পরিচয়-পত্র, সবই দেয়া হবে।

'ভ্লাদিমির পাপাভিচ, আপনি যে প্ল্যান করেছেন তা কখনোই সফল হবে না। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ; গুরুতর পরিণতি এড়াবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।'

প্রস্তাবে সই করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন জেনারেল।

'আপনারা রাশিয়ান?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হারমান, গর্তের ভেতর থেকে উঠে আসছে সে, হাতের প্লাজমা আর্ক থেকে এখনও লম্বা শিখা বেরুচ্ছে। ওপরে উঠে শিখাটা সে তুলেছে, জেনারেলের দিকে তাক করবে। একজন সৈনিক গুলি করল তার পায়ে। হাঁটুর ওপর থেকে খানিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

প্রতিরোধ পর্বের এখানেই সমাপ্তি, শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল।

'তাড়াতাড়ি ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও,' সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন জেনারেল। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। হারমানের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'নিজের স্ত্রী আর মেয়ে দুটোর কথা ভাবো, হারমান। এমন কিছু করবে না যাতে ওরা মারা যায়। প্লীজ।'

ব্যথায় কাতরাচ্ছে হারমান, সৈনিকরা তার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। 'জেসাস, কেন? কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে···'

'হ্যাঁ, কয়েকশো মিলিয়ন তো বটেই,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু বেঁচে যাবে কয়েক বিলিয়ন। আমি সেই লোক, যে দুনিয়াটাকে বাঁচাব। আমি গ্রেট একজন মানুষ, হারমান। আমার সেবা করার সুযোগ পেয়ে তুমি ভাগ্যবান। তুমি কি জানো, চেঙ্গিস খান একবার কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, আমাকে চল্লিশজন বাছাই করা লোক দাও, দুনিয়াটাকে আমি বদলে দেব।'

'তুমি শালা একটা উন্মাদ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হারমান।

'হ্যাঁ, আমি উন্মাদ,' গালি খেয়ে জেনারেল হাসছেন। 'কিন্তু ভেবে দেখো, উন্মাদ ছাড়া দুনিয়াটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আর কেউ নেবে?'

মালভূমির ডেল্টা কমান্ডো হেডকোয়ার্টারে নতুন নতুন তথ্য আসছে। এফবিআই একটা ফার্ম-এর খোঁজ পেয়েছে, 'আইজাক রুবিন' নামে এক লোক ভাড়া নিয়েছিল ছয় মাস আগে। ফার্মটা সাউথ মাউন্টিনের শেষ প্রান্তে, ওখান থেকে স্পেটসনাজ ব্রিগেড অপারেশন শুরু করে। গোলাঘরের ভেতর লুকানো অবস্থায় অ্যামুনিশনের প্রচুর বাক্স পাওয়া গেছে। আরও পাওয়া গেছে কার, বাস, ট্রাক—কানাডা বা মেক্সিকো থেকে লোকজন আর রসদ বয়ে এনেছিল। ফার্মের একধারে একটা ব্যারাক, স্পেটসনাজ সৈনিকরা থাকত। ফেলে যাওয়া ম্যাপ আর নকশাও পাওয়া গেছে। সাউথ মাউন্টিনের ডপলার রাডারে কিছুই ধরা পড়েনি, কারণ কেমিকেল মেশানো সাদা ক্যানভাসে ঢাকা ছিল সব।

পেন্টাগন, সিআইএ ও রানা এজেন্সি রুশ স্পেটসনাজ ইউনিট সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে। স্পেটসনাজ হলো সেরা

সৈনিকদের নিয়ে তৈরি একটা আলাদা ব্রিগেড, শুধু কঠিনতম কাজে পাঠানো হয় ওদেরকে। উনিশশো আটষট্টি সালে প্রাগ এয়ারপোর্ট দখল করেছিল ওরা। উনিশশো ঊনআশি সালে আফগানিস্থানে পাঠানো হয় ওদেরকে, মুজাহেদিনদের সাহায্য করার জন্যে।

হেডকোয়ার্টারে বসে শার্লটের একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো দেখছেন ড. লুকাস, ওটা তিনি সব সময় নিজের সঙ্গে রাখেন। আপনমনে বিড়বিড় করছেন, 'এখনও পরস্পরকে আমরা ভালবাসি, শার্লট; বলতে পারো, তাহলে এ-সব কেন ঘটল?'

কে যেন তাঁকে ডাকছে। ছবিটা মানিব্যাগে রেখে দিয়ে মুখ তুললেন তিনি। 'এই যে, আপনি এখানে।' ঘরে ঢুকল মেজর ম্যালেট। 'এটা দেখুন। বলুন কি বুঝছেন।' তার হাতে একটা ফটোগ্রাফ, ড. লুকাসের হাতে ধরিয়ে দিল।

ফটোটা হাতে নিয়ে দেখলেন ড. লুকাস। মনে হলো খুব উঁচু থেকে তোলা সাউথ মাউন্টিনের এরিয়াল ফটো। লঞ্চ কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটির ছাদ চিনতে পারছেন, চিনতে পারছেন ব্যারাকের ছাদ, ওয়ায়্যার পেরিমিটার, সাইলো হ্যাচ আর অ্যাকসেস রোড। কিন্তু কি যেন একটা ত্রুটি আছে ফটোটায়। সূক্ষ্ম ত্রুটি, তবে আছে। দুই গুচ্ছ বিল্ডিঙের মাঝখানে কি যেন নেই, ঠিক মিলছে না।

'সিআইএ পাঠিয়েছে এটা,' বলল ম্যালেট। 'নেপ্রোপেট্রোভস্ক-এর কাছে জায়গাটার নাম নভোমস্কোভস্ক, ব্ল্যাকবার্ড স্যাটেলাইট থেকে তিন মাস আগের তোলা ফটো। স্পেটসনাজের বিশাল ট্রেনিং সেন্টারটা ওখানেই। কিন্তু ছবিটা যখন তোলা হয়, সিআইএ এটার তাৎপর্য ধরতে পারেনি...'

'তারমানে ওখানেই মিশনের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে ওরা,' বললেন লুকাস। 'এই জায়গাটাকে ওরা রিহার্সেল সাইট হিসেবে ব্যবহার করেছে।' এখনও তাঁর মনে হচ্ছে, কি যেন মিলছে না। ফটোর ওপর আঙুল রাখলেন তিনি, বললেন, 'এই দাগগুলো কিসের বলুন তো? বরফের ওপর? ট্রেঞ্চ, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই, তারপুলিন দিয়ে এই ট্রেঞ্চগুলোই ওরা ঢেকে রেখেছিল।'

'ড. লুকাস, এখানে আপনি পাপাভিচের প্ল্যান দেখতে পাচ্ছেন। লক্ষ করুন, ট্রেঞ্চগুলো ভি আকৃতি নিয়েছে, শেষ প্রান্তে এলিভেটর শ্যাফট।'

'হ্যাঁ।'

'পাপাভিচের কমান্ডার মেজর ভালকিন সম্পর্কেও এখন জানতে পেরেছি আমরা। সে-ও স্পেটসনাজ সৈনিক। আমরা যদি পাহাড়ে উঠতে পারি, ভালকিন তার সৈনিকদের নিয়ে এক ট্রেঞ্চ থেকে আরেক ট্রেঞ্চে সরে যাবে। ভি-র দুটো বাহু পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, ফলে ওখানে পৌঁছুনোর পর সারাক্ষণ একটা ক্রসফায়ার কিল জোন-এ থাকব আমরা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ট্রেঞ্চগুলোর সঙ্গে টানেলের যোগাযোগ আছে, পিছু হটার সময় ট্রেঞ্চগুলো এক এক করে বোমা মেরে ধসিয়ে দেবে ওরা। প্রতিটি ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করে এগোতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের, বহু লোক আহত হবে। অর্থাৎ অ্যাটাকে কোন কাজই হবে না।'

মেজরের কথা শুনতেই পাচ্ছেন না ড. লুকাস, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ফটোটার দিকে। হঠাৎ তিনি ত্রুটিটা ধরে ফেললেন। 'ওহ্ গড! ওরা একটা ভুল করেছে।'

'কি বলছেন? কি ভুল করেছে?'

'অ্যাসল্ট সাইটের ডান ও বাম দিকে কোন গাছপালা নেই, এলাকাটা স্রেফ খালি রেখেছে ওরা। এর মানে হলো, অনেক আগের স্যাটেলাইট ফটো দেখে এই রিহার্সেল সাইট তৈরি করেছে ওরা, সম্প্রতি তোলা ফটোগুলো ভাল করে চেক করেনি। দেখুন, আমরা আসলে ব্যারাকের সাইট পনেরো ফুট বাম দিকে সরিয়ে আনি, তাছাড়া লঞ্চ কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটির এই অতিরিক্ত উইংটা আমরা তৈরি করিনি, যদিও শার্লটের কাছ থেকে ওরা যে প্ল্যানটা পেয়েছিল তাতে তা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ক্রীকটা ওদের রিহার্সেল সাইটে নেই।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আপনি আমাকে বলেছেন, অ্যাসল্ট সাইটের সমস্যা হলো সমস্ত আক্রমণ এই মালভূমি থেকে চালাতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু তা সত্যি নয়। এখানে,' ফটোর ওপর আঙুল তাক করলেন ড. লুকাস, ওখানে খাড়া

পাহাড়-প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নেই, '...এখানে একটা ক্রীক বেড আছে। আপনি ওটা ধরে ওপরে লোক পাঠাতে পারেন, তারা উল্টোদিক থেকে ওদের ওপর হামলা চালাতে পারবে। শুধু সরু ফ্রন্ট থেকে অ্যাটাক করতে হবে, এ-কথা ঠিক নয়।'

ম্যালেট হতভম্ব। 'কিন্তু সার্ভে ম্যাপে তো কোন ক্রীক নেই, মি. লুকাস।'

'নেই, কারণ ওটা উনিশশো উনআশি সালের ম্যাপ। শীতকালে ওটা দেখা যায় না, কারণ বরফে ঢাকা থাকে। গরমের দিনে আড়াল করে রাখে গাছপালা। ক্রীকটা আমরা উন্মুক্ত করি গত বছর, শ্যাফটের জন্যে গর্ত করার সময়। আপনি ডেল্টা কমান্ডোদের পাঠান, তারা ক্রীক ধরে উঠে যাক, রাশিয়ানরা টেরই পাবে না...'

মিসাইলের গায়ে হাত রাখল রানা। প্রায় সাততলা বিল্ডিঙের মত উঁচু ওটা, নিজেকে খুব ছোট মনে হলো ওর। মিসাইলের ত্বক আর ওটাকে ঘিরে থাকা সিমেন্টের পাঁচিলের মাঝখানে জায়গা খুব কম। পাঁচিলটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল ও। আশা করেছিল মিসাইলের গায়ে ইউএসএয়ার লেখা থাকবে, কিন্তু নেই। যুদ্ধজাহাজের কন্ট্রোল টাওয়ার থাকে, এটারও যেন একটা সুপারস্ট্রাকচার থাকলে মানাত, কিন্তু তা-ও নেই। আকারে এত বড়, যেন মনে হয় উড়তে পারবে না। ইস্পাতের খুদে একটা কাঠামোয় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল টিউবটাকে, কাঠামোর বিস্তৃত অংশগুলো পাতালে নেমে গেছে। মুখ তুলে সত্তর ফুট ওপরে তাকাল রানা, টিউবের ওপরের অংশ হারিয়ে গেছে ওদিকে। আরও প্রায় একশো ফুট ওপরে বৃত্তাকার একটা কিছু রয়েছে, সম্ভবত সীল করা সাইলো হ্যাচ, নিচে থেকে দেখে মনে হচ্ছে ম্যানহোলের ঢাকনি।

কি করা উচিত ভাবছে রানা। একটা মিসাইলকে কিভাবে ধ্বংস বা অকেজো করতে হয়, জানা নেই ওর। কন্ট্রোল সিস্টেম তো পাহাড়ের মাথায়, শত্রুপক্ষের দখলে।

তারপর একটা মই দেখতে পেল রানা। কংক্রিটের গায়ে গাঁথা লোহার ধাপ। সাইলো হ্যাচের দিকে উঠে গেছে, তবে অর্ধেক দূরত্ব

পর্যন্ত, থেমেছে একটা ছোট দরজার নিচে। সিদ্ধান্ত নিল, ওই দরজার ভেতর কি আছে দেখা যেতে পারে। প্রথম ধাপে পা দিয়েছে, উড়ন্ত কিছু পেশী তীর বেগে ছুটে এসে আঘাত করল ওকে, মেঝেতে ফেলে দিয়ে চেপে বসল বুকের ওপর। ছোরার একটা চকচকে ফলা দেখতে পেল রানা, গলায় ধরা হয়েছে। বুঝতে পারল, খুন হয়ে যাচ্ছে ও।

সোভিয়েত দূতাবাস থেকে সিকি মাইল দূরে থামল ভ্যানটা। রানা এজেন্সির অপারেটররা বুচভকে জিজ্ঞেস করল, রাস্তাটা আপনি চিনতে পারছেন তো? বুচভ মাথা ঝাঁকাল। আগেই তাকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলা হয়েছে, আরেকবার মনে করিয়ে দেয়া হলো। সোভিয়েত দূতাবাসে বহনযোগ্য একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস আছে, সেটা রাত বারোটার সময় ফাটানো হবে। ওটা ফাটলে ওয়াশিংটনের কেউ বাঁচবে না, বুচভও মারা যাবে। সোভিয়েত দূতাবাসের চারদিকে রানা এজেন্সির এজেন্টরা পাহারা দিচ্ছে, কাজেই ভ্যান থেকে নেমে সে পালাতে চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে।

বুচভ সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে। ভ্যান থেকে নেমে রওনা হলো সে। দুটো বাঁক ঘুরতেই দূতাবাসটা দেখা গেল।

জেনারেলের হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল। 'কাটো বলছি! কাটো!'

'আমার পা। খুব ব্যথা করছে। একটু বিশ্রাম…'

'না!' হুঙ্কার ছাড়লেন পাপাভিচ। 'কাটো!'

আবার কাজ শুরু করল হারমান। পনেরো মিনিট পর টাইটেনিয়ামের নিচে কালো একটা ফুটো দেখা গেল। কাজটা শেষ হতে চলেছে। নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল হারমান। 'তলায় পৌঁছে গেছি। ফুটোর ভেতর টানেল দেখা যাচ্ছে!'

তার পিঠ চাপড়ে দিলেন জেনারেল। 'সাবাস!'

মালভূমির ডেল্টা কমান্ডো হেডকোয়ার্টারে টান টান উত্তেজনা। মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে আছে মেজর ম্যালেট, দু'সারি দাঁতের

মাঝখানে নিয়ে একটা চুরুট চিবাচ্ছে। তার সামনের দেয়ালে ম্যাপ সাঁটা রয়েছে, তাতে লাল একটা তারকাচিহ্ন আঁকা, নিচে লেখা ডেল্টা-থারটিন। শুধু ডেল্টা কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত সর্বশেষ গ্রুপ ওটা, ক্রীক হয়ে সাউথ মাউন্টিনের মাথায় চড়তে গেছে। ওরা ওখানে পৌঁছুতে পারলেই রেঞ্জার আর ন্যাশনাল গার্ডদের দুটো গ্রুপ রওনা হয়ে যাবে। ওদের আরও দুটো গ্রুপ সরু ফ্রন্ট অ্যাসল্ট সাইট থেকে আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে, তবে সেটা লোক দেখানো ব্যাপার হবে, কারণ আগেই প্রমাণিত হয়েছে এদিক থেকে হামলা চালিয়ে কোন লাভ নেই। লোক দেখানো হলেও, ওদেরকে সহায়তা করবে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ।

হেডকোয়ার্টারে অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সঙ্গে প্যাট্রিক লুকাসও রয়েছেন। সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সম্পূর্ণ বদলে গেছেন ভদ্রলোক। এফবিআইকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি, তারাই দেখা করার ব্যবস্থা করে। মাত্র সাত মিনিটের সাক্ষাৎ, স্বভাবতই সময়টা ছিল খুব আবেগময়, কারণ পরস্পরকে এখনও তাঁরা প্রচণ্ড ভালবাসেন। ড. লুকাস পরামর্শ দিয়েছেন, শার্লট যেন তার বাবার নামকরা লইয়ারকে কোর্টে পাঠায়, তিনিই ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।

ড. লুকাসের পরনে এখন কমান্ডো গিয়ার, কালো প্যান্টের ওপর কালো সোয়েটার, ক্যাপটাও তাই।

অবশেষে অধীর অপেক্ষার অবসান ঘটল। মাইক্রোফোন জ্যান্ত হয়ে উঠল, ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'দিস ইজ ডেল্টা-থারটিন, উই আর আপ!'

পাঁচ মিনিট পর ফ্রন্ট অ্যাসল্ট সাইট থেকে আক্রমণ শুরু করল ন্যাশনাল গার্ড আর রেঞ্জাররা হেলিকপ্টার গানশিপের ছত্রছায়ায়। একই সঙ্গে ওদের আরও দুটো দল ক্রীক হয়ে রওনা হয়ে গেল সাউথ মাউন্টিনের মাথায় ডেল্টা-থারটিনের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে।

রানার গলায় ছোরা চালাতে গিয়েও চালাল না, ওকে চিনতে পেরে স্থির হয়ে গেল লিলি। ডান হাতের ভাঁজে লিলির গলাটা আটকে নিয়েছিল

রানা, জোর একটা মোচড় দিলেই ঘাড় ভেঙে যেত, বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে শিথিল করল হাতটা। পরস্পরকে ছেড়ে দিল ওরা, গড়ান দিয়ে বসল। 'বোধহয় দু'জনেই মারা যাচ্ছিলাম,' বলল রানা, গলায় হাত দিতে জ্বালা করে উঠল, সামান্য রক্ত লাগল আঙুলে। 'আপনিও সম্ভবত আমার মত রকেট ব্লাস্ট-এর পাইপে ঢুকে এখানে পৌঁছেছেন, তাই না?' আঙুল তুলে রকেট এগজস্ট পোর্টটা দেখাল লিলিকে।

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল লিলি। তার কাপড়চোপড়ে কাদা আর রক্ত লেগে রয়েছে। ট্রাউজারের একটা পায়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। একটা বাহুতে লম্বা ক্ষত। 'আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। টিম ব্যারি কোথায়?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'সে মারা গেছে।'

'আমার সঙ্গী লন্ডনও বেঁচে নেই,' বলল রানা। মিসাইলটার দিকে তাকাল ও। 'ধাপগুলো দেখছেন? ওপরে উঠে দরজটার ভেতর ঢুকতে চাই। উঠবেন আমার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। লোহার ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা।

দরজার কাছে পৌঁছে থামল ও। নিরেট, শক্ত দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। সরু, ছোট্ট ধাপে দাঁড়িয়ে এই দরজা ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। রানার নিচে পৌঁছল লিলি, ওর পায়ে টোকা দিয়ে আরও খানিক ওপরে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওখানে খুব ছোট আরও একটা দরজা বা হ্যাচ রয়েছে, সম্ভবত দুই ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া। সাইলোর পাঁচিল যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে পাঁচ ফুট দূরে ওটা—ভেন্ট বা ডাক্ট হতে পারে। কিন্তু সর্বশেষ ধাপ থেকে ওটা এত দূরে, রানা নাগাল পাবে না। কথাটা লিলিকে জানাল ও। উত্তরে লিলি বলল, সে চেষ্টা করে দেখতে চায়। সাবধানে রানার পাশে চলে এল সে। ওপরের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। লিলি ব্যাখ্যা করে বোঝাল ব্যাপারটা—সে হালকা, রানা শক্তিশালী; রানা যদি শুধু তাকে ধরে রাখতে পারে, মাঝখানের ফাঁকটায় একটা সেতু হতে পারে লিলি।

নিচের ধাপে একটা পা রাখল রানা, আড়াআড়ি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে, অপর হাতের ভাঁজে আটকে রাখল ওপরের ধাপটাকে। ধীরে ধীরে,

সাবধানে, রানার পিঠে সওয়ার হলো লিলি। এক পর্যায়ে তার কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। লিলি হালকা হলেও, ভারসাম্য হারাবার উপক্রম করল রানা। উত্তেজনায় দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। দু'জনের সমস্ত ভার রানার এক পায়ে চাপানো হয়েছে, সেটা নিচের ধাপে, অপর পা শূন্যে লম্বা করা, ভারসাম্য রক্ষার কাজ করছে। লিলি দাঁড়িয়ে আছে রানার ঊরুর ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে, মরিয়া হয়ে, তার কোমরটা জড়িয়ে রেখেছে রানা এক হাতে। কি ঘটছে দেখার সুযোগ নেই ওর, চোখের সামনে লিলির পিঠ, এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছে। লিলিকে জড়িয়ে ধরা হাতে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। চাপ বাড়ছে ওপরের ধাপ জড়িয়ে রাখা হাতটাতেও। চুলের ভেতর থেকে কপালে ঘাম গড়াচ্ছে, নকশা তৈরি করছে গালে। হাত ও পায়ের পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা শব্দ ঢুকল রানার কানে। লিলি সম্ভবত ছোরার ফলা দিয়ে দরজার কবাট খোলার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ রানার বন্ধন থেকে ছুটে গেল লিলি। খপ করে আবার তাকে ধরতে চেষ্টা করল রানা। নিচের ধাপ থেকে পিছলে গেল ওর পা। পতন শুরুর মুহূর্তে লিলির কথা ভুলে গেল রানা, জানে মারা যাচ্ছে ও। কিন্তু তারপরই তীব্র একটা ঝাঁকি খেলো শরীরটা, ওর বাঁ হাত ওপরের ধাপে এখনও আটকে আছে। ঝুলে রয়েছে রানা, নিচের ধাপে আবার পা রাখল। এতক্ষণে দেখতে পেল লিলি পড়ে যায়নি, ছোট্ট দরজাটার সদ্য খোলা একটা পাল্লা ধরে ঝুলে রয়েছে, পাল্লাটা দোলনার মত এদিক ওদিক দুলছে। খোলা ডাক্ট-এর ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ঘুরে রানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ওর নাভির নিচেটা দেখাল।

ওয়েব বেল্টে ৪ আকৃতি নিয়ে ঝুলে রয়েছে রশির কুণ্ডলী, সেটা খুলে একটা প্রান্ত লিলির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, অপর প্রান্তটা ধাপের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। দূরত্ব মাত্র ছয় কি সাত ফুট, কিন্তু দেখে মনে হলো আরও বেশি। লিলি রশিটা শক্ত করে কিছু একটার সঙ্গে বেঁধেছে, টেনে পরীক্ষা করল রানা। রশিতে পা বাধিয়ে ঝুলে পড়ল ও, দূরত্বটুকু অনায়াসে পেরিয়ে এল। দম ফিরে পাবার পর লিলির ইঙ্গিতে সামনে তাকাল রানা। হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। এত ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভই হয়নি। ডাক্টটা

মাত্র ছ'ফুট এগিয়েছে, তারপর নিরেট একটা পাঁচিল। তাহলে এই ডাক্ট তৈরি করার মানে কি?

তারপর চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ে একটা মেটাল বক্স বসানো রয়েছে। তেমন শক্ত কিছু নয়, হাত দিয়েই ভেঙে ফেলা সম্ভব। বাক্সটার গায়ে লেখা রয়েছে—ডোর অ্যাকসেস ফিউজ প্যানেল, ইউএসএএফ-এইটফাইভসিক্সসিক্স জিরোথ্রীথ্রী।

মেজর ভালকিন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ডেল্টা কমান্ডো ডান দিক থেকে কিভাবে আক্রমণ চালায়! তারমানে ফ্রন্ট অ্যাসল্ট সাইট থেকে হেলিকপ্টার গানশিপের হামলা স্রেফ একটা ধোঁকা। গানশিপগুলো সব সময় নাগালের বাইরে থাকছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল তার যে এর মধ্যে কোন ঘাপলা আছে। সামনের ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করার ভান করেছে ওরা, কিন্তু চুপিসারে উঠে এসেছে ডান দিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে। কিন্তু উঠল কিভাবে?

এখন আবার ফ্রন্ট অ্যাসল্ট সাইট থেকেও পুরোদমে আক্রমণ শুরু হয়েছে। ভালকিন দেখল, তার ডিফেন্স ভেঙে পড়ছে। দুই ফ্রন্টে লড়াই করার সামর্থ্য তাদের নেই, এমনকি মানসিকতা ও প্রস্তুতিও নেই। এখন তো ট্রেঞ্চ ধসিয়ে দিয়ে পিছু হঠাও সম্ভব নয়, সময়ে কুলাবে না। লেজ গুটিয়ে টানেলে নামতে হবে ওদেরকে। অসুস্থ বোধ করছে ভালকিন, হুইসেল বের করে পরপর দু'বার ফুঁ দিল। পজিশন থেকে সৈনিকদের বেরিয়ে আসতে দেখল সে, কাভারিং ফায়ার চালু রেখে ট্রেঞ্চের দিকে পিছু হটছে। তুমুল গোলাগুলির মধ্যে ছুটল ভালকিন, বিধ্বস্ত একটা কাঠামোর দিকে যাচ্ছে, যেটার ভেতর এলিভেটর শ্যাফট অ্যাকসেস সুরক্ষিত।

এলিভেটর শ্যাফটে পৌঁছে গেল ভালকিন, বাইরে তার লোকজন ডেল্টা কমান্ডোদের গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে। এখনও যারা লড়ছে তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে থামল সে। 'তোমরা বীর, তোমরা অজেয়—যতক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখো ওদেরকে।'

ঘুরে কমপিউটর টার্মিনালের সামনে চলে এল সে, এলিভেটর

শ্যাফটের পাশে। টাইপ করল—অ্যাকসেস।

স্ক্রীনে ফুটল—এন্টার পারমিসিভ অ্যাকশন লিঙ্ক।

জেনারেলের কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করে রাখা বারোটা সংখ্যা টাইপ করল ভালকিন, কমান্ড কী-তে চাপ দিল।

স্ক্রীনে ফুটল—ওকে।

এলিভেটরের ভেতর ঢুকল ভালকিন, বাতাস ছাড়ার হু-হু-হু-শ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রাতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পিছনে ফেলে নিচে নেমে যাচ্ছে এলিভেটর।

বাক্সটার দরজা টিন দিয়ে তৈরি, মসবার্গের স্টক দিয়ে কয়েকটা ঘা মারতেই ভেঙে গেল। ভেতরে রাশি রাশি তার দেখতে পেল রানা। এক প্রস্থ তার এসেছে একটা টিউবের মোড়কে, দরজার বাইরে থেকে; বাকিগুলো বেরিয়েছে বাক্সের ভেতর দিকের দেয়াল ফুঁড়ে। দাঁত দিয়ে টিউবের আবরণ ছিঁড়ে ফেলল রানা,-হাতে চলে এল বেশ কিছু নগ্ন তার। পাশেই রয়েছে লিলি, ভাব দেখে মনে হলো কাজটা রানা বুঝে করুক বা না বুঝে, তার সম্মতি আছে। এরপর রানা আরেক প্রস্থ তার কাটল ছোরার ফলা দিয়ে। ছোরার ফলাটাকে কাঠি হিসেবে ব্যবহার করছে, দুই প্রস্থ নগ্ন তারকে এক করছে।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে ছিটকে পড়ল রানা। কটু দুর্গন্ধে কুঁচকে গেল নাক। মাথাটা ব্যথা করছে। চোখ মেলার পর নীল আলোর বল দেখতে পেল। দাঁতগুলো নড়ে গেছে বলে মনে হলো। ছোরাটা মেঝেতে পড়ে আছে, ধোঁয়া উঠছে ওটা থেকে। লিলিকে দেখা গেল ডাক্ট-এর মুখে, চিৎকার করছে। ক্রল করে তার পাশে চলে এল রানা, উঁকি দিতেই দেখতে পেল নিচের দরজাটা খুলে গেছে। ডাক্ট-এর কিনারা ধরে ঝুলে পড়তে মই বা ধাপের নাগাল পাওয়া গেল, খোলা দরজায় পৌঁছুল রানা। ওর সাহায্য নিয়ে লিলিও নেমে এল। নিজের কাছে শটগানটা রাখল রানা, নাইন মিলিমিটার অটোমেটিকটা ধরিয়ে দিল লিলির হাতে। 'কিভাবে চালাতে হয় জানেন তো?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল লিলি।

পাহাড়ের মাথায় গোলাগুলি থেমে গেছে। চারদিকে লাশ ছড়িয়ে আছে, তারই মাঝে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টারগুলো। ড. লুকাসের হাত ধরে টান দিল মেজর ম্যালেট, ছুটতে ছুটতে লঞ্চ কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটিতে চলে এল ওরা। কেউ একজন চিৎকার করে বলল, 'ডেল্টা টানেল অ্যাসল্ট টীম ছাড়া সবাই বেরিয়ে যাও। বাকি সবাই, বিশেষ করে রেঞ্জাররা, পিছু হটো খানিকটা, কাজ করতে দাও আমাদের।'

কাছে এসে এলিভেটরের দরজাটা দেখছেন ড. লুকাস। ফ্রেমটা টাইটেনিয়ামে তৈরি, তাই কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চারপাশে দেয়াল বা মেঝের কোন অস্তিত্ব নেই। বিশ্বাস করা কঠিন যে এই এলিভেটর মাত্র কিছুক্ষণ আগেও একটা বিল্ডিঙের ভেতর ছিল। তবে টাইটেনিয়ামে বসানো কমপিউটর টার্মিনালটাকে অক্ষতই মনে হলো, ব্যাঙ্কের মানি মেশিনের মত দেখতে। মেজর বলল, 'দেখতে হবে কারেন্ট আছে কিনা।'

'কারেন্ট থাকবে,' বললেন ড. লুকাস। 'চূড়ায় একটা সোলার সেল আছে, সূর্য উঠলেই ব্যাটারি রিচার্জ হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো শীল্ডটাকে নিয়ে।' সেটার ওপর ঝুঁকলেন তিনি। নিরেট একটা প্লেক্সি গ্লাস শীট কীবোর্ড আর স্ক্রীনটাকে ঢেকে রেখেছে। টার্মিনালের নিচে প্লাস্টিকের লাল একটা বোতাম, আঙুল রেখে চাপ দিতেই কীবোর্ড থেকে গুটিয়ে উঠে গেল প্লেক্সিগ্লাস শীল্ড। খালি স্ক্রীনে দুটো মাত্র শব্দ ফুটে রয়েছে—এন্টার প্রম্‌ট্। ড. লুকাস দ্রুত টাইপ করলেন—অ্যাকসেস। তারপর এন্টার বোতামে চাপ দিলেন। মেশিন সাড়া দিল—এন্টার পারমিসিভ অ্যাকশন লিঙ্ক কোড।

হুকুমটার নিচে এগারোটা হাইফেন মিটমিট করছে। প্রম্‌ট্ সরে গেছে স্ক্রীনের বাম প্রান্তে।

এখন বারোটা সংখ্যা টাইপ করতে হবে; কমও নয়, বেশিও নয়। প্রতি হাইফেনের মাঝখানে সংখ্যাটা যা খুশি তাই হতে পারে, কোন সীমারেখা নেই। কাজেই কোডটা বারো সংখ্যায় সীমিত থাকতে পারে,

আবার বারো মিলিয়নও হতে পারে। সংখ্যা টাইপ করার পর এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে। কোড সঠিক না হলে মেশিন চিৎকার করে বলবে, স্ট্রাইক ওয়ান। দ্বিতীয়বার ভুল হলে বলবে, স্ট্রাইক টু। তৃতীয়বারও যদি ভুল হয়, মেশিন ধরে নেবে লোকটা কোড জানে না, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে, চিৎকার করে বলবে, অ্যাকসেস ডিনায়েড। সেই সঙ্গে নতুন বারোটা সংখ্যার সাহায্যে নতুন কোড তৈরি করবে, সেটা ভাঙতে অন্য একটা কমপিউটরের সময় লাগবে একশো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা।

'পারবেন আপনি?' জানতে চাইল মেজর ম্যালেট। 'বলেন তো একা থাকুন, আমরা সরে যাই।'

'না,' ড. লুকাস বললেন। কীগুলোর দিকে ঝুঁকলেন তিনি। বুদ্ধিটা মাথায় আসছে না কেন? মনে হলো কথা বলতে পারলে মাথা খুলে যাবে। 'চালাকিটা হলো, পাপাভিচ মনে করে সে আসলে আমি। আমাকে হারাবার জন্যে আমি হতে চেয়েছে সে, এটাই তার খেলা। বিরাশি সালের নভেম্বর মাসে তার নামের শেষ অংশটুকু বাদ দিয়েছে সেজন্যেই, কারণ ওই মাসেই ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে আমার প্রবন্ধটা বেরোয়, তাতে বলা হয় একটা ওয়েল-বেসড্ এমএক্স আমাদেরকে কিভাবে রাশিয়ার চেয়ে বেশি শক্তি এনে দেবে। তখনই সে শুরু করে—আমার জীবন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়, আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রসেসিং করে, আমাকে ধ্বংস করার জন্যে আমি হবার চেষ্টা করে। আমি তার জন্যে একটা নেশা হয়ে দাঁড়াই, সে আমার কোড খুঁজতে থাকে। একটা হাস্যকর কাণ্ড করে বসে পাপাভিচ, তার নামের শেষ অংশ ছেঁটে ফেলে। কেন? কারণ সংখ্যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই সংখ্যা তার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। শেষ অংশ বাদ দেয়ার পর তার নাম বারোটা হরফে লেখা সম্ভব হলো। ঠিক আমার মত। ভ্লাদিমির পাপা হল প্যাট্রিক লুকাস। দুটো নামেই ইংরেজির বারোটা করে হরফ লাগে।'

উপস্থিত সবার দিকে তাকালেন তিনি। তাদেরকে বোকা বোকা লাগছে।

'কাকতালীয় ভাবে, বারোটা হরফ হলো ক্যাটাগরী এফপিএএল-এর

কোড লেংথ। এখন যদি আমার নামের প্রতিটি হরফকে সহজ গাণিতিক সংখ্যায় রূপান্তর করেন, এ-কে এক ধরে আর জেডকে ছাব্বিশ, তাহলে একটা টুয়েলভ-ইউনিট এন্ট্রি কোড পেয়ে যাবেন, যেটা আমার প্রতিনিধিত্ব করবে।' নার্ভাস হাসি ফুটল ড. লুকাসের মুখে, আঙুল দিয়ে সংখ্যাগুলো টাইপ করলেন।

তারপর চাপ দিলেন এন্টার-এ।

টাইটেনিয়ামের তলায় গর্তটা এখন এত বড় হয়েছে যে অনায়াসে একটা হাত ঢুকে যাবে। হারমানকে টেনে তুলে ফেলা হলো, তার জায়গায় নেমে গেলেন জেনারেল। গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে চাবিটা খুঁজছেন তিনি। 'ভালকিন, ভালকিন, রোগা-পাতলা কাউকে ডাকো,' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'আমার হাত খুব বেশি ভেতরে ঢুকছে না।'

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। চমকে উঠল সবাই। আতঙ্কে চারদিকে তাকাচ্ছে হারমান। হঠাৎ করে মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল। 'ওয়ার্নিং,' বলল সে। 'অ্যাকসেস পাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।'

জেনারেল হেসে উঠলেন। 'আমার বন্ধু প্যাট্রিক লুকাস ওপরে চলে এসেছে। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে সে। না, বন্ধু, না—যত চেষ্টাই করো, ভেতরে তুমি ঢুকতে পারবে না!'

'স্ট্রাইক ওয়ান,' বলল কমপিউটর।

'কাজ হয়নি,' বলল ম্যালেট।

'না, হয়নি,' বিড়বিড় করলেন ড. লুকাস। 'ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করি। পাপাভিচ হয়তো আত্মপ্রেমিক, নিজের পরিচয় বিসর্জন দিতে পারেনি। বারোটা সংখ্যাই সে ব্যবহার করেছে, তবে সেগুলো তার নিজের নামের প্রতিনিধিত্ব করে। অঙ্ক কষে নম্বরগুলো বের করলেন তিনি, তারপর টাইপ করলেন। সবশেষে চাপ দিলেন এন্টার-এ।

মেয়েটার নাম ম্যাডোনা। সে কমপিউটরের একটা কণ্ঠস্বর। ভয় আর আবেগ ছাড়া সবই তার জানা। 'ওয়ার্নিং, বলল সে। 'অ্যাকসেস পাবার জন্য দ্বিতীয় বার চেষ্টা করা হয়েছে।'

'আমার বন্ধু হাল ছাড়ার পাত্র নয়,' প্রশংসাসূচক মাথা নেড়ে বলল জেনারেল পাপাভিচ। 'বড় চালাক সে। জিনিয়াস।'

কমপিউটর বলল, 'স্ট্রাইক টু। সাবধান, আর মাত্র একবার তুমি চেষ্টা করতে পারবে, তারপর তোমার আর কোন সুযোগ থাকবে না।'

'এবারও তো কাজ হলো না,' ফিসফিস করল ম্যালেট।

ড. লুকাস বসে পড়লেন। কথা বলছেন না। তাঁকে ঘিরে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে অফিসাররা।

'সাইলো থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মিসাইলটাকে আঘাত করতে পারি আমরা,' বলল ম্যালেট। 'আমাদের···'

'মেজর,' বললেন ড. লুকাস, 'ওটা টাইটেনিয়াম। কোন বুলেট বা এক্সপ্লোসিভ ওটাকে নামাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, সি-ফোর নিয়ে এসো! দরজাটা আমরা উড়িয়ে দিই।'

'না, ভুলে যান।' মাথা নাড়লেন ড. লুকাস। কীগুলোর দিকে তাকালেন। ভাবছেন। ক্লাসে তিনি প্রতিবার প্রথম হয়েছেন। কর্মজীবনেও সবার চেয়ে ভাল করেছেন। সব সময়, সর্বক্ষেত্রে। 'পাপাভিচ আসলেই প্যাট্রিক লুকাস হতে চেয়েছে,' বলে হেসে উঠলেন তিনি। 'কয়েক ঘণ্টা আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমার স্ত্রী আমাকে তাঁর একটা গোপন কথা বলেছেন। বলেছেন, মাত্র দু'হপ্তা আগে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে খানিকটা শ্যাম্পেন খেতে দেয়, সেটা খাবার পর ঘণ্টা দুয়েক তিনি অচেতন ছিলেন।' তিক্ত হাসি লেগে রয়েছে ড. লুকাসের ঠোঁটে, অত্যন্ত গোপনীয় একটা তথ্য সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন। 'পাপাভিচ একটা বাস্টার্ড, প্যাট্রিক লুকাস হবার প্রবল বাসনা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল, সে আমার স্ত্রীকে রেপ করেছে—ঘুমের ওষুধ খাওয়াবার পর। দু'হপ্তা আগে, ভার্জিনিয়ায়। শার্লটের মাধ্যমে প্যাট্রিক লুকাস হতে চেয়েছে সে। কাজেই নতুন করে চেষ্টা করা যাক, দেখি এবার কাজ হয় কিনা। দুটো নামকে সংখ্যায় পরিণত করার পর দুই যোগফলের মাঝখানে যে পার্থক্য দেখা দেবে সেটা কত?' দ্রুত হিসাব করলেন তিনি। 'প্যাট্রিক লুকাসের যোগফল একশো চৌত্রিশ। আর ভ্লাদিমির পাপার যোগফল একশো বাইশ। পার্থক্য বারো। এক থেকে বারো, বারোটা ইউনিট।

আর কোন জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এক থেকে বারো পর্যন্ত টাইপ করে দেখতে পারি আমরা, তাই না?'

ঝুঁকলেন ড. লুকাস, টাইপ করলেন সংখ্যাগুলো।

'পানির মত সহজ,' বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর চাপ দিলেন এন্টার-এ।

ম্যাডোনার মিষ্টি গলা শোনা গেল, 'ওয়ার্নিং, অ্যাকসেস হ্যাজ বিন অ্যাচিভড্।'

মেজর ভালকিন ও জেনারেল পাপাভিচ পরস্পরের দিকে তাকালেন। দু'জনকেই মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত দেখাল। চিৎকার করছে এক লোক, ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল। 'এলিভেটর শ্যাফট খুলে ফেলেছে ওরা! এলিভেটর শ্যাফট...'

পিস্তল বের করে হারমানের মাথায় চেপে ধরলেন জেনারেল। 'জলদি! জলদি! গর্তটা আরও একটু বড় করো!'

রাত বারোটা বাজতে তখন আর মাত্র দশ মিনিট বাকি।

পাঁচ পাউন্ড সি-ফোর, ভেতরে এইট সেকেন্ড ডিলে ডিটোনেটর আটকানো, তা থেকে ঝুলছে পুল-রিঙ, সেটা ধরে টান দিল লেফটেন্যান্ট গুচম্যান। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'ফায়ার ইন দি হোল!' তারপর ছুঁড়ে শ্যাফটের ভেতর ফেলে দিল হাতের বিস্ফোরক।

উঁকি দিয়ে শ্যাফটের একশো ফুট নিচে তাকাল গুচম্যান। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। দ্রুত পিছিয়ে এল সে, দাঁড়াল ডেল্টা টানেল অ্যাসল্ট টীমের পাশে। সবাই তারা রশি নিয়ে অপেক্ষা করছে, নির্দেশ পেলেই শ্যাফটের নিচে নেমে যাবে। প্রত্যেকের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনে আর ছোরা আছে। রশির একটা প্রান্ত শ্যাফটের কিনারায় বসা আঙটার সঙ্গে বাঁধা।

পাঁচ পাউন্ড সি-ফোর একটা মাঝারি বিল্ডিং উড়িয়ে দিতে পারে, তবে বিস্ফোরণটা পাতালে ঘটায় ওপরের কারও কোন ক্ষতি হলো না। পায়ের তলায় মাটি কেঁপে উঠল। নিচে থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের মতই, তবে ভোঁতা একটা আওয়াজ। গরম বাতাস আর ধোঁয়া বেরুল

শ্যাফটের মুখ থেকে। ছুটে এসে শ্যাফটের নিচে রশি ফেলে দিল গুচম্যান, সেই রশি ধরে নিজেও লাফ দিল। তার টীমের বাকি সদস্যরাও অনুসরণ করল তাকে।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় করিডরের দেয়ালে বাড়ি খেলো মেজর ভালকিন। তরুণ সৈনিকরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে।

লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারের মুখ থেকে জেনারেল চিৎকার করে বলছেন, 'আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড! আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড ঠেকিয়ে রাখো ওদের!'

নিজেকে সামলে নিয়ে উজি হাতে ছুটল ভালকিন, সৈনিকদের বাধা কানে না তুলেই। এলিভেটর শ্যাফটের কাছে পৌঁছে গেল সে, এই মাত্র ওটা থেকে আমেরিকান সৈন্যদের প্রথম দলটা নিচে নেমে এসেছে। রশি বেয়ে ধোঁয়ার ভেতর নামল ওরা, ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভালকিনের গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। সবার আগে মারা গেল গুচম্যান।

শ্যাফটের নিচে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পেরে মেজর ম্যালেট ওপর থেকে নির্দেশ দিল, 'গ্রেনেড ফেলো! গ্রেনেড ফেলো! তারপর দ্বিতীয় গ্রুপ নিচে নামো। গুলি করতে করতে নামবে।'

দ্বিতীয় দফার বিস্ফোরণ থামতেই টাইটেনিয়ামের গর্ত থেকে চিৎকার শুরু করলেন জেনারেল পাপাভিচ, 'ভালকিন! ভালকিন। আমি ওটা পেয়েছি!'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর রানা দেখল ওরা একটা পরিত্যক্ত প্যাসেজ বা করিডরে রয়েছে, শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে আরেকটা দরজা। শটগানের সেফটি অফ করল ও, অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে সাবধানে এগোল, লিলি ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে। কয়েক ফুট এগোবার পর দূর থেকে ভেসে এল ভোঁতা একটা আওয়াজ। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। কান পেতে শোনার পর চিনতে পারল, কোথাও সাইরেন বাজছে।

তখনও দরজার কাছে পৌঁছায়নি ওরা, সি-ফোর বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল রানা, আরেকটু হলে নিজের অজান্তেই শটগান থেকে গুলি

বেরিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় দফার গ্রেনেড বিস্ফোরণ শুরু হবার পর সহজে থামল না। লিলি নিচু গলায় কি যেন বলছে, খেয়াল হতে তাকাল রানা। ওকে কিছু বলছে না, প্রার্থনা করছে সে।

সবুট লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল রানা। রুশ আর্মির নীল ইউনিফর্ম পরা এক তরুণকে দেখল, একটা আরপিজি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে সেকেন্ড স্ট্রংপয়েন্টের শক্তি বাড়ানোর জন্যে। শটগান থেকে গুলি ছুটল, পড়ে গেল তরুণ। আধ সেকেন্ড লাগল স্লাইড টানতে, করিডর ধরে মাথা নিচু করে ছুটছে রানা, আরেক লোক ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাতে তাকেও গুলি করল। করিডরের বাঁকটা মরণফাঁদ, লোকজন ছুটোছুটি করছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লিলি, নাইন মিলিমিটার থেকে গুলি করছে। দু'জন মিলে আরও পাঁচজনকে মেরে ফেলল ওরা। করিডর ফাঁকা হয়ে গেল আপাতত। তবে যারা আহত হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দু'জন নিজেদের অস্ত্রে অ্যামুনিশন ভরছে। কোন অপরাধবোধ নেই, দু'জনকেই গুলি করল রানা; আর তারপরই শুনতে পেল লিলির চিৎকার, সেই সঙ্গে ধাক্কা খেলো বুকে।

সরাসরি বুকে গুলি খেয়েছে রানা। ছিটকে পড়ে গেছে করিডরে। তারপর খেয়াল করল, বুক থেকে খসে পড়েছে চ্যাপ্টা বুলেটটা। বুঝতে অসুবিধে হলো না, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট থাকায় মারা যায়নি ও। হামাগুড়ি দিয়ে লিলির দিকে এগোল ও। তার চারপাশে সাতটা লাশ দেখতে পেল। সাতজনকে মেরে নিজে শুয়ে পড়েছে সে। কাছে এসে তার পালস পরীক্ষা করল রানা। চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ, পালস নেই। লিলির জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করল ও।

একজন রুশ সৈনিক ক্রল করে সরে যাচ্ছে, দেখতে পেয়ে শটগানের মাজলটা তার মাথার পিছনে ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল রানা।

কিভাবে যেন ফায়ার সিস্টেম চালু হয়ে গেছে, ফলে শাওয়ার থেকে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্ট্রাল থেকে জেনারেল পাপাভিচ দেখলেন বৃষ্টির মধ্যে ছুটছে মেজর ভালকিন। তার বেশিরভাগ চুল পুড়ে গেছে, ভুরুর অস্তিত্ব নেই, উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে আছে মুখ, ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।

'পেয়ে গেছি! ভালকিন, পেয়ে গেছি!' চেঁচাচ্ছেন জেনারেল। 'এদিকে এসো, ভালকিন, আমরা জিতে গেছি!' তাঁর হাতে দুটো লাল টাইটেনিয়াম চাবি রয়েছে, প্রতিটির ওজন প্রায় এক আউন্স, প্রতিটি দুই ইঞ্চি লম্বা। 'নাও, ধরো একটা।' ভালকিনের হাতে একটা চাবি গুঁজে দিলেন তিনি। মেজরের চোখে কেমন যেন বিহ্বল বা বিষণ্ন দৃষ্টি ফুটে আছে, খেয়াল করলেও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না, ছুটলেন দ্বিতীয় স্টেশনের দিকে।

স্টেশন দুটো। প্রতিটি স্টেশনে টেলিফোন, দেয়াল ভর্তি বোতাম, একটা কমপিউটর ইত্যাদি আছে। এগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব শুধু কী হোলটার। 'লঞ্চ এন্যাবল' লেখাটার নিচে সেটা।

'তোমার চাবি ভেতরে ঢোকাও, ভালকিন,' নিজেরটা ভেতরে ঢুকিয়ে নির্দেশ দিলেন জেনারেল।

ভালকিন তার চাবি ভেতরে ঢোকাল।

সঙ্গে সঙ্গে কমান্ড কনসোলে লাল একটা আলো জ্বলে উঠল। প্রিরেকর্ডেড কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'উই হ্যাভ লঞ্চ কন্ডিশন রেড, প্লীজ অথেনটিকেট, উই হ্যাভ লঞ্চ কন্ডিশন রেড, প্লীজ অথেনটিকেট।'

'কমপিউটর, ভালকিন। আমি যা করি তুমিও তাই করো। নম্বরগুলো আছে ওখানে।'

ভালকিনের সামনে বারোটা সংখ্যার একটা সেট রয়েছে। ওগুলোই আজকের জন্যে প্রিসেট পারমিসিভ অ্যাকশন লিঙ্ক, আঠারো ঘণ্টা আগে সেফ উড়িয়ে দিয়ে সংগ্রহ করেছিল সে।

জেনারেলের দেখাদেখি ভালকিনও বারোটা সংখ্যা টাইপ করল।

'উই হ্যাভ অ্যান অথেনটিকেটেড কমান্ড টু লঞ্চ, জেন্টলমেন,' স্পীকার থেকে মিষ্টি নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'টার্ন ইওর কীজ, জেন্টেলমেন।'

'ভালকিন।' বলল জেনারেল, 'আমি বললেই চাবি ঘোরাবে। তিন, দুই, এক...' জেনারেল তাঁর চাবিতে মোচড় দিল।

কিন্তু চাবি ঘুরল না।

গোলাগুলির আওয়াজ বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর্তনাদ, চিৎকার, বিস্ফোরণ, সব একসঙ্গে চলছে।

'ভালকিন?'

মুখ তুলে তাকাল ভালকিন। 'কাজটা কি আমরা ঠিক করছি, কমরেড পাপাভিচ?'

'এখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই, ভালকিন,' বললেন জেনারেল। 'ওয়াশিংটনে বোমাটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। এখন যদি আমরা ফায়ার না করি, আমেরিকানদের সবগুলো পীসকীপার রাশিয়াকে আঘাত করবে, রুশ জাতি বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই আর থাকবে না। যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি, সেটা যত কঠিনই হোক, আমাদেরকে পালন করতে হবে। শুরু করছি আবার, ভালকিন। তিন, দুই...'

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন পাপাভিচ, গোটা দুনিয়ায় আগুন ধরে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা শহর গ্রাম বন্দর মাঠ খেত, মিল-কারখানা—সব গ্রাস করে ফেলছে। কল্পনার চোখে মায়ের কোলে শিশুসন্তান দেখতে পাচ্ছেন, জ্যান্ত পুড়ে মরছে। তারপর তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর একটা হাত শিখায় পরিণত হয়েছে। ব্যথাটাও অনুভব করলেন। চোখ পড়ল আমেরিকান ওয়েল্ডার আর তার প্লাজমা আর্ক টর্চের ওপর। কে যেন তাকে গুলি করেছে। মেঝেতে, রক্তের মধ্যে শুয়ে টর্চটা ধরে রেখেছে তার দিকে। তারপর দ্বিতীয় হাতটায় আগুন ধরে গেল, ওটা তুলে নাড়তে যাচ্ছিলেন তিনি।

জেনারেলকে জ্যান্ত পুড়ে মরতে দেখছে মেজর ভালকিন। অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করল সে, কিন্তু তারপরই সচেতন হয়ে উঠল নতুন একটা দায়িত্ব সম্পর্কে। জেনারেল প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছেন, তবে সেটা তাকে অস্থির করে তুলল না। আমেরিকান হারমানের টর্চ উঁচু হতে দেখল সে, জেনারেলের মুখ মোমের মত গলে গেল। গুলি করল ভালকিন। স্থির হয়ে গেল হারমান, হাত থেকে খসে পড়ল টর্চ, নিভে গেছে।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ভালকিন। মিসাইল ছোঁড়ার মেশিনারি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। একই সঙ্গে দুটো চাবি ঘোরানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। আরেকজন লোক দরকার তার। ঘুরল সে, কাউকে ডাকবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের মৃত্যু চাক্ষুষ করল। মৃত্যুদূত এল দীর্ঘকায় শ্যামলা চেহারা নিয়ে, মাথায় একটা লাল ব্যান্ডানা জড়ানো, চোখে

উন্মাদ দৃষ্টি, হাতে শটগান। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি তাগাদা দিল তাকে, হাতের উজিটা তুলছে ভালকিন। কিন্তু শ্যামল চেহারার মৃত্যুদূতই প্রথমে গুলি করল।

কামরাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, ইলেকট্রনিক গিয়ার, টেলিফোন, স্ক্রীন আর লাশে ঠাসা। মসবার্গে আরেকটা শেল ঢুকিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, দরজাটা বন্ধ করে দিল বিশাল বৃত্তাকার মেকানিজম ঘুরিয়ে। উজি হাতে এক লোককে মেরেছে ও, সে ছাড়াও কামরার ভেতর আরেকটা লোক রয়েছে, পুড়ে মারা গেছে এই মাত্র। মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে বমি পেল ওর। কাছে গিয়ে দেখল, এমন পোড়াই পুড়েছে, হাড় পর্যন্ত ছাই হয়ে গেছে। তবে বেঁচে আছে মাত্র একজন, সে পায়ে গুলি খেয়েছে, বুক থেকেও রক্ত ঝরছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল লোকটা। 'আমার মেয়েরা?' জানতে চাইল হারমান।

হারমানের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে হাসল রানা, অভয় দিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা নেই, ওরা ভাল আছে, আপনিও বাঁচবেন।'

'ওরা আমাকে কাজটা করতে বাধ্য করেছে। সত্যি বলছি, আমার কোন দোষ নেই। তবে জেনারেল শালাকে আমি থামিয়েছি। টর্চ দিয়ে।'

'আপনি শান্তভাবে শুয়ে থাকুন। প্রথম সুযোগেই আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজল হারমান।

সিধে হলো রানা। চিন্তা করছে। দরজা লক করে দিয়েছে ও। টানেলের খানিক সামনে তুমুল যুদ্ধ চলছে। চারদিকে চোখ বুলাল ও। প্রথম চাবিটা চোখে পড়ল, ইগনিশন সুইচে ঢোকানো। কামরার আরেক দিকে একই রকম আরেকটা চাবি দ্বিতীয় ইগনিশন সুইচে। রানার ভুরু কুঁচকে উঠল। রাত প্রায় বারোটা। বোধহয় অনেক দেরি করে ফেলেছে।

যেন সায় দিয়েই মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল। মুখ তুলে তাকাতে দেয়ালে আটকানো স্পিকারটা দেখতে পেল রানা। কথাগুলো মন দিয়ে শুনল ও। 'অটোমেটিক লঞ্চ সিকোয়েন্স ইনিসিয়েশন কমেন্সিং। অটোমেটিক লঞ্চ সিকোয়েন্স ইনিসিয়েশন কমেন্সিং। জেন্টেলমেন, ইউ

হ্যাভ ফাইভ মিনিটস টু লোকেট অ্যাবর্ট প্রসিজারস ইফ নেসেসারি। উই আর ইন টার্মিনাল কাউন্ট ডাউন।'

রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘোষণাটা কমপিউটর থেকে আসছে। কমপিউটর মিসাইলটা ছুঁড়তে যাচ্ছে। দেয়ালঘড়ির দিকে চোখ তুলল ও। ২৩৫৭:৫৬। ২৩৫৭:৫৭। ২৩৫৭:৫৮...

বারো

গেট দিয়ে সোভিয়েত দূতাবাসে ঢুকল মিখাইল বুচভ। গেটে আমেরিকান পুলিস অফিসাররা ছিল, আইডি দেখে মাথা ঝাঁকিয়েছে। দ্বিতীয় গেটে কেজিবি অফিসাররা পাহারা দিচ্ছে, তারা আইডি না দেখেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল। স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল বুচভ, দাবিরদিন তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়নি। এরপর সরাসরি ফ্রন্ট ডেস্কে চলে এল সে, জানতে চাইল দাবিরদিনকে কোথায় পাওয়া যাবে। উত্তর এল, দাবিরদিন ওয়াইনে সেলে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় সাহস সঞ্চয়ের জন্যে পকেট থেকে শিশি বের করে এক ঢোক ভদকা খেল বুচভ। জায়গাটা এত অন্ধকার কেন? কে যেন সব আলো নিভিয়ে রেখেছে। নিচতলায় পৌঁছে থামল সে। হলের চারদিকে চোখ বুলাল। পঞ্চাশ ফুট দূরে একমাত্র শুধু কোডিং সেলে আলো জ্বলছে। সাবধানে অন্ধকার করিডরে বেরিয়ে এল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। ডিভাইসটার কথা ভাবছে বুচভ। ওয়াইন সেলে আছে ওটা, ভল্ট ডোর-এর পিছনে গোলকধাঁধার মত চেম্বারগুলোর একটায়। দূতাবাসের সমস্ত মূল্যবান ও গোপনীয় সম্পদ ওই চেম্বারগুলোতেই রাখা হয়। যদি কোন ডিভাইস থাকে, আর সেটা যদি দাবিরদিনকে ফাটাতে হয়, তাহলে ওখানেই তাকে পাওয়া যাবে। সোফিয়ার কথা ভাবল। ওয়াইন সেলে ডিউটি আছে তার।

দাবিরদিন ডিভাইসটার কাছে যাবার আগে অবশ্যই সোফিয়াকে খুন করবে।

করিডর ধরে হাঁটার সময় সোফিয়ার নাম ধরে ডাকল বুচভ। তারপর দেখল খাঁচা আকৃতির দরজাটা খোলা রয়েছে, ভেতরে পড়ে রয়েছে সোফিয়া, উরু দুটো উন্মুক্ত, পরনের কাপড় স্তূপ হয়ে আছে নিতম্বে। ছায়ার ভেতর মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

বসে পড়তে ইচ্ছে হলো বুচভের, ইচ্ছে হলো গলা ছেড়ে কাঁদে। তারপর দেখতে পেল, সোফিয়ার সামনে ভল্টের দরজাও খোলা। ভেতরটা অন্ধকার হলেও নির্জন করিডরটা চোখে পড়ল। এগিয়ে এসে সোফিয়ার ডেস্কে থামল সে, টান দিয়ে তৃতীয় দেরাজটা খুলল। এখানে একটা অটোমেটিক থাকার কথা, কিন্তু নেই। খোলা স্ট্রং রূমের দিকে তাকাল। তারপর হাতঘড়ি দেখল। মাঝরাত হতে আর বেশি বাকি নেই।

শিশি থেকে আরও এক ঢোক ভদকা খেয়ে অন্ধকার করিডরে পা রাখল বুচভ। ভেতরে কোথাও দাবিরদিন না থেকেই পারে না, সে-ই সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েছে। জুতো খুলে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে সে। সামনে একটা খোলা দরজা। ভেতরে উঁকি দিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ফাইলিং কেবিনেট আর তিনটে কোডিং মেশিন ছাড়া আর কিছু নেইও। দ্বিতীয় কামরাও খালি। ভেতরে কয়েকটা ট্রাঙ্ক দেখা গেল, কয়েক জোড়া ইউনিফর্ম ঝুলছে।

এক এক করে আরও কয়েকটা কামরায় উঁকি দিল বুচভ। কোনটায় কমিউনিকেশন ও কোডিং ইকুইপমেন্টে ঠাসা, কোনটায় গাদা করে রাখা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, সেগুলোর মধ্যে আরপিজি-ও আছে, সার্কুলার একটা স্ট্যান্ডের সঙ্গে চেইন দিয়ে বাঁধা। আরেকটা কামরায় শুধু ফার্নিচার দেখা গেল।

শেষ ঘরটায় দাবিরদিনকে পেল বুচভ। আর পেল বোমাটা।

বোমার ড্রইং আগেই দেখা আছে, সেজন্যেই চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। আমেরিকার বিখ্যাত সুটকেস-বোমা ডব্লিউফিফটিফোর-এর উন্নত সংস্করণ বলা চলে। রেঞ্জ এক কিলোটন, এখানে বিস্ফোরিত হলে অনায়াসে সরকারী সমস্ত কাঠামো নিঃশেষে ধ্বংস করে দেবে—নদীর

ওপারে পেন্টাগনও রেহাই পাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সিআইএ-র কয়েকটা শাখা প্রতিষ্ঠান, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মেরিল্যান্ডে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির যোগাযোগ ব্যবস্থা। সবুজ ধাতব সুটকেসের মত দেখতে জিনিসটা, টেবিলে পড়ে আছে। সুটকেসটা খোলা, ঢাকনিটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। ফায়ারিং মেকানিজম জটিল মনে হলো না। ডিজিটাল টাইমিং ডিভাইস। সংখ্যাগুলো রক্তলাল, দ্রুত ফ্ল্যাশ করছে। ২৩৫৬:৩০। ২৩৫৬:৩১। ২৩৫৬: ৩২...

অর্থাৎ ডিভাইসটা চালু করা হয়েছে। ওটার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে দাবিরদিন, ডিটোনেশনের জন্যে অপেক্ষা করছে শান্তভাবে। সাবধানে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে বুচভ। দাবিরদিন নড়ছে না। ২৩৫৭: ৪৫। ২৩৫৭:৪৬। ২৩৫৭:৪৭...

পিছন থেকে দাবিরদিনের গলাটা চেপে ধরল বুচভ। আশ্চর্য, দাবিরদিন অটল বসে আছে, কোন বাধা দিচ্ছে না। তার গলা এত ঠাণ্ডা কেন? তাকে ছেড়ে দিল বুচভ, চেয়ার থেকে পড়ে গেল সে। এতক্ষণে বুচভ দেখতে পেল দাবিরদিনের বুকে একটা ছোরা গাঁথা রয়েছে।

'ডিভাইসটা সামনে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল দাবিরদিন।' বুচভের পিছনে, দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়া। 'শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে যায় সে, ডিভাইসটা চালু করেনি। কাজেই তাকে আমি মেরে ফেলি।'

ঘুরে দাঁড়াল বুচভ। 'সোফিয়া, আমি...'

হাতের পিস্তলটা তার দিকে তুলল সোফিয়া। 'তারপর শুনলাম তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ। আতঙ্কে কাঁপছিল তোমার গলা। কাজেই আমি অভিনয় করলাম। তুমি আমাকে লাশ মনে করে এদিকে চলে এলে। বুচভ, আমরা শুধু পরস্পরের নিঃসঙ্গতা দূর করেছিলাম, কেউ কাউকে ভালবাসিনি। তবে দেশকে আমি সত্যি ভালবাসি। আর ভালবাসি জেনারেলকে। দেশকে যতটা ভালবাসি, ততটাই ভালবাসি ওই মহৎপ্রাণ মানুষটিকে। তিনি মহান, বুচভ। গোটা রাশিয়ার ত্রাণকর্তা। সরে দাঁড়াও, বুচভ। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে...'

'সোফিয়া, শোনো...'

'দুঃখিত, বুচভ।' সোফিয়ার চোখে শুধু করুণা।

ঘাড় ফিরিয়ে ডিভাইসটার দিকে তাকাল বুচভ। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। যা করার এখুনি করতে হবে। ২৩৫৮:২১। ২৩৫৮:২২। ২৩৫৮:২৩...

ঘরের মেঝেতে বসে পড়ল বুচভ। 'সোফিয়া,' ফোঁপাচ্ছে সে, 'প্লীজ! আমাকে তুমি মেরো না। আমি বাঁচতে চাই! সোফিয়া...'

হেসে উঠল সোফিয়া। 'মনে হচ্ছে বললে তুমি আমার পা-ও চাটবে।'

মেঝেতে ঘষা খেয়ে এগোচ্ছে বুচভ, এখনও ফোঁপাচ্ছে। তারপর হঠাৎ মেঝে থেকে লাফ দিল সোফিয়াকে লক্ষ্য করে।

রশি বেয়ে এলিভেটর শ্যাফটের নিচে নেমে এলেন ড. লুকাস। সি-ফোর আর গ্রেনেডের বিস্ফোরণে এলিভেটরের ছাদ উড়ে গেছে, নিচে কেবল-এর স্তূপ। বাতাসে বিস্ফোরণের গন্ধ এখনও তাজা। ছোট্ট জায়গার ভেতর ডেলটা কমান্ডোর সদস্যরা রশি মুক্ত হতে ব্যস্ত, ভাঙা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামছে, করিডর ধরে ছুটে যাচ্ছে লড়াইয়ে যোগ দেয়ার জন্যে। রশি মুক্ত হয়ে তিনিও ছাদ থেকে নামলেন। লাশগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। কয়েকজনকে চিনতে পারলেন, তাদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট গুচম্যানও আছে। মেঝেতে পানি এখন এক ইঞ্চি গভীর। জায়গাটা চিনতে পারছেন তিনি, এ তাঁরই ডিজাইন করা ইনস্টলেশন। সাইরেন বাজছে, বেশিরভাগ আলো নেভা। মিষ্টি, পরিচিত নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন। '...লঞ্চ ইজ ইমিনেন্ট। উই হ্যাভ অ্যান অথেনটিকেট লঞ্চ কমান্ড অ্যান্ড লঞ্চ ইজ ইমিনেন্ট। উই হ্যাভ অ্যান...'

দুঃসংবাদটা ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন ড. লুকাস, গোলাগুলির আওয়াজ অনুসরণ করে এগোলেন। একটা করিডরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, দেখলেন সোভিয়েত স্ট্রংপয়েন্ট থেকে ডেল্টা কমান্ডোরা এখনও পঞ্চাশ মিটার দূরে রয়েছে। স্ট্রংপয়েন্টটা বালির বস্তা, ফার্নিচার, কাঠের বাক্স ইত্যাদি দিয়ে সুরক্ষিত। ওগুলোর পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে অন্তত

এক ডজন অস্ত্র, সব ক'টা উত্তপ্ত সীসা উদগীরণ করছে। এদিক থেকে পাল্টা গুলিতে কোন লাভ হচ্ছে না। নেতৃত্বে রয়েছে একজন লেফটেন্যান্ট, তাকে ডেকে ড. লুকাস বললেন, 'ব্যারিকেডের ওদিকে যে কামরাটা রয়েছে ওখানে ঢুকতে হবে। ওটাই লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টার।'

'দুঃখিত, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়,' জবাব দিল লেফটেন্যান্ট। 'আরও ফায়ারপাওয়ারের জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা।'

'শ্যাফটে প্যাঁচ লেগে গেছে, আরও ফায়ারপাওয়ার পেতে সময় লাগবে। কিন্তু এদিকে তো সময় শেষ। কমপিউটর থেকে কি বলা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন?'

'শুনছি, কিন্তু অর্থটা জানি না।'

'কমপিউটর বলছে আর চার মিনিট পর মিসাইল ছুটবে।'

লেফটেন্যান্ট হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'শুনুন, বুঝিয়ে বলি,' শুরু করলেন ড. লুকাস। 'বারবার টেস্ট করে আমরা দেখতে পাই যে সাইলোর একশোজনের মধ্যে একশোজনই কী হোলে চাবি ঢোকায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ষাটজন সত্যিকার অর্থে চাবি ঘোরায়। কাজেই আমরা বিকল্প ব্যবস্থা রাখি। দুটো হোলেই যদি চাবি ঢোকানো হয়, তিন মিনিট পর একটা অটোমেটিক লঞ্চ কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? চাবি দুটো ঢোকাবার পর ঘোরাবার দরকার নেই, শুধু ঢোকালেই হবে, তাতেই টার্মিনাল কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাবে। তবে যদি ভুল করে বা দৈবাৎ কোন কারণে চাবি ঢোকানো হয়ে থাকে, কমান্ড কনসোল থেকে প্রচারিত কাউন্টডাউন থামাবার একটা উপায় রাখা হয়েছে। বিশেষ একটা সিকোয়েন্স আছে, সাইলোর লোকেরা সেটা শুধু রেডিওযোগে পেতে পারে কমান্ড স্টেশন থেকে—অনেকগুলো সুইচ চাপ দেয়ার নির্দেশ। সিকোয়েন্সটা আমার তৈরি, কাজেই লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারে আপনারা আমাকে পৌঁছে দিতে পারলে পাখিটাকে আমি থামাতে পারব।'

'কিন্তু স্যার, ওখানে ওটা কিলিং জোন...'

'আপনারা না সুইসাইড স্কোয়াড?' গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ড. লুকাসের। মাথার চুলে আঙুল চালাতে গিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলছেন, অথচ খেয়াল নেই। 'ফর গড'স সেক, কিছু একটা করুন! প্লীজ! প্লীজ!

প্লীজ!'

'কি আশ্চর্য! কে বলল আমরা মরতে চাইছি না?' লেফটেন্যান্টকে অসহায় দেখাল। 'যথেষ্ট ফায়ারপাওয়ার না থাকায় আমরা এখন আক্রমণ করলে শুধু মারাই যাব, স্যার; কাজের কাজ কিছুই হবে না। আপনি চান অকারণে মারা যাই আমরা?'

উন্মাদের মত আচরণ করছেন ড. লুকাস। 'এত কাছাকাছি এসে ব্যর্থ হব?' দুই হাতের তর্জনী নিজের চোখের দিকে তাক করলেন, যেন ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। 'ঠিক আছে, আমাকে একটা অটোমেটিক অস্ত্র দিন, আমি একাই...'

'মেজর ম্যালেট আসুন, তিনি নির্দেশ দিলে...'

'মেজর ম্যালেট এখানে নেই, আমি আছি। ওহ্ গড! আপনি বুঝতে পারছে না, আর মাত্র তিন মিনিটের মত সময় আছে, তারপর আর কারও কিছু করার থাকবে না। আমরা থাকব না, আমেরিকা থাকবে না...'

লেফটেন্যান্ট পিছন ফিরল, অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করছে।

ড. লুকাস অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। খানিক সামনে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি ভাবছেন, আর সম্ভবত দুই মিনিট। ভ্লাদিমির পাপা জিতে যাচ্ছে। তারপর ভাবলেন, চাবি ঘুরিয়ে কাজটা সে সেরে ফেলছে না কেন? দুটো চাবিই যখন কীহোলে ঢুকিয়েছে, দেরি করার কি মানে?

অকস্মাৎ ড. লুকাস উপলব্ধি করলেন, জেনারেল পাপাভিচ মারা গেছে। লেফটেন্যান্টকে দু'হাতে ধরলেন তিনি, নিজের দিকে ফেরালেন। 'শুনুন। লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারে আমাদের লোক আছে। থাকতে বাধ্য। কীহোলে চাবি ঢোকানো হয়েছে অথচ সেগুলো ঘোরানো হচ্ছে না, এটার একটাই অর্থ—রাশিয়ানরা শুধু ঢোকাতে পেরেছে, ঘোরাতে পারেনি, কেউ তাদেরকে বাধা দিয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে কেউ থামিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। কিন্তু চাবি দুটো আগেই ঢোকানো হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই আমাদের লোক আছে ভেতরে।'

লেফটেন্যান্ট অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'উই হ্যাভ অ্যান অথেনটিকেটেড লঞ্চ কমান্ড,' লাউড স্পীকার থেকে ম্যাডোনোর গলা ভেসে আসছে। 'উই আর কমেন্সিং টার্মিনাল

কাউন্টডাউন ফেজ। লঞ্চ ইজ থ্রী মিনিটস অ্যান্ড কাউন্টিং।'

'আপনি তাকে ডাকুন তাহলে,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'কি?'

'ডাকুন তাকে। ফোনে কথা বলুন। ওদিকে, দেয়ালে তাকান। ওটা একটা ফোন নয়?'

তাকালেন ড. লুকাস। সত্যিই তো, ফোন তো করা যায়ই। সমাধানটা এত সহজ, মনে না পড়ায় নিজেকে বোকা বলে গাল দিলেন। এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন—এল-৫৪৫৪।

আলো ঝলমল বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কাউন্টডাউনের আওয়াজ পাচ্ছে, জানে আর মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে যাবে মিসাইল অথচ কি করা উচিত জানা নেই ওর। শটগানটা শক্ত করে ধরল, স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা শেল ঢোকাল। কিছুই যখন করার নেই, কন্ট্রোল প্যানেল উড়িয়ে দেবে। সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ, কিন্তু জানে না ঠিক কোথায় করবে গুলিটা।

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন ইজ কমেন্সিং,' স্পীকার থেকে মিষ্টি আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা বেল বেজে উঠল।

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন ইজ কমেন্সিং।'

হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। তালুটা ঘামে পিচ্ছিল।

অপরপ্রান্ত থেকে ড. লুকাস চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'ওহ্ গড! কে আপনি?'

'মাসুদ রানা।'

'গড! ওহ্ গড!' ড. লুকাসের চারপাশে অফিসাররা জড়ো হয়েছে। 'ডেল্টার কমান্ডার স্বয়ং! আপনি, মি. মাসুদ রানা, স্যার.' প্রায় প্রলাপই বকছেন ড. লুকাস, '...স্যার, টানেল ধরে ওখানে পৌঁছুছেন! মি. রানা, কি অবস্থায় আছেন আপনি? পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান, প্লীজ!' এই মুহূর্তে রানাকে তাঁর ঈশ্বরের সম্মান দিতেও আপত্তি নেই।

'মিসাইল রওনা হবে,' বলল রানা। 'ভাবছি গুলি করে কন্ট্রোলটা উড়িয়ে দেব কিনা।'

'ন্‌না। না-আ-না!' আর্তনাদ করে উঠলেন ড. লুকাস। 'অস্ত্র ফেলে দিন!'

'দিলাম। তারপর?' অপেক্ষা করছে রানা।

'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ?' জানতে চাইলেন ড. লুকাস।

'হ্যাঁ। ওরা কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

'শুনুন, মি. রানা। মন দিয়ে শুনুন। আপনি ওটাকে থামাতে পারবেন।'

রানার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। এত জোরে চেপে ধরেছে, রিসিভারটা ভেঙে যেতে পারে। 'বলুন।'

'প্রপার সিকোয়েন্স পেতে হলে পাঁচটা লেবেল লাগানো চাবি টিপতে হবে আপনাকে,' বললেন ড. লুকাস। লেবেলগুলো পড়ুন, তারপর টিপে দিন। একদম সহজ। আপনি রেডি?'

'হ্যাঁ, রেডি।'

বুচভকে পরপর দু'বার গুলি করল সোফিয়া। প্রথম বুলেটটা হার্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, পিঠে মস্ত একটা গর্ত তৈরি করে। দ্বিতীয়টা লাগল আরও অনেক নিচে, দুই পাঁজরের মাঝখানে, নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিল। পরমুহূর্তে সোফিয়াকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল সে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মেঝেতে। জোড়া ক্ষত থেকে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, সেদিকে খেয়াল না দিয়ে সোফিয়ার মুখ আর মাথায় বিরতিহীন ঘুসি মারছে। যেভাবেই হোক তার হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল সে, সেটা দিয়ে বার বার ঘা মারছে। স্থির হয়ে গেল সোফিয়া, চোখের মণিও নড়ছে না। থামল বুচভ, গড়িয়ে দেয়ালে ঠেকল। ব্যথা তো অবশ্যই আছে, তবে সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ায় তেমন কিছুই অনুভব করছে না। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে, ক্রল করে টেবিলটার দিকে এগোচ্ছে। এই চেম্বারে একটা অ্যাটম বোমা ফাটতে যাচ্ছে। টাইমিং ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছে সে। নম্বরগুলো ০০০০-এর দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

জাহান্নামে যাও, ভ্লাদিমির পাপাভিচ! সোফিয়াকে আমি ভালবাসতাম, তুমি তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। জাহান্নামে যাও, পাপাভিচ!

ঘৃণা খুব কাজের জিনিস, কারণ তাতে শক্তি পাওয়া যায়। ক্রল করে এগোচ্ছে বুচভ। কিন্তু টেবিলটা এখনও অনেক দূরে।

'ভেরি গুড, ভেরি গুড। আপনি ফোন ধরে আছেন, তারমানে চেয়ারটায় বসে আছেন, তাই না?'

'আছি,' বলে বসে পড়ল রানা।

'ঠিক আছে। এবার আপনি ফোন জ্যাকের দিকে তাকান, কর্ডটা যেখানে দেয়ালে চলে গেছে।'

তাকাল রানা। 'তাকালাম।'

'এবার দুই ইঞ্চি ওপরে চোখ তুলুন। বাম দিকে ছোট একটা হাতল দেখতে পাবেন। তারপর একটা রিজ। ওই রিজে কন্ট্রোল কনসোল আপনার বিপরীত দিকে খানিকটা হেলান দিয়ে আছে, ঠিক?'

'আছে।'

'ওই হেলান দিয়ে থাকা অংশে অনেক ধরনের সুইচ রয়েছে, কেমন? দুই কলামের পাঁচটা গ্রুপ, সব মিলিয়ে এরকম দশটা কলাম। এরপর পাশাপাশি দেখতে পাবেন তিন কলামের দুটো গ্রুপ, চার কলামের দুটো গ্রুপ, এভাবে সব মিলিয়ে পাঁচটা সেট। ঠিক আছে?'

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন হ্যাজ কমেন্সড। টার্মিনাল কাউন্টডাউন হ্যাজ কমেন্সড।'

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে কলামগুলোর গ্রুপ আলাদাভাবে চিনতে চেষ্টা করছে রানা। রিসিভারে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন ড. লুকাস। 'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল রানা। 'সবগুলোই চিনতে পারছি।'

'গ্রেট! গ্রেট!' চিৎকার করছেন ড. লুকাস। 'এবার...'

ফোনের লাইন কেটে গেল।

'লাইন ডেড! ওহ্ গড! লাইন ডেড!' টকটকে লাল চোখ বিস্ফারিত, শ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছেন, দেখে মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন ড. লুকাস।

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন হ্যাজ কমেন্সড।'

একজন সার্জেন্ট শান্ত করার জন্যে জড়িয়ে ধরল ড. লুকাসকে। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, প্লীজ। ওখানে আমাদের কমান্ডার আছেন, এত অস্থির হবার

কিছু নেই।'

কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. লুকাস। 'অস্থির হবার কিছু নেই? জানেন কি ঘটছে? জানেন কি…' থরথর করে কাঁপছেন তিনি।

'ওরা ফোন জাংকচারে গুলি করেছে, স্যার—ওই দেখুন।' দেয়ালের ওপর দিকে ড. লুকাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন লেফটেন্যান্ট, রাশিয়ানদের গুলি লেগে একটা বক্স ভেঙে গেছে, কজা থেকে ঝুলছে কাঠামোটা, সুইচিং মেকানিজমের সমস্ত মেকানিকাল নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। 'আর কোন ফোন আছে কি?' জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট। 'ওটা একটা কানেক্টর, ওটার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ফোন অকেজো হয়ে গেছে। ওটার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন ফোন আছে কিনা জানতে চাইছি আমি।'

ফোন! ভাবছেন ড. লুকাস। ফোনের কথা কে মনে রাখে! সাউথ মাউন্টিন ইনস্টলেশন-এর ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তিনি, কোথায় ফোন আছে না আছে সব তাঁর মনে থাকার কথা, অথচ স্মরণ করতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে! আছে! করিডরের ওদিকটায়। ত্রিশ কি বাইশ ফুট দূরে।'

চোখে অবিশ্বাস, সবাই ওরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওদিকে রাশিয়ানরা গুলি করছে, স্যার।'

আবার মাথার চুল ছিঁড়ছেন ড. লুকাস। 'কিন্তু আমি তো শুনেছি গুলি খেয়ে মারা যাবার ট্রেনিংই পেয়েছেন আপনারা মাসুদ রানার কাছে! জলদি, জলদি, পাখিটা যে-কোন মুহূর্তে উড়ে যাবে!'

'ড. লুকাস, গুলি খেয়ে মরতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাকে ফোনে কথা বলার সুযোগ করে দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'আমার মাত্র দু'মিনিট লাগবে।'

'ঠিক আছে, যান আপনি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'আমরা যতটা পারি কাভারিং ফায়ার দেব আপনাকে।'

'ওনার সঙ্গে আমিও যাই,' বলল সার্জেন্ট। 'গুলি করতে পারবে এমন একজন ওনার সঙ্গেও থাকা দরকার।' এ লোক মরতে চাইছে না, ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে চাইছে।

'চলুন তাহলে,' তাগাদা দিলেন ড. লুকাস, জানেন জেনেশুনে তাঁর

সঙ্গে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সার্জেন্ট। করিডরের বাঁক লক্ষ্য করে ছুটলেন তিনি, দাঁড়িয়ে পড়লেন বাঁকের ঠিক মুখে। বাঁক ঘুরলেই টেলিফোন আর রাশিয়ানদের গান পজিশন। বাঁকের মুখেই, করিডরের ওপারে পজিশন নিয়েছে ডেল্টা কমান্ডোরা। গোলাগুলির আওয়াজ এখানে এত বেশি, ফোনে কথা বলা যাবে কিনা সন্দেহ।

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন হ্যাজ কমেন্সড,' ম্যাডোনা বলল।

সার্জেন্ট তাঁর পাশেই রয়েছে, দুই হাতে দুটো জার্মান মেশিন পিস্তল, লম্বা ক্লিপ সহ। তার চেহারাও আতঙ্কের মুখোশ।

'আপনি রেডি, ডক্টর?' করিডরের ওপার থেকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'রেডি,' ড. লুকাসের গলা কেঁপে গেল।

'অন মাই মার্ক,' বললেন লেফটেন্যান্ট। 'গো!'

লাফ দিয়ে বাঁক ঘুরেই ফায়ার শুরু করল ডেল্টা অপারেটররা। আওয়াজ শুনে ড. লুকাসের মনে হলো নাট-বল্টুতে অর্ধেক ভরা তেলের ড্রাম ধাতব সিঁড়ির মাথা থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। চারদিকে পানি ছিটিয়ে উন্মত্তের মত ছুটছেন তিনি। বাতাসে বারুদের তীব্র গন্ধ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশ। প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুচ্চমকের মত ঝলসে উঠছে অসংখ্য মাজল ফ্ল্যাশ। এই করিডরে যেন আর্তনাদের প্রতিযোগিতা চলছে। কে কেন চিৎকার করছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে লম্বা একটা খোপ, সেখানে পৌঁছে থামলেন ড. লুকাস। শরীরটাকে খোপের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। একটা বুলেট লাগল কাছাকাছি দেয়ালে, সিমেন্ট তুলে আরেক দিকে ছুটে গেল। মাথার চারপাশের বাতাসে শিস দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট। ড. লুকাস বিহ্বল হয়ে পড়লেন, এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বোধহয় আর কিছু হতে পারে না যে এখনও কোন বুলেট তাঁকে স্পর্শ করেনি। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মেঝের পানিতে পড়ছে। তাঁর পাশ থেকে বিরতিহীন গুলি করছে সার্জেন্ট, তার আর রাশিয়ানদের মাঝখানে একটা পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে।

খোপের ভেতর শরীরের মাত্র খানিকটা ঢোকানো সম্ভব হলো। ফোনের রিসিভারটা হাতে নিলেন তিনি। তারপর কানে ঠেকালেন। কিন্তু এটাও ডেড।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন ড. লুকাস। তারপর খেয়াল হতে

রিসিভারের দিকে তাকালেন, দেখলেন অন্য লাইনে রয়েছে সেটা। বোতাম টিপলেন দ্রুত, এবার ডায়াল টোন পেলেন কানে।

'তাড়াতাড়ি!' তাগাদা দিল সার্জেন্ট, গুলি করছে এখনও।

'টার্মিনাল কাউন্টডাউন হ্যাজ কমেন্সড।'

'চোপ, শালী!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করলেন ড. লুকাস, তারপর ডায়াল করলেন।

পিছনে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল মিখাইল বুচভ। এখন তার সমস্যা হলো টেবিল ধরে দাঁড়াতে পারবে কিনা। কানে অদ্ভুত এক শব্দ পাচ্ছে, দ্রুত ছোট হয়ে আসা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হচ্ছে সেটা। তারপর বুঝতে পারল, শব্দটা বেরিয়ে আসছে বুকের ক্ষতটা থেকে, তৈরি করছে তার ছিন্নভিন্ন ফুসফুস। মুখের ভেতর রক্তের স্বাদ পেল, ঢোক গিলে নামিয়ে দিল নিচে। কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, টেবিলটা ধরে দাঁড়াল বুচভ। ফোঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝেই অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সামনেটা। শরীরের বেশির ভাগই অবশ। আঙুলগুলো কথা শুনছে না। এক হাতের তালু রাখল মেশিনটার ওপর। টাইমিং ডিভাইসে চোখ রাখল। ২৩৫৮:৩৫। ২৩৫৮:৩৬। ২৩৫৮:৩৭...। নম্বরগুলো ফ্ল্যাশ করছে, পৃথিবীর কোন শক্তি নেই থামায়। সম্মোহিত হয়ে পড়ল বুচভ, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, দেখতে পাচ্ছে ধীরে ধীরে ২৪০০-তে পৌঁছে যাচ্ছে ওগুলো।

বুচভ ফোঁপাচ্ছে। এ-ধরনের একটা ম্যাজিকের বিরুদ্ধে একা তিনি কি করতে পারবে! মেশিনের গায়ে বোতামগুলো টেপার জন্যে আঙুল তাক করতে চাইল সে, কিন্তু সেগুলো এত বেশি কাঁপছে যে তা সম্ভব হলো না। কনসোলে এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ল। ফোঁটাটা রয়ে গেল, সংখ্যাগুলোর লাল ফ্ল্যাশ প্রতিফলিত হচ্ছে। টাইমিং ডিভাইস ছাড়া বোতাম বলতে শুধু আর্মিং বাটন, ওটার সেফটি পিন অনেক আগেই চাপ দিয়ে গর্তের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়া হয়েছে।

বোমাটাকে কিভাবে অকেজো করা যায় জানা নেই, পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফটা বের করে মেশিনটার দিকে তাক করল বুচভ। চোখ

পড়ল টাইমিং ডিভাইসে। ২৩৫৮:৫৬। ২৩৫৮:৫৭। ২৩৫৮:৫৮...

ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রানা।

'কলামগুলো আপনি চিনতে পেরেছেন, মি. রানা?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। বাম দিক থেকে তিন নম্বর কলামটা খুঁজে নিন।'

'নিলাম।'

'সামনে ঝুঁকুন। প্রতিটি লেবেলে কয়েকটা করে হরফ আছে। শুধু প্রথম হরফটা পড়বেন। পেয়েছেন?'

'কি পাব? হরফগুলো না বললে পাব কিভাবে?' রানা বিরক্ত।

'প্রথম হরফ একটা পি,' বললেন ড. লুকাস। 'পি-ই-জি-সি। মানে হলো প্র্যাকটিকাল ইলেকট্রিকাল গাইডেন্স চেক।'

'পেয়েছি।'

'চাপ দিন।'

চাপ দিল রানা।

'এবার দেখুন একটা কলামের লেবেলে প্রথম অক্ষরটা এ।'

'শুধু এ বললে হবে না,' প্রতিবাদ করল রানা। 'সবগুলো হরফ বলুন। চাপ দেয়ার আগে আমাকেও বুঝতে হবে কিসে চাপ দিচ্ছি।'

'এ-সি-এম, অ্যাডভান্সড সার্কিট্রি মেকানিক্স। চাপ দিন!'

চাপ দিল রানা। 'দিলাম।'

'এবার এল—এল জি আর এম। চাপ দিন।'

'দিলাম।'

'এবার একটা আই। আই-এন-সি-সি। ইনারশিয়াল নেভিগেশন সার্কিট্রি চেক।'

চাপ দিল রানা।

'ওহ্ গড! আমার পা ভেঙে গেছে!' এক পায়ে গুলি খেয়েছেন ড. লুকাস, সেটা ভাঁজ হয়ে গেল, হাঁটু ঠেকল পেটে; অপর পায়ে লাফাচ্ছেন। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

রিসিভার থেকে গোলাগুলি আর কাতর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে রানা। 'ড. লুকাস! ড. লুকাস!'

'এরপর একটা এম, মি. রানা! একটা এম।'

এবার রানা প্রতিবাদ করল না, লেবেলে এম দেখতে পেয়েই টিপে দিল। ম্যানুয়াল রিচার্জ ওভার রাইড। 'তারপর?'

'এবার একটা বি। এটাই শেষ, মি. রানা। বি খুঁজে বের করুন। তাহলে আমরা বেঁচে যাব…'

লেবেলের হরফগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে রানা। আতঙ্কে গোটা অস্তিত্বে কাঁপন ধরে গেছে।

'পেলেন? বি পেলেন?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলেন ড. লুকাস। 'এত দেরি করছেন কেন?'

রানার গলায় আওয়াজ নেই। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পাঁচ সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর কোন রকমে কথা বলতে পারল, 'এখানে কোন বি নেই।'

'নেই? পাগল নাকি? মি. রানা, আপনি কি সুস্থ? বের করুন! খুঁজুন! বি! একটা বি!'

লেবেলের ওপর আবার চোখ বুলাল রানা। তারপর চিৎকার করে রিসিভারে বলল, 'সত্যি নেই, ড. লুকাস। আমার নয়, আপনার ভুল হচ্ছে। এখানে কোন বি নেই।'

'ফাইনাল লঞ্চ সিকোয়েন্স কমেন্সিং,' মিষ্টি গলায়, যেন কৌতুক করছে, বলে উঠল ম্যাডোনা।

শ্যাফটের নিচে, দরজার কাছাকাছি, কুঁজো হয়ে রয়েছে মেজর ম্যালেট, ডেল্টার একজন কমান্ডোর পাঠানো ওয়্যারলেস রিপোর্টে ঘটনার বর্ণনা শুনছে। লম্বা টানেল পার হয়ে কানে এসে লাগছে গোলাগুলির বিরতিহীন আওয়াজ। 'স্যার, ড. লুকাস ফোনে কথা বলছেন কমান্ডার মাসুদ রানার সঙ্গে, কমান্ডার রানা লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টারে রয়েছেন। ড. লুকাসের পাশে সার্জেন্ট রুবার্ট আছে, ওদের চারপাশে গুলি করছে রাশিয়ানরা…ওহ্ গড! স্যার, এইমাত্র গুলি খেয়ে পড়ে গেল সার্জেন্ট!'

'যেভাবে পারো ওদেরকে রক্ষা করো,' কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল ম্যালেট।

'সাধ্যমত সব কিছু করছি আমরা, মেজর। ওহ্ গড…'

'কি হলো? লুকাস গুলি খেয়েছেন?'

'না। মেয়েটার কণ্ঠস্বর, মেজর। বলছে টার্মিনাল কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। স্যার, আমরা বোধহয় হেরে গেলাম!'

মেজর ম্যালেট কোন রকমে শ্বাস নিতে পারছে। বুকে এমন ব্যথা, মনে হলো হার্ট অ্যাটাক শুরু হয়েছে। বাম দিকে কোথাও থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। একা শুধু তাঁকে নয়, আশপাশের সবাইকে ঝাঁকি দিয়েছে।

'সাইলোর দরজা এইমাত্র বিস্ফোরিত হলো,' কেউ একজন বলল। 'পাখিটা উড়তে যাচ্ছে।'

আসলেও নিজে থেকে বিস্ফোরিত হয়ে আবর্জনার একটা শাওয়ারে পরিণত হলো সাইলোর দরজা। এর মানে হলো মিসাইল রওনা হতে আর মাত্র বিশ সেকেন্ড বাকি।

সাইলো থেকে এখন একটা আলোর শ্যাফট বেরিয়ে এসেছে, উঁচু আর খাড়া, তলোয়ারের ফলার মত, অন্ধকার আকাশের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে, রচনা করছে মিসাইলের কোর্স, যে পথে রওনা হবে ওটা।

'হায় খোদা!' কেউ একজন কেঁদে ফেলল। 'আমরা হেরে গেলাম!'

আলোটাকে ভয় পাচ্ছে সবাই। যে যেদিকে পারে ছুটছে। প্রাইমারি ইগনিশন শুরু হতে একটা গর্জন শোনা গেল। টগবগে ফুটন্ত চারটে ধোঁয়ার স্তম্ভ বেরিয়ে এল রাতের আকাশে।

'ছুটল মিসাইল। ছুটল! ছুটল! ছুটল!' আর্তনাদ করছে সবাই।

কি রকম দেখাবে কল্পনা করতে চাইছে মেজর ম্যালেট। মিসাইলের লেজে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা নিয়ে ফ্লেয়ার থাকবে। যাত্রার শুরুটা হবে প্রথম দিকে রাজকীয়, প্রায় সুশৃঙ্খল ও অলস, তারপর গতি বাড়বে, আকাশে উঠে যাবে উন্মত্ত ব্যাকুলতার ভাব নিয়ে, ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসবে উজ্জ্বলতা, এক সময় আবার কালো হয়ে যাবে আকাশ।

কে যেন হেসে ফেলল, বলল, 'আমরা পারলাম না!' ম্যালেট বুঝতে পারল ওটা আসলে হাসির নয়, কান্নার শব্দ।

'ঠিক আছে,' চিৎকার করছেন ড. লুকাস, অন্ধকার করিডরে বসে

পড়েছেন তিনি, সার্জেন্টের লাশটা টেনে নিয়ে সেটার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন। 'আমি এখন চাইছি আপনি কলামের প্রথম হরফগুলো পড়ে শোনাবেন আমাকে। মি. রানা, স্যার, দুনিয়ার নিরাপত্তা পুরোটাই এখন আপনার হাতে। আমি জানি আপনি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন। পড়ুন!'

'পি। প্র্যাকটিকাল ইলেকট্রিকাল গাইডেন্স চেক।'

ড. লুকাসের বাম হাতে কজীতে একটা বুলেট লাগল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, তারপর হিসহিস করে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আপনি কি আহত হয়েছেন?' রানা উদ্বিগ্ন।

'নিহত হলেও কিছু আসে যায় না,' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছেন ড. লুকাস। 'তারপর?'

'এ। অ্যাডভান্স সার্কিট্রি মেকানিক্স।'

'হ্যাঁ।'

'আই। না-না, এল। লঞ্চ গ্যানট্রি রিট্র্যাকশন মেকানিজম।'

ডেল্টার আরেকটা টীম ড. লুকাসের কাছে পৌঁছেচে, তাদের খরচ করা তামার শেল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে তাঁর গায়ে-মাথায়, বৃষ্টির ফোঁটার মত লাফাচ্ছে মেঝেতে।

'হ্যাঁ।'

'আই। ইনারশিয়াল নেভিগেশনাল সার্কিট্রি চেক।'

'হ্যাঁ।'

ডেল্টার একজন সদস্য মাথায় গুলি খেয়ে ড. লুকাসের পিঠে পড়ল।

'এম। এম আর ও।'

'হ্যাঁ!'

'এ...

'এ?' ড. লুকাস মনে করতে পারছেন না। এ আসে কোত্থেকে? 'এ?' একটা বুলেট এসে পাশের দেয়ালের ছাল তুলে ফেলল, তাঁর গালের দু'ইঞ্চি দূরে। ভয়ে চোখ বুজলেন তিনি।

'হ্যাঁ। এ।'

'পুরো বাক্যটা পড়ুন।'

'অ্যান্ড হিইইইয়ার'স এমআইআরভি...'

মাথায় হাত দিলেন ড. লুকাস। এর মানে কি? হরফগুলো কোত্থেকে এল?

নিজেকে বোকা বলে গাল দিচ্ছে বুচভ। সুইস আর্মি নাইফ দিয়ে একটা অ্যাটম বোমার সঙ্গে লড়ছে সে। খানিক পরপর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, তখন কিছুই মনে থাকছে না। চেতনা ফিরে এলে সংখ্যাগুলোকে মিটমিট করতে দেখছে। একবার ভাবল, বোমাটা যখন ফাটবে তখন কি সে কিছু অনুভব করবে?

ছুরির ডগাটা আর্মিং বাটনে খোঁচা মারছে। কোন লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। তবে এক সময় দেখা গেল ছুরিটা বাটনের এক পাশে কিসে যেন আটকে গেছে। ছুরির গায়ে হেলান দিল বুচভ।

পপ্ করে একটা শব্দ হলো, গর্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল বাটন, অদৃশ্য হয়ে গেল কোথাও। ঝুঁকল বুচভ, একটা তার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না, তারটা একটা গর্তের ভেতর দিয়ে আর্মারড কেসের ভেতরে চলে গেছে। গর্তটার ভেতর বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে।

সংখ্যাগুলো আগের মতই ফ্ল্যাশ করছে, দুনিয়াটাকে টেনে নিয়ে চলেছে আগুন আর শূন্যতার দিকে। গোটা ব্যাপারটা অসম্ভব আর পাগলামি বলে মনে হলো তার, চিৎকার করে বলছেও সে-কথা। তার চিৎকার এক সময় আহত পশুর আর্তনাদ হয়ে উঠল।

হঠাৎ সংখ্যাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখ মিটমিট করল সে। ফিরে এল আবার। ২৩৫৯:১৮। ২৩৫৯:১৯। ২৩৫৯:২০···

আবার চেঁচাতে শুরু করল। তারপর পিস্তলটা তুলে বাটন-এর গর্তে মাজল ঠেকাল। গুলি করল এক সেকেন্ড পর, চোখ বুজে। হাতে লাফিয়ে উঠল অস্ত্র, ছিটকে বেরিয়ে গেল। গান পাউডারের গন্ধ ঢুকল নাকে।

হেসে উঠল বুচভ। প্রথমে সে একটা অ্যাটম বোমাকে ছুরি মেরেছে, তারপর গুলি করেছে! তবে স্বীকার করতে হবে যে কেয়ামত শুরু হবার আগের মুহূর্তেও হাল ছাড়েনি। আবার সংখ্যাগুলোর দিকে

তাকাল। কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না। একটা শব্দ হচ্ছে শুধু, নাক ডাকার মত, আসছে ছিন্নভিন্ন ফুসফুস থেকে। তারপর চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটুকু কেটে গেল, সংখ্যাগুলো আবার এখন দেখতে পাচ্ছে। ব্যথা, প্রচণ্ড ব্যথা, পাগল করে দিচ্ছে তাকে। পেটের ভেতর ক্ষুধার্ত একটা কুকুরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, হাড়গোড় সব মড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলছে।

ভদকা চাই। ভদকা।

জ্যাকেটের পকেটে হাত গলিয়ে শিশিটা বের করল। ছিপি খুলতে হলে দুই হাত দরকার, কিন্তু বোমাটা থেকে হাত সরাতে সে রাজি নয়, কাজেই টেবিলের কিনারায় বাড়ি মেরে শিশির মাথাটা ভেঙে ফেলল। ভাঙা শিশি মুখে পুরে দুই তিন ঢোক ভদকা গিলল।

তরল অনল নেমে গেল গলা বেয়ে। তারপর বুচভ শিশিটা উপুড় করে ধরল বোমাটার ওপর। বাটন চ্যানেলে বড় একটা গর্ত তৈরি করেছে বুলেট, সেই গর্তের ভেতর ঢেলে দিল অবশিষ্ট সবটুকু ভদকা। খা শালা! খা!' তৃষ্ণার্ত প্রাণীর মত তরল পানীয় গিলে ফেলল বোমাটা।

২৩৫৯:৫৫। ২৩৫৯:৫৬। ২৩৫৯:৫৭। ২৩৫৯:৫৮। ২৩৫৯:৫৮। ২৩৫৯:৫৮। ২৩৫৯:৫৮। ২৩৫৯:৫৮...

সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল বুচভ; চিরকালের জন্যে স্থির হয়ে গেছে বোমাটার সময়।

তারপর নিভে গেল আলো।

মাথাটা এক পাশে কাত হয়ে গেল, মেঝেতে ঢলে পড়ল বুচভ। ওখানেই, তখনই, রক্তক্ষরণে মারা গেল সে।

ওটা নিশ্চয়ই একটা কৌতুক! কোন্ শালা যেন ঠাট্টা করেছে! অ্যান্ড হিইইইইয়ার'স এমআইআরভি! 'লেখাগুলো কিসের ওপর?' রিসিভারে চিৎকার করছেন ড. লুকাস। 'কাগজের ওপর লেখা? বা অন্য কিছুর ওপর?'

'কার্ডের ওপর লেখা,' বলল রানা। 'টেপ দিয়ে আটকানো...

'ছিঁড়ুন! ছিঁড়ে ফেলুন!' গর্জে উঠলেন ড. লুকাস!

এক সেকেন্ড পর আবার তিনি কথা বললেন, 'হরফটা কি?'

'বি,' বলল রানা। 'বাইপাস প্রাইমারি সেপারেশন মোড চেক।'

'ফাইনাল লঞ্চ কমেন্সিং,' ম্যাডোনা বলল।

'চাপ দিন ওটায়!'

সেই মুহূর্তে গোটা বিশ্ব যেন অনিশ্চয়তার ভেতর ঝুলে থাকল।

'চাপ দিন! চাপ দিন! চাপ দিন!' ড. লুকাস উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছেন।

'উই হ্যাভ অ্যান লঞ্চ অ্যাবর্ট,' বলল ম্যাডোনা। 'উই হ্যাভ অ্যান লঞ্চ অ্যাবর্ট।'

ডেল্টা কমান্ডোদের সম্মিলিত উল্লাসধ্বনি সমুদ্রের গর্জনের মত শোনাল, ভরাট করে দিল করিডর।

'আপনি সফল! আপনি পেরেছেন! কংগ্রাচুলেশন্স, মি. রানা!' পরিস্থিতির কথা ভুলে লাফ দিয়ে সিধে হলেন ড. লুকাস, নাচতে শুরু করেছেন, তারই ফাঁকে সময়টা জানার জন্যে চোখ বুলালেন হাতঘড়িতে—রাত বারোটা বাজতে আর মাত্র দশ সেকেন্ড বাকি। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড! তুমি তোমার ফেরশতাকে দিয়ে...মাসুদ রানা মানুষ না...'

ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন প্যাট্রিক লুকাস।

রাত দেড়টার সময় একজন এফবিআই অফিসার খবরটা দিতে এল। 'মিসেস শার্লট, আজ প্রায় মধ্যরাতের দিকে আমাদের ডেল্টা কমান্ডো ইউনিট সাউথ মাউন্টিন ইনস্টলেশনে রাশিয়ান সৈনিকদের হারিয়ে দিয়েছে। পীসকীপার মিসাইলটা রওনা হতে যাচ্ছিল, এই সময় ওটাকে থামানো হয়েছে।'

'তারমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে না?' ফাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'আজ রাতে নয়,' বলল অফিসার।

তার চেহারা বলে দেয়, আরও কি যেন সে বলতে চায়। কি বলতে চায়, শার্লট তা জানে। 'লুকাস বাঁচেনি, তাই না?'

'না, ম্যা'ম, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তিনি মারা গেছেন। বারোটা বাজার ঠিক পাঁচ সেকেন্ড আগে তাঁর মাথায় গুলি লাগে।'

'ও।' বড় করে একটা শ্বাস টানল শার্লট।

'তবে সবাই বলছেন, তিনি একজন বীর যোদ্ধার মত লড়াই করে মারা গেছেন। সবার মুখেই এক কথা—হিরো।'

'আপনি কি আমাকে নিতে এসেছেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'জ্বী, ম্যা'ম', বলল অফিসার। 'বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। ওটায় ওঠার আগে আপনি আপনার লইয়ারকে ফোন করতে পারেন।'

'আমি যদি পাঁচ মিনিট একা থাকতে চাই, অনুমতি পাব?' জিজ্ঞেস করল শার্লট। ওই পাঁচ মিনিট নিরিবিলিতে বসে কাঁদবে সে, কারও চোখে ধরা না পড়ে।

অফিসার মাথা ঝাঁকাল।

রাত দেড়টার সময় রাশিয়ানদের স্ট্রংপয়েন্টের পতন ঘটল। ইতিমধ্যে, বারোটা দশ মিনিটে ফোনে রানার সঙ্গে কথা বলেছে মেজর ম্যালেট, প্রেসিডেন্টের একটা অনুরোধ পৌঁছে দিয়েছে ওর কাছে—রাশিয়ানরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত মাসুদ রানা যেন লঞ্চ কন্ট্রোল সেন্টার থেকে না বের হন।

একটা বত্রিশ মিনিটে আরেকবার বেজে উঠল ফোনটা। 'স্যার,' মেজর ম্যালেট বলল, 'সোভিয়েত হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছি আমরা। আপনি এখন বেরিয়ে আসতে পারেন।'

ইতিমধ্যে যতটুকু পারা যায় ওয়েন্ডার হারমানের শুশ্রূষা করেছে রানা। বলল, 'এখানে ডাক্তার দরকার, মেজর। এক ভদ্রলোক আহত হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে এখন ডাক্তার আছেন।'

শটগানটা তুলে নিয়ে দরজার কাছে চলে এল রানা, ভারী বোল্টা খুলে বেরিয়ে এল ক্যাপসুল থেকে। শুধু ক্যাপসুল থেকে বাইরে পা ফেলল, তা নয়, যেন ইতিহাসে পা ফেলল।

বাইরে যে-ই পা ফেলেছে, ঝিক করে উঠল একটা আলো। হাত তুলে মুখটা আড়াল করার সময় পেল না রানা. ডেল্টা কমান্ডোর এক

সদস্য ওর ছবি তুলে ফেলেছে। কি মনে করে কে জানে, একটা ক্যামেরা এনেছিল সে। চারদিন পর এই ছবিটাই টাইম আর নিউজউইক-এর কাভারে ছাপা হবে, সঙ্গে থাকবে সাউথ মাউন্টিন ইনস্টলেশনে কি ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ, বলা হবে গত অর্ধ-শতাব্দীর সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনা ছিল সেটা।

ছবিতে দীর্ঘকায় ও সুদর্শন এক তরুণকে দেখা যাবে, মাথার চারদিকে লাল একটা ব্যান্ডানা জড়ানো। মুখে নোংরা দাগ, ঘামে চকচকে; গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, সাংঘাতিক সেক্সি। চেহারায় দৃঢ়তা আছে, আছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আবার একই সঙ্গে মনে হয় বিপজ্জনক চরিত্র। বিপজ্জনক, তাতে কোন সন্দেহ নেই; তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ফলাও করে যেটা প্রচার করা হবে সেটা হলো—সাহসী, অত্যন্ত সাহসী। তার চোখ হলো রণক্লান্ত সৈনিকের চোখ, অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ন, তবে সেই চোখে আরও একটা জিনিস লক্ষণীয়, তা হলো—মায়া বা মানবিকতা। শটগানটা আড়াআড়িভাবে বুকের কাছে ধরে আছে, পরনের ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ ঘামে ভেজা। কোমরটা সরু, কাঁধ দুটো চওড়া। বাহুর শিরা আর পেশী ফুলে আছে।

সাউথ মাউন্টিনে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের সবার আদর্শে পরিণত হলো সে। নিউজপেপারে লেখা হবে ঘটনার দিন কেন সে হোয়াইট হাউসে ছিল, কে তাকে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন, কিভাবে সে টানেলে ঢুকল, কি ধরনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, ভাগ্য তাকে কিভাবে সহায়তা করে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিভাবে কাজটা সারে সে।

যদিও এ-সব ভবিষ্যতে ঘটবে।

এই মুহূর্তে ডেল্টা, রেঞ্জার আর ন্যাশনাল গার্ডের সৈনিকরা রানাকে ঘিরে ধরেছে। ওদের সঙ্গে রয়েছে মেজর ম্যালেট, করমর্দন করছে ওর সঙ্গে। কেউ বঞ্চিত থাকতে চায় না, সবাই হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে। হাসছে সবাই, 'আওয়ার কমান্ডার' বলে সম্বোধন করছে। 'স্যার,' এক ফাঁকে মেজর ম্যালেট বলল, 'আপনাকে জানানো দরকার যে প্রেসিডেন্ট এখানে আসার পথে রয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে

যাবেন তিনি।'

'রিপোর্ট পেয়েছেন, মেজর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা কতজন নিহত বা আহত হলো?'

'ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, স্যার। আমাদের বাহাত্তরজন মারা গেছে, আরও হয়তো একশোজনকে গুলি লেগেছে। আর ওরা সব মিলিয়ে ছিল সত্তর জনের মত। বডি ব্যাগে ভরা হয়েছে বাষট্টিটা লাশ, বাকি আটজন গুরুতর আহত।'

কে যেন বলল, 'এটা আমাদের সাফল্য, ডেল্টা কমান্ডোর। বলা যায় আমাদের কমান্ডার মাসুদ রানার কৃতিত্ব।'

হাসছিল রানা, সেটা নিভে গেল। মাথা নাড়ল ও। 'কথাটা ঠিক নয়,' বলল ও। 'সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেশনালরা আজ তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কৃতিত্ব যদি দিতে হয়, সাধারণ কয়েকজন লোককে দিতে হবে। এক ভিয়েৎনামী রিফিউজি মহিলাকে, একজন ফেডারেল অফিসারকে, একজন নিউরোটিক ডিফেন্স কনসালট্যান্টকে, একজন ওয়েল্ডারকে, একজন এয়ার ন্যাশনাল গার্ড পাইলটকে, একজন গৃহবধূকে।'

'কিন্তু, স্যার, আপনি? আপনি তো প্রফেশনাল।'

সবিনয়ে সত্যি কথাই বলল রানা, 'হ্যাঁ, আমি প্রফেশনাল, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কৃতিত্ব আর কতটুকু।'

সবাই অবিশ্বাসে হেসে উঠল।

মেজর ম্যালেট বলল, 'স্যার, আমাদের এবার পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা দরকার। জয়েন্ট চীফও আসছেন। ওঁদের সঙ্গে প্রেসও চলে আসবে, বাজি ধরে বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, চলুন,' বলল রানা। 'আপনাদের প্রেসিডেন্টের কাছে আমার একটা জিনিস রয়ে গেছে।'

* * * *

শুভম ক্রিয়েশন